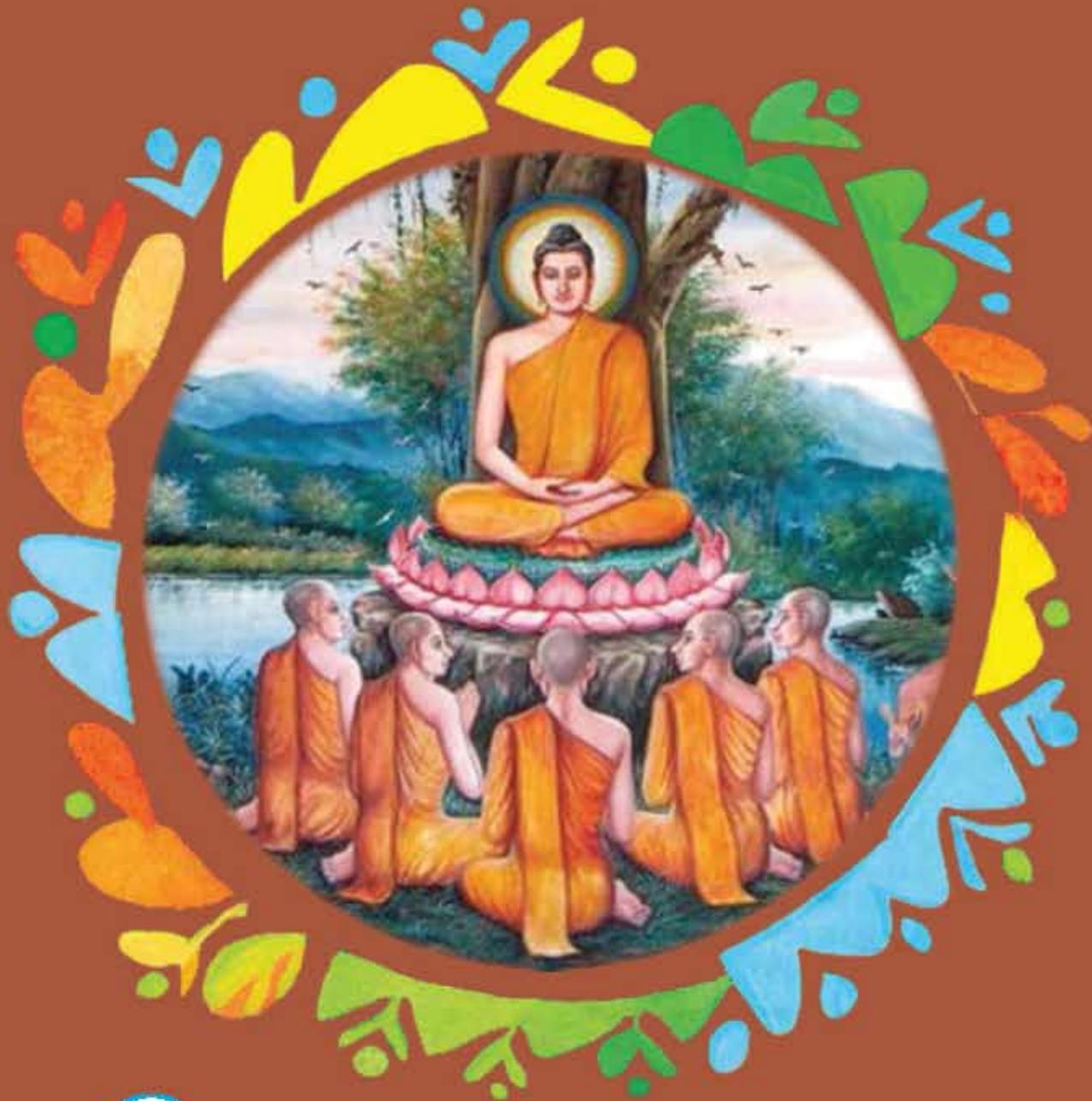


# বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

## চতুর্থ শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ  
থেকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

# বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

## চতুর্থ শ্রেণি

রচনা ও সম্পাদনা  
প্রফেসর ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া  
প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া  
শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত মহাথের  
ড. জগন্নাথ বড়ুয়া

শিল্প সম্পাদনা  
হাশেম খান



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্ববত্ত সম্মতিত]

পরীক্ষামূলক সংকরণ

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১২

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২১

চিজাইন

মোঃ আফুল মোহেন খিলন

প্রাক্তিক

বিশ্বব কুমার দাস

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিলামূল্যে বিক্রয়ের জন্য

মুদ্রণে:

## প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিপ্লব। তার সেই বিপ্লবের জগৎ নিয়ে ভাবনার অস্ত নেই। শিক্ষাধীন, দার্শনিক, শিখবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞান শিখকে নিয়ে জেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষাবীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিপ্লববোধ, অবীম কৌতুহল, অমূল্যন্ত আনন্দ ও উদ্যোগের মতো মানবিক বৃক্ষির সুষৃষ্টি বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে গরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ও উদ্দেশ্য পুনরুন্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অভিনিহিত ভাঙ্গণ্যকে সাবলে রেখে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ধর্মোজ্ঞানীয়তা দিন দিন ব্যাপক হয়ে উঠছে। প্রাথমিক জ্ঞানে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কারণ এই বয়সেই একজন মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক জিজ্ঞি দৃঢ়ত্বাবে গঠিত হয়। এ বিবরণটি মাধ্যমে রেখেই বৌকথর্ম ও সৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি প্রথমদল করা হয়েছে। এতে বুজবাবীর মূলশিক্ষা সৈতিকজ্ঞ বা চারিমিক বৈশিষ্ট্য প্রাথান্য পেয়েছে। শিক্ষাবীরা মানবিক জৃৎ গুণবিত্ত ও বিকশিত হয়ে ভবিষ্যতে পরিবার, সমাজ ও জনসূত্রি বাণিজ্যের উন্নয়নে এগিয়ে আসুক-গাঁটাই আমাদের একান্ত কামনা। বুজের জীবনী, শীল (সৈতিক শিক্ষা), জীবন্তজ্ঞান, জ্ঞাতকের গঠন প্রকৃতি উপাদেশমূলক জন্য এবং পাঠ্যজিতিক চির শিখনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

কোমলমতি শিক্ষাবীদের আগ্রহী, কৌতুহলী ও মনোবোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়াজীয় শীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার বারে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনায়ক্যে বিতরণ করার অস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সামাজিকে সকল শিক্ষাবীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক জ্ঞান থেকে অন্ত করে ইবতেদারি, দার্শন, দার্শন জোকেশনাল, এসএসসি জোকেশনালসহ মাধ্যমিক জ্ঞান পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা করে, যা একটি ব্যক্তিগতি প্রয়োগ।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, মৌল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জ্ঞানাই আনন্দিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সঁর্পিল ব্যক্তিবর্ণের সহজ ধ্যান ও সতর্কতা থাকা সহেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ফট-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও সুভিস্ক্রিপ্ট প্রয়োগৰ্ম জনপ্রের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষাবীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপরূপ হবে বলে আশা করছি।

প্রকেশ নারায়ণ চন্দ্র সাহা  
চেয়ারম্যান  
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

## সূচিপত্র



অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	গৌতম বুদ্ধ	১-৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	ত্রিরত্ন বৰ্ণনা	১০-১৫
তৃতীয় অধ্যায়	আহার ও পানীয় পূজা	১৬-২১
চতুর্থ অধ্যায়	উপোসথ শীল	২২-২৮
পঞ্চম অধ্যায়	ত্রিপিটক পরিচিতি : সূত্র পিটক	২৯-৩৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	কুশল ও অকুশল কর্ম	৩৫-৩৯
সপ্তম অধ্যায়	গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য	৪০-৪৮
অষ্টম অধ্যায়	জাতক পরিচিতি	৪৯-৬৩
নবম অধ্যায়	পূর্ণিমা ও পার্বণ	৬৪-৭০
দশম অধ্যায়	তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান	৭১-৮১
একাদশ অধ্যায়	ধর্মীয় ও সামাজিক সন্তুষ্টি	৮২-৮৭
দ্বাদশ অধ্যায়	প্রকৃতি ও পরিবেশ	৮৮-৯৩



## প্রথম অধ্যায়

### গৌতম বুদ্ধ

দুই হাজার পাঁচশত বছরের আগের কথা। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের রাজার নাম ছিল শুদ্ধোদন। রানির নাম ছিল মহামায়া বা মায়াদেবী। এক বৈশাখী পূর্ণিমার দিন মহামায়া পালকি চড়ে বাপের বাড়ি দেবদহ যাচ্ছিলেন। রানি লুম্বিনী উদ্যানে পৌছলে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রাজা শুদ্ধোদন পুত্র জন্ম হওয়ায় খুশি হলেন। রাজা-রানির মনোবাসনা সিদ্ধ হওয়ায় শিশুর নাম রাখলেন ‘সিদ্ধার্থ’। রাজা শুদ্ধোদন নবজাত পুত্রের ভাগ্য গণনা করার জন্য গণক ডাকলেন। গণকেরা গণনা করে বললেন, যদি এ কুমার সংসারে থাকেন, তবে রাজ চক্রবর্তী হবেন। আর যদি সংসার ত্যাগ করেন তা হলে বুদ্ধ হবেন। কিন্তু একজন গণক নিশ্চিত করে বললেন, এ নবজাত শিশু নিশ্চয়ই বুদ্ধ হবেন।

গণকেরা আরও বললেন, এ রাজকুমার জরাগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, মৃত ব্যক্তি ও সন্ন্যাসী দর্শন করে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবেন। এ চার নিমিত্ত যাতে কুমারের চোখের সামনে না পড়ে, সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন করেন। রাজা শুদ্ধোদন রাজকুমারের জন্য তিনি ঝাতু উপযোগী তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রাসাদের ভেতরে রাজকুমারের মনোরঞ্জনের জন্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ উনিশ বছরে পদার্পণ করেন। কুমার যাতে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ না করেন, সেজন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে প্রস্তুতি নেন। একদিন রাজ্যের বিবাহযোগ্য যুবতীরা রাজকুমারের সামনে আসল। তারা রাজকুমারের হাত হতে উপহার গ্রহণ করল। সর্বশেষ দণ্ডপানির কন্যা যশোধরা গৌতম সিদ্ধার্থের সামনে আসল। রাজকুমার যশোধরাকে নিজ হাতের অঙ্গুরি আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেন। পরে যশোধরার সাথে কুমার সিদ্ধার্থের বিয়ে হয়। রাজপুত্রকে সংসার জীবনে আবদ্ধ করতে পারায় রাজা আনন্দ অনুভব করলেন।

বিয়ের পর রাজকুমার সিদ্ধার্থের দিন আনন্দে কেটে যাচ্ছিল। এদিকে রাজকুমার সিদ্ধার্থ উন্নতিশ বছরে পদার্পণ করলেন। অনেক দিন পর রাজকুমারের নগর ভ্রমণের ইচ্ছা হলো। রাজা রাজকুমারের নগর ভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন।

রাজকুমার সারথি ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে রথে চড়ে নগর ভ্রমণে বের হলেন। প্রথম দিন



### রাজকুমার সিদ্ধার্থের চার নিমিত্ত দর্শন

রাজকুমার নগরের পূর্বদিকে অঘণে গেলেন। কিছুদূর বাণয়ার পর কুমারের চোখের সামনে একজন ভয়াঞ্চন মানুষ চোখে পড়ল। শোকটি লাঠি ভর করে ছাপছিল। ধরধর করে কাপছিল। রাজকুমার সিদ্ধার্থ সারথি হস্তককে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এ শোকটি কে?’ তখন হস্তক বলল— প্রভু এ শোকটি ভয়াঞ্চন বৃক্ষ ব্যক্তি। আপনাকেও একদিন ভয়াঞ্চন হতে হবে। রাজকুমার এ কথা শুনে মর্মাহত হলেন। সেদিন দুঃখ ভারাকাঙ্গ অন্তরে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন।

দ্বিতীয় দিন নগরের দক্ষিণ দিকে অঘণে বের হলেন। সেদিন দেখলেন, একজন ব্যাধিশীল শোক। ওপের বন্ধুপায় ছটকট করছে। কুমার সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞেস করে জানলেন এ শোকটি ব্যাধিশীল। একদিন তাঁকেও ব্যাধিশীল হতে হবে। সেদিনও রাজকুমার দুঃখিত মনে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন।

তৃতীয় দিন নগরের পশ্চিম দিকে নগর অঘণে বের হয়ে একটি মৃত ব্যক্তি দর্শন করলেন। তাকে চারজন শোক কাঁথে করে শাশ্বানে নিয়ে যাইছিল। অনেক শোক কাঁদছিল। কুমার সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞেস করে জানলেন, একদিন তাঁকেও মরতে হবে। সেদিনও কুমার সিদ্ধার্থ মনে দুঃখ নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসলেন।

## গৌতম বুদ্ধ

চতুর্থ দিন নগরের উত্তর দিকে ভ্রমণে বের হন। সেদিন একজন গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসী দেখে পুলকিত হলেন। কুমার সিদ্ধার্থ তেবে সিদ্ধান্ত নিলেন পৃথিবীর দুঃখ মুক্তির জন্য তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করবেন। পরে তিনি রাজপ্রাসাদে ফিরে আসেন। রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে সৎবাদ পেলেন, তাঁর একটি পুত্র জন্ম নিয়েছে। পুত্রের জন্মের সৎবাদ শুনে বলে উঠলেন, রাত্তু আমায় গ্রাস করতে এসেছে।

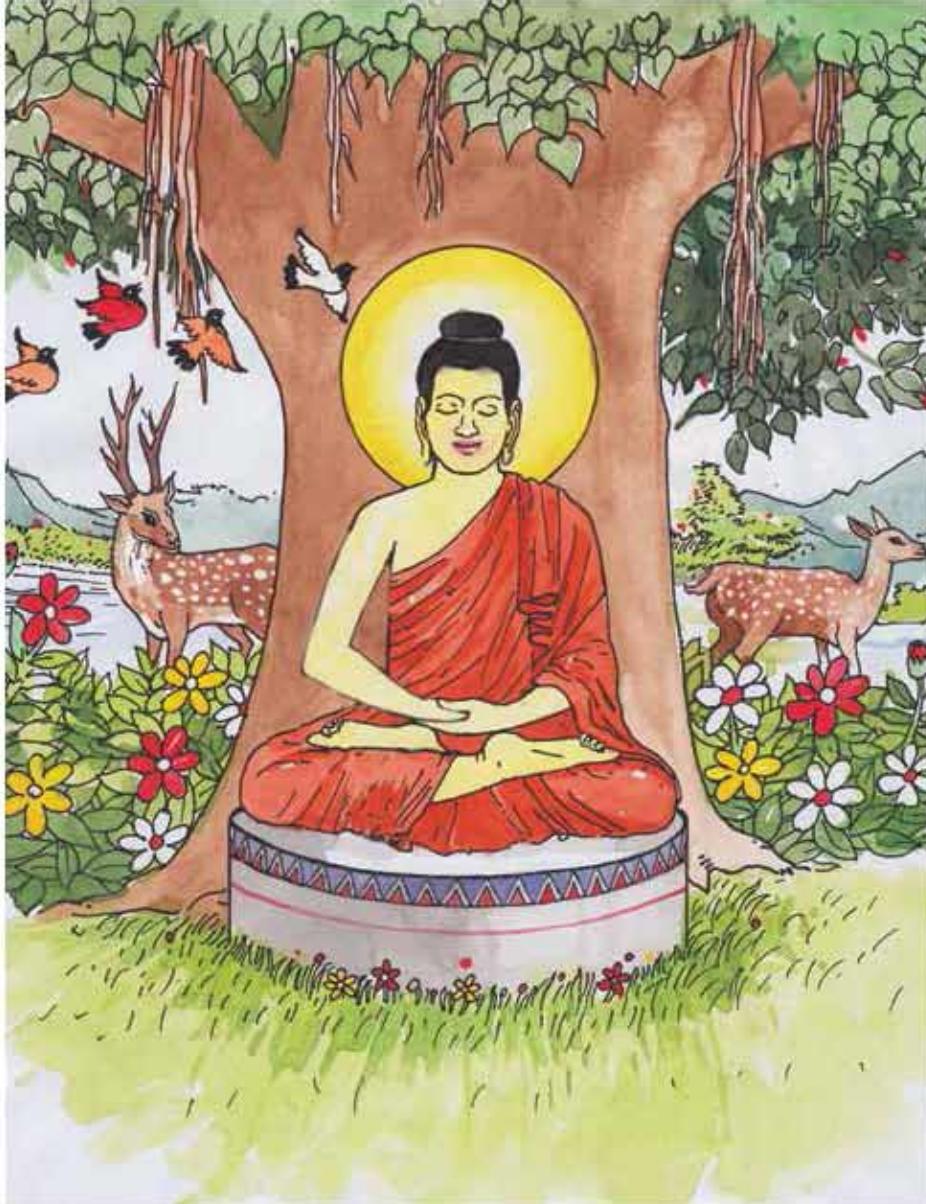
রাজকুমারের মুখে রাত্তু কথা শুনে নবজাত শিশুর নাম রাখা হলো রাতুল। রাজকুমার সিদ্ধার্থ জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর হাত হতে কীভাবে মুক্ত হবেন নির্জনে বসে বসে ভাবছিলেন।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। ঠাঁদের আলোতে সমস্ত নগর আলোকিত। সিদ্ধার্থ এখনই গৃহত্যাগের উপযুক্ত সময় মনে করে সারথি ছন্দককে ডাকলেন। ছন্দক কন্থক নামক অশ্ব সাজিয়ে আনে। রাজকুমার সিদ্ধার্থ যশোধরার শয়নকক্ষে গেলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে নবজাত সন্তানকে এক নজর দেখেন। পরে গভীর রাতে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ ও সারথি ছন্দক অশ্বে আরোহণ করেন। তোর বেলায় অনোমা নদীর তীরে গেলেন। গায়ের রাজপোশাক খুলে ছন্দককে বিদায় দেন। ছন্দক বিষণ্ণ মনে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসেন। এরপর সিদ্ধার্থ তলোয়ার দিয়ে নিজ মাথার চুল কেটে ফেলেন। সে চুল আকাশে উড়িয়ে দেন। দেবতারা সে চুল গ্রহণ করে বিহারে স্থাপন করেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ মুক্তি লাভের আশায় এক আশ্রম হতে অন্য আশ্রমে যাচ্ছিলেন। প্রথমে যান আড়ার-কালাম নামক একজন ঋষির আশ্রমে। সেখান থেকে গেলেন বুদ্ধক রামপুত্রের আশ্রমে। ঠাঁদের নিকট মুক্তি লাভের কোনো সম্ভাবনা না দেখে, নিজেই সাধনা করবেন বলে সংকল্প গ্রহণ করলেন। এরপর কৌশিণ্য, ভদ্রিয়, বশ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ নামক পাঁচজন সাধকের সঙ্গে সাধনা করলেন। কিন্তু পরে তাঁদের ত্যাগ করে গয়ার দূরবর্তী ডুঁজোশ্বরী নামক এক পাহাড়ের গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। আহার-নির্দ্রা ত্যাগ করে সাধনা আরম্ভ করেন। শরীরের রক্ত-মাংস শুকিয়ে যায়। চলন শক্তি হারিয়ে ফেলেন। শরীরের কঙ্কালসার দেখা দেয়।

এ কঠোর তপস্যার দ্বারা শরীর দুর্বল হয়ে যায়। তখন রাজকুমার সিদ্ধার্থ চিন্তা করলেন আত্ম নিঘেহ দ্বারা এবং অতি ভোগের দ্বারা মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। মধ্যম পথই সাধনার জন্য উত্তম হবে মনে করে সেনানী গ্রামের দিকে রওনা হলেন। তখন হতে রাজকুমার সিদ্ধার্থ অল্প অল্প আহার গ্রহণ করতে লাগলেন। এ কারণে গায়ে শক্তি ফিরে পেলেন।



### কঠোর সাধনার্থ সিদ্ধার্থ গৌতম

বৃক্ষের পোড়ায় বৃক্ষ দেবতা বসে আছেন বলে জানাল। সুজাতা তাড়াতাড়ি সোনার ধালায় পায়সান্দ লিয়ে বৃক্ষ দেবতার সামনে গেলেন। দেবতাকে বদলা করে পায়সান্দ দান করলেন। গৌতম সিদ্ধার্থ পায়সান্দ ভোজন করলেন। সুজাতা সন্তুষ্ট হয়ে দেবতাকে বললেন, ‘হে দেবতা! আমার পুত্রের যাতে মঙ্গল হয়, সেজন্য আশীর্বাদ করুন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ বললেন, উপাসিকা! তোমার আশা পূর্ণ হোক।’

এরপর গৌতম সিদ্ধার্থ পায়সান্দ ভোজন করে নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করেন। ঝর্ণ ধালাটি নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে অধিষ্ঠান করেন। যদি আমি বুদ্ধ শান্ত করতে পারি, তাহলে

সেনানী আমে এসে একটি অশ্বথ বৃক্ষের নিচে বসলেন। সে সেনানী আমের কুলবধু ছিলেন সুজাতা। বিশ্বের পর প্রথম গর্তে যদি পুরু সন্তান লাভ হয় তা হলে বৃক্ষ দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দেবেন।

সুজাতার পূর্ণা নামী এক দাসী ছিল। তিনি পূর্ণাকে অশ্বথ বৃক্ষ তলা পরিষ্কার করার অন্য আদেশ দেন। পূর্ণা দাসী অশ্বথ বৃক্ষের পোড়ায় গৌতম সিদ্ধার্থকে দেখল। বাড়িতে গিয়ে সুজাতাকে অশ্বথ



সিদ্ধার্থ গৌতমকে সুজ্ঞাতাৱ পারমপ্রাপ্ত দান

ধালাটি বেল ভাটিতে চলে যায়। তাঁৱ ইচ্ছানুসারে ধালাটি ভাটিতে চলে গেল। তিনি যে বৃক্ষত্ব লাভে সক্ষম হবেন এতে নিশ্চিন্ত হলেন।

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। জ্যোত্স্নার আলোতে সমস্ত পৃথিবী বালমণি করছিল। এমন সময় গৌতম সিদ্ধার্থ সম্প্রদ্য কেৱল শূর্বে লৈনোজনা নদীৱ তীৰে উন্মুক্ত গ্রামে যান। সেখানে একটি অশ্বথ বৃক্ষ ছিল। গৌতম সিদ্ধার্থ অশ্বথ বৃক্ষমূলে বজ্রাসনে পূর্বমুখী হয়ে উপবেশন কৰেন।

আসনে উপবেশন কৰে সৎকর্ম প্রহণ কৰলেন—

“এ আসনে দেহ যোৱ যাক শুকাইয়া,  
অষ্টি চৰ্ম মাস সব যাক বিনাশিয়া;



### বোধিবৃক্ষের নিচে যার বিজয়ী মুখ

না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুর্ভিত জগতে,  
টলিবেনা দেহ মোর এ আসন হতে ।”

এ সময় পাপমতি মাঝ জীবন আকৃতির পিরিমেঘলা নামক ইন্দ্রীয় শীঠে আঝোহণ করে। পরে ঝুঁকার দিয়ে গৌতম সিদ্ধার্থের সামনে আসে। সহস্র হন্তে অৱশ্য ধারণ করে সিদ্ধার্থের ধ্যান ভজা করার জন্য তার দেখাছিল। সিদ্ধার্থের উপর উজ্জ্বল শিলা নিক্ষেপ করছিল। কিন্তু মাঝের সব আকৃমণ ব্যর্থ হলো। গৌতম সিদ্ধার্থ সংকলে অবিচল রাইলেন। পাপমতি মাঝ দিশেহারা হয়ে আগল কল্প রাতি, আরতি ও তৃষ্ণাকে গৌতম সিদ্ধার্থের ধ্যান ভজা করার জন্য আদেশ দিল। কিন্তু মাঝের কল্পারা কোনোভাবেই গৌতম সিদ্ধার্থের ধ্যান ভজা করতে পায়নি। পরে মাঝ ধ্যান ভজা করতে ব্যর্থ হয়ে সামনে গৌতম সিদ্ধার্থের সম্মুখ হতে পালিয়ে যায়।

## ଶୌତମ ବୁଦ୍ଧ

ଶୌତମ ସିନ୍ଧାର୍ଥ ଏହାବେ ମାର ବିଜୟ କରେନ । ପୁନରାୟ ଗତିର ଧ୍ୟାନେ ମଧ୍ୟ ହଲେନ । ସେଦିନଙ୍କ ବୈଶାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସର ଟାଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଜନେ ଅନ୍ତର ସାମିଲ । ତିନି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ରାତରେ ତୃତୀୟ ଧ୍ୟେ—  
ସର୍ବ ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀ କରେ ଛୟ ବହୁ କଠୋର ସାଧନାର ପର ବୋଧିଜୀବ ଶାନ୍ତ କରେ ବୁଦ୍ଧ ହନ । ତଥାନ  
ଶୌତମ ସିନ୍ଧାର୍ଥରେ ବସନ୍ତ ଛିଲ ପୈରାତ୍ରିଶ ବହୁ । ବୁଦ୍ଧରୁ ଶାନ୍ତ କରାର ପର ଦେବତାରା ପୁଣ ବୃଦ୍ଧି  
ବର୍ଷଗ କରିଲେନ । ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀତ ଆଶୋ ବିଚ୍ଛନ୍ନିତ ହଜିଲ । ଦୂର୍ଭାଗ ବୁଦ୍ଧରୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଆନନ୍ଦେ  
ବୁଦ୍ଧ ଏ ଉଦାନ ଗାଥା ଉକାଳଣ କରିଲେ—



ଶିନ୍ଧାର୍ଥ ଶୌତମର ବୁଦ୍ଧରୁ ଶାନ୍ତ

“পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,  
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবে রচিবারে আর;  
ভেঙ্গেছে তোমার স্তন্ত্র চূরমার গৃহ ভিন্নিচয়।  
সংক্ষার বিগত চিন্ত, তৃষ্ণা আজি পেয়েছে ক্ষয়।”

ছয় বছর কঠোর সাধনার পর বুদ্ধ হলেন। বুদ্ধ হয়ে আপন জ্ঞানের আলোতে জগদ্বাসীকে আলোকিত করেন।

## অনুশীলনী

### ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. কত বছর বয়সে কুমার সিদ্ধার্থ বিবাহ করেন ?

- |              |               |
|--------------|---------------|
| ক. পনের বছরে | খ. উনিশ বছরে  |
| গ. একুশ বছরে | ঘ. পঁচিশ বছরে |

২. কুমার সিদ্ধার্থ নগর ভ্রমণের সময় কয়টি দৃশ্য দেখেছিলেন ?

- |          |           |
|----------|-----------|
| ক. চারটি | খ. পাঁচটি |
| গ. ছয়টি | ঘ. সাতটি  |

৩. কল্পক কিসের নাম ?

- |          |         |
|----------|---------|
| ক. হাতি  | খ. অশ্ব |
| গ. গাঢ়া | ঘ. গরু  |

৪. কুমার সিদ্ধার্থ কত বছর কঠোর সাধনা করেন ?

- |            |            |
|------------|------------|
| ক. ছয় বছর | খ. সাত বছর |
| গ. আট বছর  | ঘ. নয় বছর |

৫. কে সিদ্ধার্থকে পায়সান্ন দান করেন ?

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ক. বিশাখা | খ. গৌতমী  |
| গ. সুজাতা | ঘ. হেমলতা |

৬. মানুষের জন্মের কারণ কী ?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক. তৃষ্ণা | খ. বিলাসিতা |
| গ. ভোগ    | ঘ. সুখ      |

## গৌতম বুদ্ধ

### খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. আর যদি ..... ত্যাগ করেন তাহলে বুদ্ধ হবেন।
২. একজন ..... লোক রোগের ঘনত্বগায় ছটফট করছে।
৩. দেবতারা সে চুল গ্রহণ করে ..... স্থাপন করেন।
৪. সিদ্ধার্থের ওপর উক্তপ্ত ..... নিষ্কেপ করছিল।
৫. বুদ্ধত্ব লাভ করার পর দেবতারা ..... করলেন।

### গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. একজন গণক নিশ্চিত করে বললেন	১. আরম্ভ করেন।
২. এ লোকটি সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা	২. ভঙ্গ করতে পারেন।
৩. কুমার সিদ্ধার্থ কঠোর তপস্যা	৩. নবজাত শিশু বুদ্ধ হবেন।
৪. সত্যের সন্ধানে রাজকুমার	৪. হতে মুক্তির জন্য সন্ন্যাসী হয়েছেন।
৫. মারের কন্যারাও সিদ্ধার্থের ধ্যান	৫. সেনানী নামক গ্রামে পৌছলেন।
	৬. নগর ভ্রমণে যান।

### ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. গৌতম সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করলে কী হবেন ?
২. রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্য কয়টি প্রাসাদ নির্মিত হয় ?
৩. রাজা শুদ্ধেদান কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন ?
৪. কোন পূর্ণিমা তিথিতে গৌতম সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন ?
৫. কে গৌতম সিদ্ধার্থকে পায়সান্ন দান করেন ?
৬. গৌতম সিদ্ধার্থ কত বছর বয়সে বুদ্ধ হন ?

### ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কুমার সিদ্ধার্থের বিবাহের ঘটনা লেখ।
২. সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণের বর্ণনা দাও।
৩. মুক্তির সন্ধানে গৌতম সিদ্ধার্থ কোন কোন খবির নিকট যান ?
৪. গৌতম সিদ্ধার্থের কঠোর তপস্যার বর্ণনা দাও।
৫. বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ যে উদান গাথা উচ্চারণ করেন তা লেখ।

## ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

### ତ୍ରିରତ୍ନ ବନ୍ଦନା

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମେ ‘ତ୍ରିରତ୍ନ’ ଏକଟି ଗୁରୁତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ । ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଓ ସଂଘକେ ଏକତ୍ରେ ‘ତ୍ରିରତ୍ନ’ ବଳାହୁଁ । ତୋମରା ଜାନ ‘ତ୍ରି’ ଅର୍ଥ ତିନି । ‘ରତ୍ନ’ ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ । ତାଇ ଏହି ତିନି ରତ୍ନ ‘ତ୍ରିରତ୍ନ’ ନାମେ ପରିଚିତ । ପୃଥିବୀତେ ଯତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଆଛେ, ତ୍ରିରତ୍ନଙ୍କ ସବଚେଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

ପୃଥିବୀତେ ଯତ ରକମେର ରତ୍ନ ଆଛେ, ସେଗୁଲୋ ଲୌକିକ ଜଗତେର ରତ୍ନ । ଏଗୁଲୋ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ; କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଓ ସଂଘରତ୍ନ ହଲୋ ଚିରସ୍ଥାୟୀ । ସେ ତ୍ରିରତ୍ନକେ ଝରଣ କରଲେ ମହାମଙ୍ଗଳ ହୁଏ । ମୃତ୍ୟୁର ପର ସର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ ହୁଏ ।

ତ୍ରିରତ୍ନେର ଗୁଣ ଅପରିସୀମ । ସଂସାର ଜୀବନେ ରତ୍ନ ଭୋଗେର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହତ ହୁଏ । ମୃତ୍ୟୁର ପର ସେବର ରତ୍ନ ପରଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ଯାଏ ନା । କିନ୍ତୁ ତ୍ରିରତ୍ନେର ଶରଣାପନ୍ନ ହଲେ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ । ସେ ପୁଣ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ପର ମାନୁଷକେ ସୁଖମୟ ସ୍ଥାନେ ନିଯେ ଯାଏ । ତାଇ ନିୟମିତ ତ୍ରିରତ୍ନେର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଥାଏ କଲେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସାଥେ ତ୍ରିରତ୍ନେର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରବେ । ତ୍ରିରତ୍ନେର ମଧ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧ ରତ୍ନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ । ‘ବୁଦ୍ଧ’ ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ । ବୁଦ୍ଧେର ଉପଦେଶ ବାଣୀ ‘ଧର୍ମ’ ନାମେ ପରିଚିତ । ‘ଧର୍ମ’ ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ ହଲୋ ନୀତିବାକ୍ୟ । ବୁଦ୍ଧେର ନୀତିବାକ୍ୟ ଓ ଶୀଳ ଯାରା ମାନେନ, ଅନୁଶୀଳନ ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରେନ ତାରା ‘ସଂଘ’ ନାମେ ସୁପରିଚିତ । ତ୍ରିରତ୍ନେର ଗୁଣ ସୀମାହୀନ । ତ୍ରିରତ୍ନେର ଗୁଣ ବର୍ଣନା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ । କଞ୍ଚକାଳ ଧରେ ତ୍ରିରତ୍ନେର ଗୁଣ ବଲଲେଓ କଞ୍ଚ ଶେଷ ହେଁ ଯାବେ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିରତ୍ନ ଗୁଣ ଶେଷ ହବେ ନା ।

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ମତେ ତ୍ରିରତ୍ନେର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଲେଇ ଉପରେ । ସେଜନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଉପାସକ-ଉପାସିକାରୀ ନିୟମିତ ତ୍ରିରତ୍ନେର ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଝରଣ କରେ । ଯାରା ତ୍ରିରତ୍ନେର ନାମ ଝରଣ କରେ ନା, ତାଦେର ଜୀବନ ଧାରଣ ଅସାର । ତ୍ରିରତ୍ନ ଶରଣ ନିଲେ ଜୀବନେ ସୁଖ ଲାଭ କରା ଯାଏ । ସେଜନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧରା ପ୍ରତିନିୟତ ତ୍ରିରତ୍ନେର ଶରଣାଗମନ କରେ ।

ତ୍ରିରତ୍ନ ଅନନ୍ତ ଗୁଣେର ଆଧାର । ତ୍ରିରତ୍ନ ଗୁଣ ଝରଣ କରେ ପ୍ରଶଂସାମୂଳକ ଗାଥା ଆବୃତ୍ତି କରା ଉଚିତ । ପ୍ରଶଂସାମୂଳକ ଗାଥାଇ ପ୍ରଶନ୍ତି । ପ୍ରଶନ୍ତି ଗାଥା ପାଠ କରଲେ ନିଜ ମନ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ । ମନେ ପୁଣ୍ୟ ଉତ୍ସପନ୍ନ ହୁଏ । ମରଣେର ପର ସର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ ହୁଏ ।

## ত্রিরত্ন ক্ষমনা

### বুদ্ধের নয় গুণ ক্ষমনা

ভগবান অরহত তিনি এ কারণ,  
সম্যক সম্মুদ্ধ পূর্ণ বিদ্যা আচরণ ।

সুগত ও লোকবিদ আর অনুস্তর,  
সারথি পুরুষ দম্য ত্রিলোক ভাস্তৱ ।

দেব-নর গুরু তিনি বুদ্ধ ভগবান,  
আরি গুণ নিত্য বন্দি চরণ মহান ।

নির্বাণ লভিব আমি বুদ্ধের কারণে,  
গমন করিনু এখন ভক্তিযুত মনে ।



### ধর্মের ছয় গুণ ক্ষমনা

সুব্যাখ্যাত ধর্ম এই বুদ্ধ সুভাষিত,  
সৎ-দৃষ্টিক অকালিক সাধু প্রশংসিত ।

এসে দেখার যোগ্য নির্বাণের পথ,  
জ্ঞানীগণ বিধিতব্য মুক্তি মনোরথ ।

নির্বাণ লভিব আমি ধর্মের শরণে,  
গমন করিনু এখন ভক্তিযুত মনে ।

বিহারে বৃক্ষমূর্তির সামনে ত্রিরত্ন ক্ষমনারত পিতা-মাতার সঙ্গে শিশু কিশোর-কিশোরী

### সংঘের নয় গুণ ক্ষমনা

সুমার্গে সুপ্রতিপন্ন বুদ্ধ শিষ্যগণ,  
ঝজু আর্য অষ্টমার্গে উদ্দেশ্যে গমন ।

ন্যায়-পন্থী ভগবান শ্রাবক সকল,  
সমীচীন পন্থী যারা অতীব সরল ।

এই যে যুগল চারি অষ্ট আর্য নর,  
মার্গস্থ ফলস্থ ভেদে নির্বাণ দোসর ।

আহ্বান দানের যোগ্য উপনীতে দান,  
পাইবার যোগ্য পাত্র দক্ষিণা মহান ।

ভক্তির অঞ্জলি যোগ্য পুণ্য ক্ষেত্র সার,  
ইহা তিন্ন মানবের কিবা আছে আর ।

নির্বাণ লভিব আমি সংঘের শরণে,  
গমন করিনু এবে ভক্তি যুত মনে ।

## নিম্নে ত্রিরত্ন প্রশংস্তি উল্লেখ করা হলো :

পূর্বেই বলা হয়েছে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ ত্রিরত্ন নামে পরিচিত। এ ত্রিরত্নের অপ্রমেয় গুণ অরণ করে ক্ষমনা করলে মানুষের মঙ্গল হয়। নিম্নে বুদ্ধের নয়গুণ, ধর্মের ছয়গুণ ও সংঘের নয়গুণ এই ত্রিরত্ন ক্ষমনা পালি ও বাংলায় উল্লেখ করা হলো –

### নয়গুণ সম্পন্ন বুদ্ধ ক্ষমনা

#### পালি

ইতিপি সো ভগবা অরহৎ, সম্মাসম্বুদ্ধে, বিজ্ঞাচরণ সম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদু, অনুভূরো পুরিসদন্ম সারথী, স্থাদেবমনুস্সানৎ, বুদ্ধে, ভগবাতি।

#### বাংলা অনুবাদ

সেই ভগবান অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচরণ সম্পন্ন, সুপথে গমনকারী, সমস্ত জড় অজড় জগৎ জ্ঞাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ দেব-ব্রহ্মা-নর-যক্ষ-তির্যক প্রভৃতির অদম্য পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যদের শিক্ষক, বুদ্ধ, ভগবান।

### ছয়গুণ সম্পন্ন ধর্ম ক্ষমনা

#### পালি

স্বাক্ষাতো ভগবতো ধর্ম্যো, সন্দিট্ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্সিকো, ওপনায়িকো, পচত্তৎ বেদিতকো বিএওঝুহী তি।

#### বাংলা অনুবাদ

ভগবান কর্তৃক ধর্ম উভমরূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনীয়, ফল প্রদানে কালাকাল বিরহিত, ‘এসে দেখ’ এই রূপ বলবার মোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাতব্য।

### নয়গুণ সম্পন্ন সংঘ ক্ষমনা

#### পালি

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, এণ্যপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, সমীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো যদিদৎ চতুরি পুরিসযুগানি অট্ঠ পুরিসপুগ্গলা এস ভগবতো সাবকসংঘো, আহুণেয়ো, পাহুণেয়ো, দক্খিণেয়ো অঞ্জলিকরণীয়ো, অনুভূরৎ পুঁঁওকখেত্তৎ লোকস্সাতি।



## ବାଲୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ

ବିହାଜ ବୃଦ୍ଧମୂର୍ତ୍ତିର ସାଥନେ ତ୍ରିରତ୍ନ ବଦନାରେ ଉପାସକ-ଉପାସିକ ଓ ବାଲକ-ବାଲିକା

ଶଗବାନେର ଶ୍ରାଵକ ସଂସ୍ଥ ସୁଖଥେ ପ୍ରତିପଦ୍ମ, ଖାଜୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଟାଞ୍ଜିକ ମାର୍ଗ ପ୍ରତିପଦ୍ମ, ନୟାମ ପ୍ରତିପଦ୍ମ, ସମୀଚୀନ, ସଥାର୍ଥ, ଉତ୍ସୁମ ପ୍ରତିପଦ୍ମ ଶଗବାନେର ଶ୍ରାଵକ ସଂସ୍ଥ ମୁଗ୍ଧ ହିସାବେ ଚାର ମୁଗ୍ଳ ଏବଂ ପୁଦ୍ମଗ୍ଲ ହିସାବେ ଅଣ୍ଟ ଆର୍ଯ୍ୟ ପୁଦ୍ମଗ୍ଲରେ ଚାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦାନ-ଆହୁତି ଲାଭେର ଯୋଗ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ତୋଳ୍ୟ ଘାରା ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ, ଅଞ୍ଜଳିଗୁଡ଼ଟେ ନଭଶିରେ ବଦନା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତ ଦେବ ନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ।

ବୌଦ୍ଧଦେଇ ନିକଟ ତ୍ରିରତ୍ନ ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ପାଇ । ସେଇନ୍ୟ ସବ ସମୟ ତ୍ରିରତ୍ନେର ପ୍ରତି ଶ୍ରୁଦ୍ଧା ଜାଗାତ କରିବ୍ୟ । ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ବଳେ ତ୍ରିରତ୍ନେର ପ୍ରତି ଶ୍ରୁଦ୍ଧା ଉତ୍ସପଦ୍ମ କରିଲେ ନିଜେର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ । ତ୍ରିରତ୍ନେର ପ୍ରତି ଶ୍ରୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍ଗା ଧାର୍ମିକ ହୁଏ । ଧାର୍ମିକ ହଲେ ମାନୁଷେର ନିକଟ ଶ୍ରୁଦ୍ଧା ଲାଭ କରେ ଥାକେ । ଦେବତାରୀଓ ତାଦେଇରକେ ବିଶଦ-ଆପଦ ହତେ ରକ୍ଷା କରେନ । ଏଇନ୍ୟ ତ୍ରିରତ୍ନେର ପ୍ରତି ଶ୍ରୁଦ୍ଧା ଜାଗାତ କରା ସକଳେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

প্রত্যেক মানুষই নিজের ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে। বৌদ্ধদের প্রতিদিন পঞ্চশীল পালন করতে হয়। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিয়মিত বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ-এ ত্রিরত্নের প্রতি বৰ্দন জানাতে হয়। সকাল এবং সন্ধিয়া দুই বেলা ত্রিরত্ন বৰ্দন করার অভ্যাস করা সকলের কর্তব্য। বৰ্দনার সময় ত্রিরত্নের গুণাবলি উচ্চারণ করতে হয়। এরপর ত্রিপিটক গ্রন্থের যে কোনো অংশ হতে পাঠ বা আবৃত্তি করলে মানুষের মঙ্গল হয়। সূত্রপাঠ, ধর্মালোচনা দ্বারা চিন্ত পরিশুম্ব হয়। ত্রিরত্ন বৰ্দনার অভ্যাস নিজ জীবনে রূপায়িত করা সকলের কর্তব্য। ত্রিরত্ন বৰ্দনার অভ্যাস অন্যদের মাঝেও যাতে প্রতিফলিত হয়, সেজন্য যত্নবান হওয়া উচিত।

### অনুশীলনী

#### ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক () টিক দাও :

১. ‘ত্রি’-শব্দের অর্থ কী?

- |          |             |
|----------|-------------|
| ক. তিনি  | খ. তিরিশ    |
| গ. ত্রাণ | ঘ. ত্রিবিধি |

২. বুদ্ধ কয়টি গুণ সম্পন্ন?

- |         |          |
|---------|----------|
| ক. আটটি | খ. নয়টি |
| গ. দশটি | ঘ. বারটি |

৩. কোন ভৱণ গ্রহণ করলে মানুষের সর্ববিধ মঙ্গল হয়?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক. রাজা   | খ. মণিরত্ন  |
| গ. ধনরত্ন | ঘ. ত্রিরত্ন |

৪. অদম্য পুরুষ দমনকারী সারথি কে?

- |           |          |
|-----------|----------|
| ক. রাজা   | খ. যক্ষ  |
| গ. শিক্ষক | ঘ. বুদ্ধ |

৫. সুপথের প্রতিপন্ন কারা?

- |           |          |
|-----------|----------|
| ক. সারথি  | খ. সংঘ   |
| গ. ভিক্ষু | ঘ. উপাসক |

৬. সর্বদা মানুষকে কী করতে উপদেশ দেবে?

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| ক. সূর্য বৰ্দনা | খ. চন্দ্ৰ বৰ্দনা   |
| গ. দেব বৰ্দনা   | ঘ. ত্রিরত্ন বৰ্দনা |

### খ. ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦାରା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର :

1. ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଓ ..... ରତ୍ନଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ ।
2. ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ସଂଘେର ଗୁଣ ..... ନ୍ୟାୟ ..... ।
3. ଭଗବାନ କର୍ତ୍ତକ ..... ଉତ୍ସମର୍ଯୁପେ ..... ।
4. ତ୍ରିରତ୍ନେର ପ୍ରତି ..... ଧାର୍ମିକ ହୟ ।
5. ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବଇ ନିଜେର ଧର୍ମେର ..... ମେନେ ଚଲେ ।
6. ବନ୍ଦନାର ସମୟ ..... ଗୁଣାବଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରତେ ହୟ ।

### গ. ବାମ ପାଶେର ବାକ୍ୟାଖଣେର ସାଥେ ଡାନ ପାଶେର ବାକ୍ୟାଖଣେର ମିଳ କର :

ବାମ	ଡାନ
1. ତ୍ରିରତ୍ନେର ଶରଗାପନ୍ ହଲେ	1. ଏକମାତ୍ର ପୂଜାର ପାତ୍ର ।
2. ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମେର ଅନୁଶାସନ ଅନୁସାରେ	2. ନିଷ୍ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସଂଖିତ ହୟ ।
3. ନିର୍ବାଣ ଲଭିବ ଆମି	3. ବୁଦ୍ଧେର କାରଣେ ।
4. ମାନୁଷ ମାତ୍ରଇ	4. ତ୍ରିରତ୍ନେର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସକଳେର ଓପରେ ।
5. ଜଗତେର ମଧ୍ୟେ ତ୍ରିରତ୍ନଇ	5. ସୁଖ ଚାଯ ।
	6. ସତ୍ୱବାନ ହେଯା ଉଚିତ ।

### ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

1. ‘ତ୍ରିରତ୍ନ’ ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ କି ?
2. କାରା ତ୍ରିରତ୍ନେର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରେ ?
3. ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ସଂଘେର ଗୁଣ କିସେର ନ୍ୟାୟ ସୀମାହିନ ?
4. କାର ପ୍ରଶାସ୍ତି ଦାରା ମନ-ପ୍ରାଣ ପୁଣ୍ୟମୟ ହୟ ?
5. କାକେ ‘ଅରହତ’ ବଲା ହୟ ?

### ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

1. ତ୍ରିରତ୍ନ କି ? ତ୍ରିରତ୍ନେର ଗୁଣ ବର୍ଣନା କର ।
2. ପଦ୍ୟକାରେ ବୁଦ୍ଧେର ନୟଗୁଣ ବର୍ଣନା ଲେଖ ।
3. ବୁଦ୍ଧେର ନୟଗୁଣ ଓ ଧର୍ମେର ଛୟଗୁଣ ବନ୍ଦନା ପାଲିତେ ଲେଖ ।
4. ସଂଘେର ନୟଗୁଣ ବାଂଲାଯ ଲେଖ ।
5. ତ୍ରିଶରଣ ଗ୍ରହଣେର ଦାରା କି ମଙ୍ଗଳ ହୟ ବର୍ଣନା କର ।
6. ତ୍ରିରତ୍ନ ବନ୍ଦନାର ସୁଫଳ ବର୍ଣନା କର ।

তৃতীয় অধ্যায়

## আহার ও পানীয় পূজা

তোমরা জান পূজা অর্থ কী? তোমরা এ সম্পর্কে তৃতীয় শ্রেণিতেও জেনেছ। তারপরও পূজা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

‘পূজা’ শব্দের অর্থ হলো ভক্তি, শুদ্ধি ও আরাধনা। এর আরও অর্থ আছে ; যেমন— অর্চনা, উপাসনা ও স্তুতি। আমরা বুদ্ধের গুণাবলি শুদ্ধার সাথে অরণ করি। ধর্ম ও সংঘের আদর্শ অনুসরণ করি। এ ছাড়াও আমরা পবিত্র মহাবোধি, সপ্ত মহাস্থান ও চৈত্য ইত্যাদির উদ্দেশ্যেও পূজা করে থাকি। পূজা দুভাবে করা যায়। প্রথমত ত্রিরত্ন বৰ্দনা ও সূত্রপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে ; দ্বিতীয়ত পুষ্প, প্রদীপ, আহার, পানীয় দান প্রভৃতির মাধ্যমে।

পূজায় নানা দ্রব্যসামগ্ৰী ব্যবহৃত হয়। পূজার ভিন্নতা অনুযায়ী নানা উপকৰণ সামগ্ৰীও থাকে। যেমন— থালা, গ্ৰাস, মোমবাতি, ধূপ, ধূপদানি প্ৰভৃতি। অন্যদিকে পূজার উপচার সমূহ হলো আম, জাম, কলা, কঁঠাল, লিচু, আপেল, আনারস, আঙুৰ প্ৰভৃতি। এ ছাড়া নানা খাদ্যদ্রব্য, ফলের রস ও পানীয় জল থাকে।

পূজা করলে কী হয়? পূজা করলে মন সুন্দর ও পবিত্র হয়, মনের হিংসা, বিদ্যেষ, লোভ, মোহ বিদূরিত হয়। চিন্তের প্রসারতা বাড়ে। ত্রিরত্নের প্রতি প্রগাঢ় শৃদ্ধাভাব আসে। দান চিন্ত গঠন হয়; মনে ধর্মভাব জাগ্রত হয়। মন উদার হয়, প্রশস্ত হয়। মানুষের দুঃখ বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়। মনে সহানুভূতি আসে। গরিব, দুঃখীর প্রতি দয়া উৎপন্ন হয়।

এছাড়াও মনে ধর্মভাব জাগ্রত হয়। সদ্কর্মে মন ধাবিত হয়। ত্যগচ্ছি তৈরি হয়। মনে উৎসাহ বাড়ে। এগুলো কুশল কর্ম বলেই বহু মঙ্গল সাধিত হয়। অনেক পুণ্য সঞ্চয় হয়। তাই পূজা হলো মানব জাতির উন্নতির সোপান।

তোমরা প্রতিদিন বিহারে গিয়ে অথবা বাড়িতে আহার ও পানীয় পৃজা দেবে।

আহার পূজা কীভাবে করতে হয় জান? বেলা বারোটার পূর্বে আহার পূজা করতে হয়। পূজা দেওয়ার সময় ভালোভাবে হাত-মুখ ধুতে হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে হয়।



ଆହାର ପୂଜାରେ ବାଲକ-ବାଲିକା ଓ ଉପାସକ-ଉପାସିକା

ଏଥିନ ଆମରା ଆହାର ପୂଜାର ଉପକରଣ ଓ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କେ ଜାନବ । ଆହାର ପୂଜାର ଉପକରଣ ହଞ୍ଚେ ଧାଳା, ଜଳ, ନାନା ଫଳମୂଳ ଓ ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ ।

ଏବାର ଶିଖବ ପୂଜା କିଭାବେ କରନ୍ତେ ହୁଁ । ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର ଧାଳାଟି ପରିଷକାରଭାବେ ଶୁରୁ ନେବେ, ତାଙ୍କପର ତାତ, ସୁନ୍ଦାଦୁ ତରକାରୀ, ନାନା ଡକମ ଫଳ ଓ ମିଠି ପ୍ରଭୃତି ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ ଦିଯେ ଧାଳାଟି ସୁନ୍ଦର କରେ ସାଜାବେ । ବୁନ୍ଦେର ସାମନେ ଆସନେ ଧାଳାଟି ସୁନ୍ଦର କରେ ରାଖିବେ । ସଜେ ଏକ ହାଲ ଜଳ ଦେବେ । ଦୁଇ ହାତ ଛୋଡ଼ କରେ ନଭଜାନୁ ହୁଁ ବସବେ ।

ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିରତ୍ନ ବଦନା କରବେ । ତ୍ରିରତ୍ନର ପ୍ରତି ତକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନବେ । ଯଦି ବିହାରେ ଆହାର ପୂଜା ଦାଓ ତାହଲେ ତିକ୍ଟୁ ମୁଖେ ମୁଖେ ଆହାର ପୂଜା ଗାଥାଟି ଆସୁଣ୍ଟି କରବେ । ନଭୁବା ନିଜେ ନିଜେ ଆସୁଣ୍ଟି କରବେ । ପୂଜା ଶେଷେ ବୁଦ୍ଧକେ ବଦନା କରବେ । ତିକ୍ଟୁ ଧାକଣେ ତିକ୍ଟୁକେଓ ବଦନା କରବେ । ଆହାର ପୂଜାର ଗାଥାଟି ନିଚେ ଦେଉଥା ହଲୋ –

## আহার পূজা

অধিবাসেতু নো ভন্তে, ভোজনং পরিকল্পিতং  
অনুকম্পং উপাদায পটিগণ্হাতু উভমৎ।

### বাংলা অনুবাদ

তন্তে, আপনার জন্য উভম আহার প্রস্তুত হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনি এ উভম আহার গ্রহণ করুন।

## পদ্যাকারে আহার পূজা

উভম সুগন্ধ অন্ন ব্যঙ্গন অপার  
খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয নানা উপচার।

উভম আহার যত করিনু অর্গণ  
অনুকম্পা বিতরণে করুন গ্রহণ।

এ বৃদ্ধনা এ পূজা এ জ্ঞান প্রভায়  
সর্বতৃষ্ণা সর্ব দুঃখ ক্ষয় যেন পায়।

## পানীয় পূজা

আমরা যা পান করি তাই পানীয়। বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আমরা জল, শরবত ও নানা পানীয় দ্রব্যাদি দান করি। এই দানকেই বলা হয় পানীয় পূজা।

পানীয় পূজা কীভাবে করতে হয় জান? প্রথমে একটি সুন্দর ও পরিষ্কার পাত্রে বিশুদ্ধ জল নেবে। তারপর সেই পাত্র হাতে করজোড়ে বুদ্ধের ছবি অথবা মূর্তির সামনে গিয়ে ইঁটু গেড়ে বসবে। প্রথমে একাথাচিত্তে ত্রিরত্ন কৃদন্তা করবে। বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা আনবে। তারপর সুর করে পানীয় পূজার গাথা আবৃত্তি করবে। পরে জলের পাত্রটি বুদ্ধের সামনে রেখে কৃদন্তা করবে।

পানীয় গাথাটি নিচে দেওয়া হলো—

### পানি

বুদ্ধসন্মেনেন পূজেমি মোচনত্থায় বটতো,  
দকগ্গমগ্গ সিদ্ধত্তো লভামি পরমৎ সুখৎ।

আহার ও পানীয় পূজা

### বাংলা অনুবাদ

সৎসার চক্র থেকে মুক্তির জন্য এ পানীয় দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করছি। এ পানীয় দান করে আমি যেন জন্ম-জন্মান্তরে পরম সুখ লাভ করি।

### পদ্যাকারে পানীয় পূজা

আমাদের আহরিত এই পানীয় দানে,  
পূজিতেছি পূজিতেছি বুদ্ধ ভগবানে।

তৃষ্ণা নিবারণকারী পানীয় নির্মল,  
বিশুদ্ধ পবিত্র তাহা অতি সুশীতল।

সুশীতল পানীয় দানে তোমায় মোরা অরি,  
জন্ম-জন্মান্তরে যেন সুখ লাভ করি।

তোমরা আহার ও পানীয় পূজার গাঁথাগুলো ভালো করে মুখস্থ করবে। বিহারে গিয়ে নিয়মিত পূজা দেবে। বিহার দূরে হলে বাড়িতে বসে বুদ্ধের সামনে প্রতিদিন আহার ও পানীয় পূজা দেবে। উৎসব পার্বণেও গাঁথাগুলো আবৃত্তি করতে পারবে। গাঁথাগুলো নিয়মিত আবৃত্তির ফলে তোমাদের চিন্তে দান চেতনা উৎপন্ন হবে। চিন্ত পরিশুদ্ধ হবে। গরিব, অসহায় ও দুঃখী মানুষের প্রতি দয়াভাব জগ্নাত হবে। যারা অনুহীন তাদের অন্ন দান করবে। বন্ধুহীনদের বন্ধু দান করবে। যারা আশ্রয়হীন তাদের আশ্রয় দেবে। এ দানের ফলে সকল প্রকার দুঃখ, মনের জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হবে। আসক্তি ও তৃষ্ণা ক্ষয় হবে।

### অনুশীলনী

#### ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

##### ১. পূজা করার অর্থ—

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ক. বুদ্ধের গুণাবলি শুদ্ধার সাথে শরণ করা  | খ. বুদ্ধের উপদেশ রক্ষা করা |
| গ. সুর করে বুদ্ধের উপদেশগুলো আবৃত্তি করা | ঘ. পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ করা |

**২. পূজা মানব জীবনের কিসের সোপান ?**

- |            |             |
|------------|-------------|
| ক. উন্নতির | খ. অবনতির   |
| গ. বিরতির  | ঘ. স্থীরতির |

**৩. পূজা করলে কী হয় ?**

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| ক. হিংসা-বিদ্যেষ দূরীভূত হয় | খ. লোভ-মোহ উৎপন্ন হয়     |
| গ. প্রতিহিংসা জাগ্রত হয়     | ঘ. ভক্তি-শুদ্ধার অভাব হয় |

**৪. আহার পূজা কখন করতে হয় ?**

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| ক. সন্ধ্যা বেলা    | খ. বেলা বারোটার পূর্বে |
| গ. রাত বারোটার আগে | ঘ. বিকাল বেলা          |

**৫. বৃক্ষকে নিয়মিত দেবে—**

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ক. বন্দনা | খ. শুদ্ধা |
| গ. পূজা   | ঘ. ভক্তি  |

**৬. গরিব-দুঃখীদের প্রতি—**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ক. দয়াভাব জাগ্রত হয় | খ. হিংসাভাব জাগ্রত হয় |
| গ. বৈরীভাব জাগ্রত হয় | ঘ. আনন্দভাব জাগ্রত হয় |

**৭. পূজার উপচার সাজাতে হয়—**

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| ক. কোনো রকমে    | খ. এলোমেলোভাবে |
| গ. দায়সারাভাবে | ঘ. সুন্দরভাবে  |

**৮. পূজার গাঁথা আবৃষ্টি করবে—**

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ক. গান করে    | খ. সুর করে    |
| গ. ব্যঙ্গ করে | ঘ. চিৎকার করে |

**৯. যারা অনুহীন তাদের—**

- |               |                |
|---------------|----------------|
| ক. বন্ধু দেবে | খ. নাস্তা দেবে |
| গ. বাড়ি দেবে | ঘ. অনু দেবে    |

## আহার ও পানীয় পূজা

### খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. আমরা বুদ্ধের ..... শৃঙ্খার সাথে স্মরণ করি।
২. পূজার ভিন্নতা অনুযায়ী নানা ..... সামগ্রীও থাকে।
৩. আহার পূজার উপকরণ হলো ....., নানা ফলমূল ও খাদ্যসামগ্রী।
৪. অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনৎ .....।
৫. দক্ষগামগ্র সিঞ্চনে লভামি পরমৎ .....।
৬. ..... আপনি এ উভয় আহার গ্রহণ করুন।

### গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. পূজার ভিন্নতা অনুযায়ী	১. থালা, জল, নানা ফলমূল ও খাদ্যসামগ্রী।
২. এগুলো সদৃক্রম বলেই	২. মোচনত্থায় বটতো।
৩. আহার পূজার উপকরণ হলো	৩. পানীয় নির্মল।
৪. সংসার চক্র থেকে মুক্তির জন্য	৪. বহু মঞ্জল সাধিত হয়।
৫. তৃষ্ণা নিবারণকারী	৫. এ পানীয় দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করছি।
	৬. নানা উপকরণ সামগ্রী থাকে।

### ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. ‘পূজা’ শব্দের অর্থ কী?
২. আহার পূজার উপচার কী কী?
৩. পানীয় পূজা কাকে বলে?
৪. নিয়মিত গাথা আবৃত্তির ফলে কী উৎপন্ন হয়?
৫. আহার পূজা কখন করতে হয়?

### ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. পূজা করার উদ্দেশ্য কী বল।
২. আহার পূজার নিয়ম বর্ণনা কর।
৩. আহার পূজার পালি গাথাটি অবিকল লেখ।
৪. পানীয় পূজার গুরুত্ব তুলে ধর।
৫. আহার পূজার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

## চতুর্থ অধ্যায়

### উপোসথ শীল

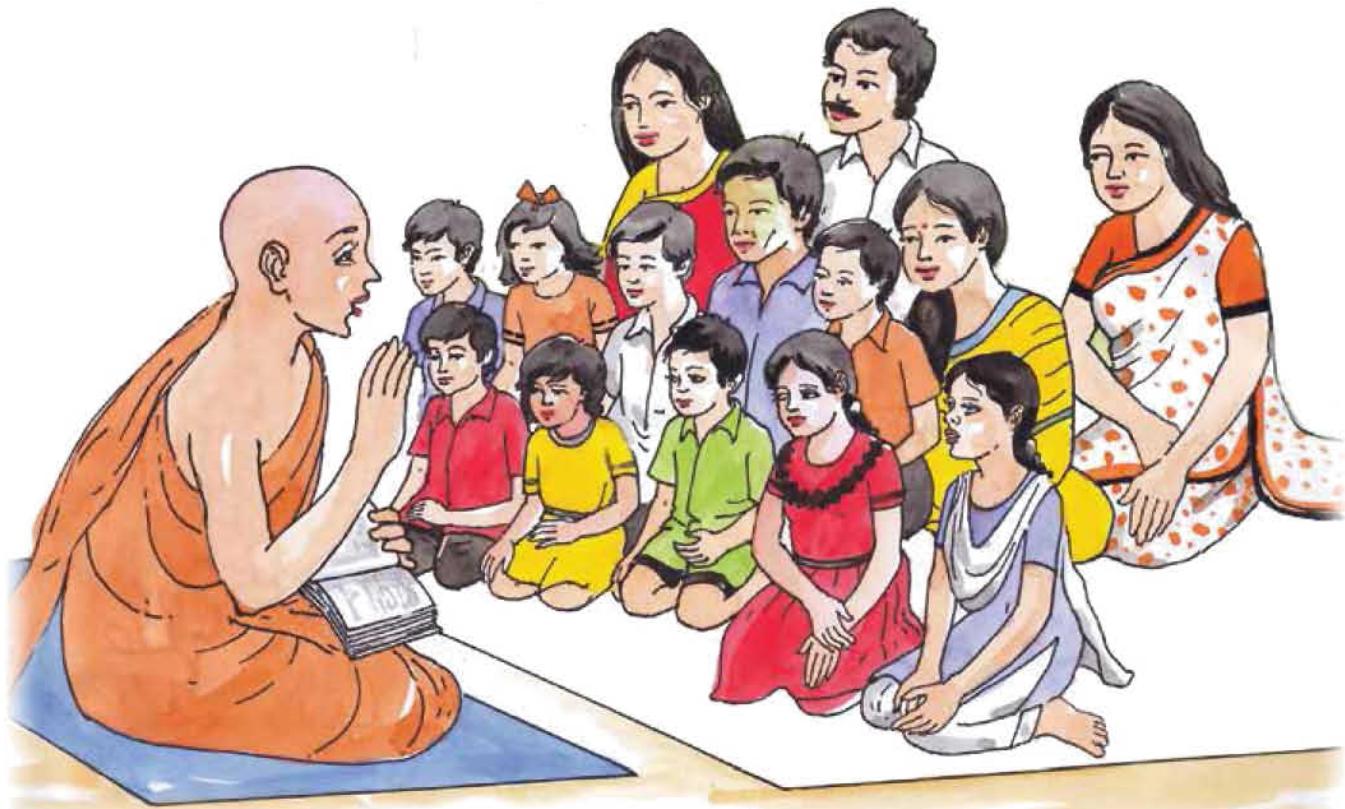
বুদ্ধ মানুষের চরিত্র শুদ্ধ রাখার জন্য কতগুলো নিয়ম পালন করতে বলেছেন। এগুলোকে শীল বলা হয়। শীলকে নিয়ম-নীতি বা শৃঙ্খলাও বলা যেতে পারে। শীলের অপর নাম সংযম। বুদ্ধের শিক্ষার আদর্শই হচ্ছে শীল।

শীল পালনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। মানুষ ভালো-মন্দ কাজ করে। খারাপ কাজ করলে তাকে কুফল ভোগ করতে হয়। ভালো কাজ করলে সুফল ভোগ করে। চরিত্রবান মানুষের মন সব সময় সুপথে চালিত হয়। চরিত্র শুদ্ধ থাকলে সবাই তার প্রশংসনা করে। যারা শীল পালন করে না, তারা গুরুতর অপরাধ করতেও দিখা করে না। দুঃশীল ব্যক্তির মন চথল হয়। শীল পালনের মাধ্যমে সুখ লাভ হয়। শীলবান ব্যক্তির কায়, বাক্য ও মন সংযত থাকে। শীলবান ব্যক্তির সুযশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মৃত্যুর পর ঋর্গে গমন করে। নির্বাণ লাভের পথ সুগম হয়। সুতরাং মানব জীবনে শীল পালনের গুরুত্ব অত্যধিক।

গৃহী বা উপাসক-উপাসিকাদের শীল দুই প্রকার। যথা : পঞ্চশীল ও অষ্টশীল। গৃহীদের পঞ্চশীল পালন করতে হয়। এ সম্পর্কে তোমরা তৃতীয় শ্রেণিতে জেনেছ। এবার অষ্টশীল সম্পর্কে জানবে।

এখন উপোসথ কী তা জানব। ‘উপোসথ’ শব্দটির অর্থ উপবাস। অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিকে উপোসথ দিবস বলা হয়। এদিনে উপাসক-উপাসিকারা অষ্টশীল পালন করে থাকেন। এজন্য অষ্টশীলকে উপোসথ শীলও বলা হয়। সৎ জীবন গঠনের জন্য উপোসথ শীল পালন করা দরকার। বুদ্ধের সময়কাল থেকে উপোসথ পালনের রীতি চলে আসছে।

এবার অষ্টশীল বা উপোসথ শীল কীভাবে গ্রহণ করতে হয় তা আমরা জানব। উপোসথ দিবসে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবে। মুখ, হাত ধূয়ে স্নান সেরে পরিষ্কার পোশাক পরিধান করবে। পূজা ও দানের উপকরণ নিয়ে সংযতভাবে বিহারে যাবে। যাওয়ার সময় বুদ্ধগুণ মূরণ করবে। এলোমেলোভাবে পথ চলবে না। বুদ্ধপূজা ও কৃদন্তার কাজ সেরে ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হবে। দুই হাত জোড় করে নতজানু হয়ে বসবে। তারপর অষ্টশীল প্রার্থনা ও শীল গ্রহণ করবে।



অষ্টশীল গ্রহণরত পিতা-মাতার সঙ্গে শিশু ও কিশোর-কিশোরী

## অষ্টশীল প্রার্থনা

ওকাস অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ অট্ঠজ্ঞা সমন্বাগতং উপোসথ সীলং ধন্মং যাচামি  
অনুগ্রহং কর্ত্তা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

দুতিয়ম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ অট্ঠজ্ঞা সমন্বাগতং উপোসথ সীলং ধন্মং যাচামি  
অনুগ্রহং কর্ত্তা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

ততিয়ম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ অট্ঠজ্ঞা সমন্বাগতং উপোসথ সীলং ধন্মং যাচামি  
অনুগ্রহং কর্ত্তা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

নিচে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো :

### বাংলা অনুবাদ

ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। দ্বিতীয়বারও ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। তৃতীয়বারও ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

অষ্টশীল প্রার্থনা শেষ হলো। ভন্তে এবার বলবেন :

যমহং বদামি তৎ বদেহি। – আমি যা বলছি তা বল।

তোমরা বলবে : আম ভন্তে। – হাঁ ভন্তে, বলছি।

এবার ভন্তে অষ্টশীল প্রদান করবেন। তিনি একটি একটি করে পালিতে শীল বলে যাবেন। তোমরা তা পরপর বলবে।

### পালিতে অষ্টশীল

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
২. অদিনাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৩. অব্রহাচরিয়া বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৫. সুরা-মেরেয মজ্জাপমাদট্ঠনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৬. বিকালভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৭. নচগীত বাদিত বিসুক্রদস্সন মালাগন্ধ বিলেপন ধারণমণ্ডন বিভূসনট্ঠনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৮. উচ্চস্যনা মহাস্যনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

পালিতে অষ্টশীল গ্রহণ করার পর বাংলায় অনুবাদ জানবে।

নিচে তা দেওয়া হলো :

### বাংলা অনুবাদ

১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব— এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
২. অদন্ত বন্ধু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব — এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৩. অব্রহাম্মচর্য থেকে বিরত থাকব — এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৪. মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব — এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৫. সুরা জাতীয় মাদকদ্রব্য সেবন ও প্রমাদকরণ থেকে বিরত থাকব — এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৬. বিকাল ভোজন থেকে বিরত থাকব— এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৭. নাচ গান বাদ্য উৎসব, সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধন দ্রব্য ধারণ, মণ্ডন, বিভূষণকরণ থেকে  
বিরত থাকব— এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৮. উচ্চশ্যায় ও মহাশ্যায় শয়ন থেকে বিরত থাকব — এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

ভন্তে আমাদের অফ্টশীল প্রদান করলেন। আমরা অফ্টশীল গ্রহণ করেছি। এবার আমাদের  
মঙ্গল কামনা করে ভন্তে সূত্রপাঠ করবেন। সূত্রপাঠ শেষ হলে আমরা সমন্বয়ে তিনবার  
'সাধু' বলে ভন্তেকে কৃদন্তা করব।

এবার আমরা পঞ্চশীল ও অফ্টশীলের মধ্যে পার্থক্য কী জানব।

- পঞ্চশীল বলতে পাঁচটি শীল বোঝায়। আর অফ্টশীলে অতিরিক্ত তিনটি শীল আছে। সেগুলো হচ্ছে :
৬. বিকালভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
  ৭. নচগীতবাদিত, বিসুকদস্সন, মালাগন্ধ বিলেপন ধারণমণ্ডন বিভুসন্টঠানা বেরমণী  
সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
  ৮. উচ্চস্থনা মহাস্থনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

### উক্ত তিনটির বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো :

৬. বিকাল ভোজন থেকে বিরত থাকব — এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৭. নৃত্য-গীত-বাদ্য উৎসব দর্শন, সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধন দ্রব্য ধারণ মণ্ডন বিভূষিত করা  
থেকে বিরত থাকব — শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৮. উচ্চশ্যায় ও মহাশ্যায় শয়ন করা থেকে বিরত থাকার এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।  
অফ্টশীলের তৃতীয় শীল পঞ্চশীলের তৃতীয় শীল থেকে ভিন্ন।

## অষ্টশীলে তা এরূপ :

৩. অব্রহাচরিয়া বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিযামি ।

## বাঞ্ছা অনুবাদ

৩. অব্রহাচর্য থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।

পঞ্চশীল গৃহীদের জন্য প্রতিদিন পালনীয় । গৃহী উপাসক-উপাসিকারা প্রতি উপোসথ দিবসে অষ্টশীল পালন করেন । বিহারে যাওয়া সম্ভব না হলে নিজের গৃহেও উপোসথশীল গ্রহণ করা যায় ।

তোমরা উপোসথ দিবসে অর্থাৎ অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় অষ্টশীল পালন করবে । এতে অনেক সুফল পাওয়া যায় । মন সংযত থাকে । অষ্টশীলধারী কারও অনিষ্ট কামনা করেন না । নিচে অষ্টশীল পালনের সুফল সম্পর্কে একটি কাহিনী দেওয়া হলো ।

## কাহিনীটি এরূপ :

গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবণ্তীতে সুদৃষ্ট নামে একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন । তিনি ভাগ্যবান লোক । অতি মহান তাঁর অন্তর । দুর্ম-অনাথদের পিতা-মাতা সদৃশ । যারা গরিব, অনাথ, তাদেরকে প্রতিদিন অন্ন দিতেন । তাই তিনি অনাথপিণ্ডিক নামে পরিচিত । তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি । অনাথপিণ্ডিকের একজন বিশ্বাসী চাকর ছিল । এক উপোসথ দিবসে চাকরটি দূরে চাষ করতে গেল । সন্ধ্যায় বাড়ি গিয়ে দেখল সবাই উপোসথ গ্রহণ করেছে । তখন পড়ত বেলা । চাকরটি না খেয়েই অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল গ্রহণ করল । তার পক্ষে এটা ছিল অর্ধ উপোসথ ।

গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে । চাকরটির চোখে ঘুম নেই । সারাদিনের পরিশ্রমে সে ক্লান্ত । স্কুধায় তাড়িত । সারা দিন উপবাস । সে পেটে ব্যথা অনুভব করল । পেটের ব্যথা আরও বাঢ়তে লাগল । অনাথপিণ্ডিক তাকে মধু সেবন করতে বললেন । ধার্মিক চাকরটি তাও গ্রহণ করল না । কারণ অর্ধবেলার উপোসথ সে যথাযথ পালন করবে । অবশেষে সে মৃত্যুকে বরণ করে নিল । মৃত্যুর পর হিমালয়ের পাদদেশে এক বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করলেন । সে পূর্ণ উপোসথ পালন করতে পারেনি । নতুবা আরও উর্ধ্বলোকে জন্মগ্রহণ করতে পারত ।

মানুষের জীবনে শীল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শীল ছাড়া মানুষের জীবন পরিশীলিত হয় না ।

শীল সকল কুশল কর্মের ভিত্তি। শীলবান ব্যক্তি সংযমের মাধ্যমে প্রশংসা লাভ করেন। মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ ভোগ করেন। পুণ্যকামী শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকাগণ অষ্টশীল পালন করেন। এতে ইহ-পরকাল সুখের হয়। তোমরাও উপোসথ দিবসে অষ্টশীল পালন করবে। শীল হলো পারমী পূরণের একটি অঙ্গ। শীলগুণ শান্তিদায়ক। তার ফলস্বরূপ নিজ জীবন বিশুদ্ধ ও পুণ্যময় হবে। এতে আত্মসংযম, সত্যবাদিতা, শিষ্টাচার, জীবে দয়া প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করা যায়।

## অনুশীলনী

### ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. যারা শীল পালন করেন তাদের কী বলা হয়?

- |             |             |
|-------------|-------------|
| ক. ধনবান    | খ. শীলবান   |
| গ. জ্ঞানবান | ঘ. বিবেকবান |

২. ‘উপবাস’ শব্দটির অর্থ কী?

- |           |            |
|-----------|------------|
| ক. অভ্যাস | খ. সুবাতাস |
| গ. উপবাস  | ঘ. নির্যাস |

৩. কারা উপোসথ শীল পালন করেন?

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| ক. গৃহীরা   | খ. শ্রামণেরা       |
| গ. আচার্যরা | ঘ. উপাসক-উপাসিকারা |

৪. দৃঢ়শীল ব্যক্তির মন কীরূপ হয়?

- |         |          |
|---------|----------|
| ক. ধীর  | খ. শান্ত |
| গ. সংযত | ঘ. চঞ্চল |

৫. অনাথপিডিকের আসল নাম কী?

- |               |            |
|---------------|------------|
| ক. ব্রহ্মদত্ত | খ. জিনদত্ত |
| গ. সুদত্ত     | ঘ. দেবদত্ত |

### খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. শীলবান ব্যক্তির ..... সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।
২. দুই হাত জোড় করে ..... হয়ে বসবে।
৩. অষ্টশীলধারী কারও ..... কামনা করেন না।
৪. অনাথপিণ্ডিকের একজন ..... চাকর ছিল।
৫. অষ্টশীলে অতিরিক্ত ..... শীল আছে।

### গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. বুদ্ধের শিক্ষার আদর্শ	১. সংযত থাকে।
২. মানব জীবনে শীল	২. সংযতভাবে বিহারে যাবে।
৩. শীলবান ব্যক্তির কায়, বাক্য ও মন	৩. উপোসথ শীল গ্রহণ করল।
৪. পূজা ও দানের উপকরণ নিয়ে	৪. পালনের গুরুত্ব অত্যধিক।
৫. চাকরটি না খেয়েই অষ্টাঙ্গা	৫. হচ্ছে শীল।
	৬. সবাই উপোসথ গ্রহণ করেছে।

### ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. ‘শীল’ শব্দের অর্থ কী ?
২. উপাসক—উপাসিকারা সাধারণত কয় প্রকার শীল পালন করেন ?
৩. অষ্টশীলকে কোন শীল বলা হয় ?
৪. অষ্টশীলের তৃতীয় শীল পালিতে অবিকল উদ্ধৃত কর।
৫. শীল কিসের ভিত্তি ?

### ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

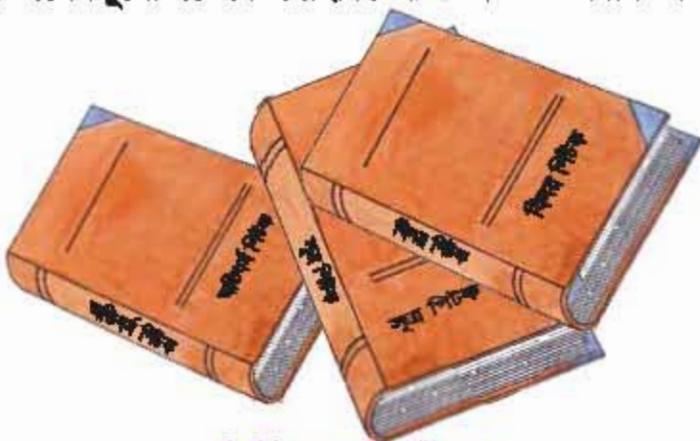
১. শীল পালনের গুরুত্ব আলোচনা কর।
২. অষ্টশীল প্রার্থনা পালি ও বাংলায় লেখ।
৩. অষ্টশীল বাংলা অনুবাদসহ পালিতে লেখ।
৪. অষ্টশীল পালনের সুফল বর্ণনা কর।
৫. ধার্মিক চাকরটির কাহিনী নিজের ভাষায় লেখ।

## পঞ্চম অধ্যায়

# ত্রিপিটক পরিচিতি সূত্র পিটক

বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটকে বুদ্ধের মুখনিঃসূত ধর্মবাণী ও শিক্ষা বর্ণিত আছে। ত্রিপিটক অনেকগুলো গ্রন্থের সমাহার। পালি ত্রিপিটক প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা :

- ক. বিনয় পিটক
- খ. সূত্র পিটক
- গ. অভিধর্ম পিটক।



## ত্রিপিটক সংকলন

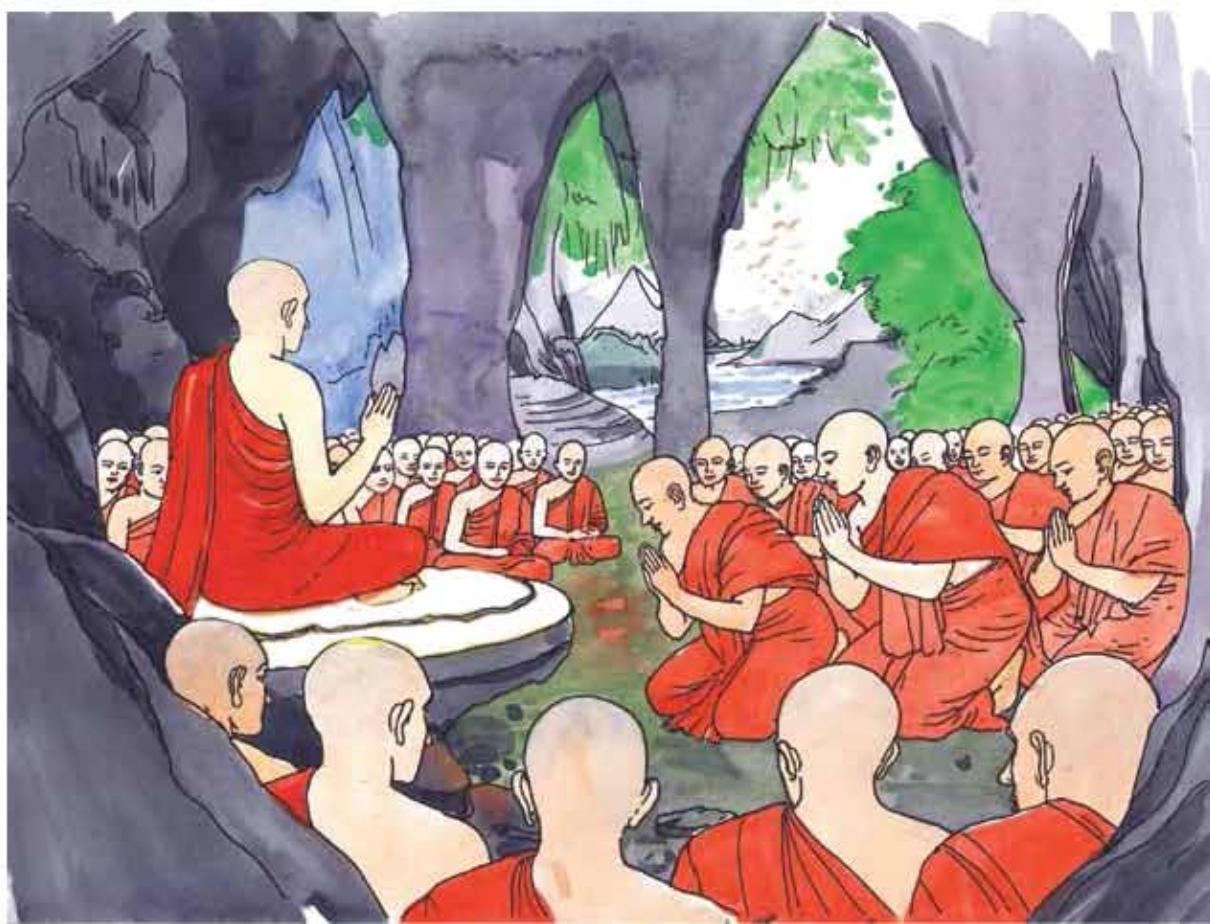
### ত্রিপিটকের তিনটি অংশ

ত্রিপিটক সংকলনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। পালি সাহিত্য মতে, গৌতম বুদ্ধ ৮০ বৎসর বয়সে মহাপরিনির্বাচন লাভ করেন। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্যরা তাঁর ধর্মবাণীগুলো সংযুক্ত করে রাখার প্রয়োজন মনে করলেন। তাই বৌদ্ধ সংগীতি আহ্বান করা হয়।

বৌদ্ধ সংগীতি (সম+গীত) অর্থ হলো ধর্মসত্তা, সমাবেশ, সম্মেলন, সম্ভাবন, অধিবেশন ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে বেধানে অনেক পক্ষিত অর্হৎ তিঙ্গুগুণ সম্পর্কিত হন, ধর্মবাণী গীত হয়, ধর্মীয় বিষয় আলোচনা হয়, অর্থাৎ একত্রে বা সমস্তেরে যা আবৃত্তি করা হয় তাই সংগীতি। বৌদ্ধধর্ম মতে অনেকগুলো সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাচনের তিন মাস পর মহাকাশ্যপ স্থবিরের সভাপতিত্বে প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সংগীতি রাজগৃহের সঞ্চারী গৃহায় অনুষ্ঠিত হয়।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাচনের একশত বছর পর বৈশালীতে বিতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। যশ স্থবির ছিলেন এ সংগীতির সভাপতি এবং সন্নাট কালালোক ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। এ সংগীতিতে ধর্ম-বিনয় পুনরাবৃত্তি করা হয়।



### ରାଜଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ଗୁହାର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ସଂଗୀତି ସଭା

ଶ୍ରିକୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟ ଶତକେ ମୌର୍ୟ ସନ୍ତ୍ରୀଟ ଅଶୋକର ସମୟ ତୃତୀୟ ସଂଗୀତିର ଆଯୋଜନ କରା ହୁଏ । ଏତେ ମୋଗ୍ନାଲିପୁଣ୍ଡ ତିସ୍ରୀ ସଭାପତି ହିସେନ । ଏତେ ଏକ ହାଜାର ଅର୍ହତ ସାଧିର ଅଳ୍ପପାହଙ୍ଗ କରେନ । ରାଜଧାନୀ ପାଟଲିପୁଟ୍ରେ ଏ ସଂଗୀତି ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ହୁଏ । ଏ ସଂଗୀତିତେ ବିନୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅନ୍ତିଧର୍ମ ପିଟିକ ଆବୃତ୍ତିର ମାଧ୍ୟମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ତ୍ରିପିଟିକ ସଂକଳିତ ହୁଏ ।

### ତ୍ରିପିଟିକ ଗୁରୁତ୍ୱ

ତ୍ରିପିଟିକ ବୌଦ୍ଧଦେଇ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ । ବୁଦ୍ଧକାଳୀନ ସମୟେ ତ୍ରିପିଟିକ ଲିଖିତ ଛିଲ ନା । ବୁଦ୍ଧର ଉପଦେଶିତ ବାଣୀ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଶିଖେର ମଧ୍ୟେ ଶୁଣି ପରମା ଥଚିଲିବା ଥିଲ । ବୁଦ୍ଧର ମହାପରିନିର୍ବାଣେର ପର ବୁଦ୍ଧବାଣୀ ଓ ବିନୟ ବିଷୟେ ମତାନ୍ତେକ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇ । ପରେ ସର୍ବଜନୀନଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗୀତି ଆଯୋଜନେର ମାଧ୍ୟମେ ତ୍ରିପିଟିକ ସଂକଳନ କରା ହୁଏ । ପ୍ରଥମ ତିନଟି ସଂଗୀତିର ପୁରୁତ୍ଵ ଅତ୍ୟଧିକ ।

## ত্রিপিটক পরিচিতি

ত্রিপিটক সংকলনের মাধ্যমে বুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়। বিভিন্ন গুরু ও শিষ্যদের মধ্যে বুদ্ধের শিক্ষা ও নীতি আদর্শ বিষয়ে যে ভিন্ন মত ছিল তা পরিহার করা হয়। বুদ্ধের প্রকৃত ধর্মবাণী যাচাই বাচাই করে নির্ধারণ করা হয়। সঠিক বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক পাঠ করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ।

এ কারণেই ত্রিপিটকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

এ অধ্যায়ে সূত্র পিটক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূত্র পিটক ত্রিপিটকের দ্বিতীয় ভাগ। সূত্র পিটকে পাঁচটি নিকায় (গ্রন্থ) আছে। পালি ভাষায় নিকায়গুলো হলো :

১. দীর্ঘ নিকায় ২. মজুবিম নিকায় ৩. সংযুক্ত নিকায় ৪. অঙ্গুস্ত নিকায় ৫. খুদক নিকায়।

নিম্নে পাঁচটি নিকায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলো :

**১. দীর্ঘ নিকায় :** দীর্ঘ নিকায় সূত্র পিটকের প্রথম গ্রন্থ। দীর্ঘ নিকায় তিনটি বর্গে বিভক্ত। দীর্ঘনিকায়ের তিনটি খণ্ডে মোট ৩৪টি সূত্র আছে। এর সূত্রগুলো আকারে বড়, দীর্ঘ এবং বিস্তৃত। তাই একে ‘দীর্ঘ নিকায়’ বলা হয়। দীর্ঘ নিকায়ের সূত্রগুলোর মূল বিষয়বস্তু হলো—দান, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, চিন্ত, ধ্যান, অনিত্য ভাবনাসহ নির্বাগের ব্যাখ্যা।

**২. মজুবিম নিকায় :** এটি সূত্র পিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থ। এ নিকায়টি মূলত তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। যথা : মূল পঞ্চঞ্চাস, মজুবিম পঞ্চঞ্চাস এবং উপরিপঞ্চঞ্চাস। এতে মধ্যমাকারের সর্বমোট ১৫২টি সূত্র আছে। গুরু ও উপদেশের মাধ্যমে নীতি শিক্ষা দেওয়াই এ গ্রন্থের সূত্রগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য।

মধ্যম নিকায় হলো পঞ্চনিকায়ের মধ্যে সর্বোত্তম এবং একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। এর মূল বক্তব্যের বিষয় হলো বুদ্ধের জীবন ও বাণী, চারি আর্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ, প্রতীত্যসমৃৎপাদ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, পঞ্চনৈতি ও নির্বাগ।

**৩. সংযুক্ত নিকায় :** ছোট ছোট অনেকগুলো সূত্র নিয়ে সংযুক্ত নিকায় গঠিত। তাই একে সংযুক্ত নিকায় হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এতে মোট পাঁচটি বর্গ আছে। সংযুক্ত নিকায়ের বিষয়বস্তুতে নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মাচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

**৪. অঙ্গুভূর নিকায় :** এ নিকায়টি মোট এগারটি নিপাত নিয়ে গঠিত। নিপাতগুলো বিষয়বস্তুর প্রকার ও সংখ্যা হিসেবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি নিপাত কতিপয় বর্ণ ও সূত্রে বিভক্ত। সূত্রগুলো প্রায়ই গদ্য ও পদ্যে রচিত। উক্ত নিপাতসমূহে ভগবান বুদ্ধের ধর্মবাণী ও নীতি শিক্ষা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে বিধি বিষয় হিসেবে এতে বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব, মানব জীবন, নানা বল, ধন, বিদ্যা ও আচরণকে নির্বাণ লাভের সোপান বলে অভিহিত করা হয়েছে।

**৫. খুদক নিকায় :** খুদক নিকায় সূত্র পিটকের সর্বশেষ নিকায়। ‘খুদক’ শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র, ছোট। গদ্য ও পদ্যে রচিত এ নিকায়ের গ্রন্থ সংখ্যা পনেরটি।

এখানে গ্রন্থগুলোর নামের তালিকা দেওয়া হলো— ১. খুদক পাঠ ২. ধর্মপদ ৩. উদান ৪. ইতিবুক্তক ৫. সুন্তনিপাত ৬. পেতবথু ৭. বিমানবথু ৮. থেরগাথা ৯. থেরীগাথা ১০. নিদেস ১১. জাতক ১২. পটিসম্মিদামার্গ ১৩. অপদান ১৪. বুদ্ধবৎস ১৫. চরিয়াপিটক।

খুদক নিকায়ের গ্রন্থগুলোর মধ্যে ধর্মপদ ও জাতক গ্রন্থের বিষয়বস্তু সর্বজনীন। গ্রন্থ দুটি বিশ্ব সাহিত্য ভাঙ্গারে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

সূত্র পিটকের গ্রন্থসমূহে বুদ্ধের জীবন ও দর্শন এবং সামগ্রিক উপদেশ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। উপদেশগুলো মেনে চলা এবং তার আলোকে জীবন গঠন করা সকলের কর্তব্য।

### অনুশীলনী

**ক. সঠিক উভয়ের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :**

**১. বুদ্ধের ধর্মবাণী ও শিক্ষা কোথায় বর্ণিত আছে?**

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| ক. নিকায়ে   | খ. সংগীতিতে      |
| গ. ত্রিপিটকে | ঘ. অভিধর্ম পিটকে |

**২. ত্রিপিটকের কয়টি অংশ?**

- |           |          |
|-----------|----------|
| ক. পাঁচটি | খ. তিনটি |
| গ. সাতটি  | ঘ. দুটি  |

৩. সূত্র পিটকের প্রথম গ্রন্থের নাম কী ?

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| ক. দীর্ঘ নিকায়  | খ. ধর্মপদ         |
| গ. মজ্বিম নিকায় | ঘ. সংযুক্ত নিকায় |

৪. ‘ধর্মপদ’ কোন নিকায়ের অন্তর্গত ?

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| ক. সংযুক্ত নিকায় | খ. দীর্ঘ নিকায় |
| গ. মধ্যম নিকায়   | ঘ. খুদক নিকায়  |

৫. খুদক নিকায়ে কয়টি গ্রন্থ আছে ?

- |        |         |
|--------|---------|
| ক. ৫টি | খ. ১৫টি |
| গ. ৩টি | ঘ. ২৫টি |

৬. তৃতীয় সংগীতির পৃষ্ঠপোষক কে ছিলেন ?

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| ক. সম্রাট অশোক | খ. সম্রাট কালাশোক |
| গ. অজাতশত্রু   | ঘ. সম্রাট কণিষ্ঠক |

৭. কীভাবে ধর্ম-বিনয় সংগৃহীত হয় ?

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| ক. পূর্ণিমার মাধ্যমে | খ. সংগীতির মাধ্যমে |
| গ. কীর্তনের মাধ্যমে  | ঘ. সভার মাধ্যমে    |

৮. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. গৌতম বুদ্ধ ..... বছর বয়সে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।
২. সূত্রপিটক ..... নিকায়ে বিভক্ত।
৩. ..... শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র, ছোট।
৪. দীর্ঘ নিকায়ে ..... সূত্র আছে।
৫. মধ্যম নিকায় হলো ..... মধ্যে সর্বোত্তম।
৬. অঙ্গুত্তর নিকায়ে ..... নিপাত আছে।

**গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :**

বাম	ডান
১. মহাকাশ্যপ স্থবিরের সভাপতিত্বে	১. ১৫২টি সূত্র আছে।
২. ছেট ছেট অনেকগুলো	২. বর্গ ও সূত্রে বিভক্ত।
৩. মজৃঘিম নিকায়ে	৩. ভাঙ্ডারে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।
৪. প্রত্যেকটি নিপাত কতিপয়	৪. সূত্র নিয়ে সংযুক্ত নিকায় গঠিত।
৫. গ্রন্থ দুটি বিশ্ব সাহিত্য	৫. প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।
	৬. একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

**ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

১. সংগীতি কাকে বলে?
২. পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক কোন সংগীতিতে সংকলিত হয়?
৩. অঙ্গুন্তর নিকায় কয়টি নিপাতে বিভক্ত?
৪. সংযুক্ত নিকায় কেন নামকরণ করা হয়েছে?
৫. সূত্র পিটকের পাঁচটি গ্রন্থের নাম লেখ।

**ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

১. ত্রিপিটক সংকলন সম্পর্কে বর্ণনা কর।
২. সূত্র পিটক কয়টি নিকায়ে বিভক্ত? প্রথম দুটি নিকায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৩. সংযুক্ত নিকায় ও অঙ্গুন্তর নিকায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৪. খুদক নিকায়ে কয়টি গ্রন্থ ও কী কী নাম লিখ।
৫. ত্রিপিটকের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### কুশল ও অকুশল কর্ম

মনের চেতনা বা ইচ্ছাকে কর্ম বলা হয়। জীবন কর্মময়। কর্মের দ্বার তিনটি : কায়, বাক্য ও মন। কুশল কর্ম বলতে সদ্কর্মকে বোঝায়। গুরুভক্তি, পরোপকার, সচরিত্র গঠন প্রভৃতি হচ্ছে কুশল কর্ম বা সদ্কর্ম। ভালো কাজকেই কুশল কর্ম বলে। মানুষ কর্মের অধীন।

কুশল কর্মের দ্বারা মানুষ নীরোগ হয়। দীর্ঘায়ু লাভ করে। অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। ধনবান হয়। উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানী হয়। যারা প্রাণী হত্যা করে না তারা অনেক দিন বেঁচে থাকে। দীর্ঘজীবী হয়। যাদের মনে হিংসা নেই তারা সুশ্রী হয়, সুন্দর হয়। কুশল কর্মের ফল সুখদায়ক। যারা জীবের প্রতি দয়াশীল, তারা মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করে।

অকুশল কর্ম বলতে অসদ্কর্ম বা দুষ্কর্মকে বোঝায়। খারাপ কাজকে অকুশল কর্ম বলে। অসদ্কর্ম করলে দুঃখ ভোগ করতে হয়। অকুশল কর্মের ফল দুঃখদায়ক। প্রাণী হত্যা করলে অল্পায়ু হয়। প্রাণীদের নিপীড়ন করলে রোগাগ্রস্ত হয়। মৃত্যুর পর নরকে যায়। মনে হিংসা পোষণ করলে বিশ্রী হয়। গুরুর প্রতি অশুদ্ধি, অপরের অনিষ্ট সাধন, দুচরিত্র প্রভৃতি হচ্ছে অকুশল কর্ম বা দুষ্কর্ম। অকুশল কর্মের পরিণাম ভয়াবহ।

জগতে কর্মই প্রাণীগণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে জগতে বিভিন্ন প্রকার মানুষ দেখা যায়। যেমন— ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, সুস্থ-বুগ্রণ, পঞ্চিত-মূর্খ, সাদা-কালো, সুন্দর-কৃৎসিং। তার কারণ কী? সদ্কর্ম কিংবা অসদ্কর্মের কারণে এরূপ পার্থক্য দেখা যায়। এ পার্থক্য শুধু মানুষের মধ্যে নয়; সকল প্রাণীর মধ্যেও বিদ্যমান।

তোমরা সর্বদা পাপকর্ম থেকে বিরত থাকবে। সদ্কর্ম সম্পাদন করবে। পূজনীয় ব্যক্তিকে পূজা করবে। মাতা-পিতাকে ভক্তি করবে। তাদের উপদেশ পালন করবে। এতে তোমরা সুখী হবে।

এখন কুশল ও অকুশল কর্মের দুটি কাহিনী বলব। মনোযোগ সহকারে পাঠ করবে।

কুশল কর্মের কাহিনীটি নিম্নরূপ :

ভগবান বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক দরিদ্র ব্যক্তি বাস করত। তার নাম ছিল পূর্ণ। সে

দরিদ্র হলেও নিয়মিত অষ্টশীল বা উপোসথ শীল পালন করত। এত দরিদ্র ছিল যে প্রতিদিনের খাবার জোগাড় করতে পারত না।

একদিন উপোসথ দিবসে পূর্ণ অষ্টশীল নিল। তার সামান্য খাবার ছিল। এর বেশি সে জোগাড় করতে পারল না। সামান্য খাবার নিয়ে সে খেতে বসবে। এমন সময় বুদ্ধের শিষ্য সারিপুত্র ভিক্ষাপাত্র হাতে গৃহস্থারে উপস্থিত হলেন। পূর্ণ নিজের জন্য প্রস্তুত খাবার শ্রদ্ধার সাথে সারিপুত্রকে দান করল। সারিপুত্র স্থবির পূর্ণের দানের প্রশংসা করলেন। তাকে আশীর্বাদ করলেন।

দরিদ্র পূর্ণের এ দানের ফলে অচিরেই ভাগ্য ফিরে গেল। তার লাভ সংকার বেড়ে গেল। ধনবান শ্রেষ্ঠীতে পরিণত হলেন। সবাই তার প্রশংসা করতে লাগল।



সারিপুত্র ভিক্ষা পাত্রে পূর্ণের দান গ্রহণ

### অকুশল কর্মের ফলস্বরূপ কাহিনীটি নিম্নরূপ :

শ্রাবণ্তীতে নন্দ নামে এক ব্যাধ বাস করত। প্রাণিহত্যা ছিল তার জীবিকা। নন্দ প্রতিদিন মাংস বিক্রয় করত। মাংস ছাড়া সে ভাত খেত না। একদিন খেতে বসে সে দেখল মাংস

## କୁଶଳ ଓ ଅକୁଶଳ କର୍ମ

ନେଇ । ତାର ପାକଶାଲାର ସାମନେଇ ଛିଲ ଏକଟି ଗରୁ । ଗରୁଟି ଆପନ ମନେ ସାମ ଥାଚିଲ । ନନ୍ଦ ଧାରାଲୋ ଅନ୍ତରେ ନିଯେ ତଙ୍କେଣାଂ ଗରୁଟିର ଜିବ କେଟେ ଫେଲିଲ । ଆଗୁନ ଜ୍ବେଲେ ଜିବଟି ସେଁକେ ନିଲ । ତାରପର ପରମାନନ୍ଦେ ଥେତେ ଲାଗିଲ ।

ପାପ କର୍ମେର ଫଳ ତ୍ୟାବହ । ନନ୍ଦେର ଜିବଟି ଥାଲାୟ ପଡ଼େ ଗେଲ । ନନ୍ଦ ଯନ୍ତ୍ରଣାୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରତେ କରତେ ମାରା ଗେଲ । ନନ୍ଦ ପାପ କରେଛିଲ । ତାଇ ସେ ଦୁଃଖମ୍ୟ ନରକେ ଉଠିପାନ୍ତି ହଲୋ ।

ଜଗତେ ମାନୁଷଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ମାନୁଷ କାଯ, ବାକ୍ୟ ଓ ମନେ କୁଶଳକର୍ମ ବା ସଂକର୍ମ କରତେ ପାରେ । କୁଶଳ କର୍ମ ସୁଖଦାୟକ । ସବ ସମୟ କୁଶଳ କର୍ମ କରବେ । ସର୍ବଦା ସତ୍ୟକଥା ବଲବେ । ପଶୁପାଖିକେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନା । ଏମନ କାଜ କରବେ ନା ଯାତେ ମା-ବାବା କଷ୍ଟ ପାଇ ।

ଅକୁଶଳ କର୍ମ କରଲେ ପାପ ହୁଯ । ସକଳେର ଅଶ୍ରୀୟ ହତେ ହୁଯ । କେଉ ଭାଲୋବାସେ ନା, ପଛନ୍ଦ କରେ ନା । ତୋମରା କାଟିକେ ହିଂସା କରବେ ନା । ମନ୍ଦ ବଲବେ ନା । ଅକୁଶଳ କର୍ମ ଥେକେ ବିରତ ଥାକବେ ।



ଧାରାଲୋ ଛୁରି ହାତେ ବ୍ୟାଧ ନନ୍ଦ, ପାଶେ ଏକଟି ଗାତୀ

## অনুশীলনী

**ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :**

**১. মনের চেতনা বা ইচ্ছাকে কী বলা হয় ?**

- |         |          |
|---------|----------|
| ক. কর্ম | খ. ধর্ম  |
| গ. বর্ণ | ঘ. পুণ্য |

**২. কী করলে মানুষ অঞ্চাল হয় ?**

- |                |             |
|----------------|-------------|
| ক. কুশল কর্ম   | খ. সদ্কর্ম  |
| গ. প্রাণিহত্যা | ঘ. হিত কর্ম |

**৩. কুশল কর্মের ফল কী রূপ ?**

- |           |               |
|-----------|---------------|
| ক. ভয়াবহ | খ. কুফল দায়ক |
| গ. অহিতকর | ঘ. সুখদায়ক   |

**৪. সারিগুত্র স্থবির ডিক্ষাপত্র নিয়ে কার গৃহস্থারে উপস্থিত হলেন ?**

- |            |          |
|------------|----------|
| ক. ধনঞ্জয় | খ. পূর্ণ |
| গ. সঞ্জয়  | ঘ. মৃময় |

**৫. সর্বদা কাদের শরণ নেবে ?**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ক. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ  | খ. বুদ্ধ, মানব ও দেবতা |
| গ. ধর্ম, জাতি ও দেবতা | ঘ. সংঘ, দেবতা ও জন্ম   |

**খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :**

১. কুশল কর্ম বলতে ..... বোঝায়।
২. খারাপ কাজকে ..... কর্ম বলে।
৩. জগতে কর্মই প্রাণীগণকে ..... করে।

## কুশল ও অকুশল কর্ম

৪. মাতা-পিতাকে ..... করবে।
৫. সারিপুত্র স্থবির ..... দানের প্রশংসা করলেন।

## গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. কুশল কর্মের দ্বারা	১. নিয়ন্ত্রণ করে।
২. খারাপ কাজকে	২. রত থাকবে।
৩. জগতে কর্মই প্রাণীগণকে	৩. এক ব্যাধি বাস করত।
৪. দান, শীল, ভাবনায়	৪. মানুষ নীরোগ হয়।
৫. শ্রাবণ্তীতে নন্দ নামে	৫. অকুশল কর্ম বলে।
	৬. বিরত থাকবে।

## ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. মানুষ কিসের অধীন ?
২. খারাপ কাজকে কী বলা হয় ?
৩. পূর্ণ উপোসথ দিবসে কোন শীল পালন করত ?
৪. নন্দ প্রতিদিন কী বিক্রয় করত ?
৫. কর্মের দ্বার কয়টি ?

## ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কুশল কর্ম বলতে কী বোঝায় ?
২. অকুশল কর্মের কুফল বর্ণনা কর।
৩. ‘মানুষ কর্মের অধীন !’—এ কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
৪. কুশল কর্মের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৫. ব্যাধি নন্দের কর্মফলের কাহিনীটি সংক্ষেপে লেখ।

## সপ্তম অধ্যায়

### গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য

গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর সারনাথে পাঁচজন শিষ্যকে সর্বপ্রথম ধর্মদেশনা করেছিলেন। তাঁরা পঞ্চবর্গীয় শিষ্য নামে খ্যাত। তাঁরা হলেন কৌশিণ্য, ভদ্রিয়, বশ্প, মহানাম ও অশ্বজিত। এরপর আরও অনেকে সৎসার ত্যাগ করে বুদ্ধের শিষ্য হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মহাকাশ্যপ, আনন্দ, উপালি, সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন অন্যতম। পরবর্তীতে যাঁরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন তাঁরাই প্রশিষ্য। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নেতৃত্বে ভিক্ষুগোসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে পটচারা, অনোপমা, সুমনা, ইসিদাসী, সুমেধা, ক্ষেমা উল্লেখযোগ্য। অনেকে সৎসারী হয়েও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন : যেমন—রাজা বিষ্ণিসার, প্রসেনজিৎ, অনাথপিণ্ডিক, বিশাখা। তাঁরা হলেন বুদ্ধের গৃহী শিষ্য।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যদের অবদান কম নয়। ভিক্ষু শিষ্যরা বিনয়ী ও ধর্মানুরাগী ছিলেন। গৃহী—শিষ্যরা ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল ছিলেন। তাঁরা মানুষকে দয়া, সংযম, শৃঙ্খলা ও উদারতা শিক্ষা দিয়েছেন। বিনয়ী ভিক্ষু ও সৎ ব্যক্তিদের আদর্শ অনুসরণ করলে ব্যক্তি জীবন সুখের ও সার্থক হয়।

বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে কয়েকজনের জীবন-বৃত্তান্ত নিচে দেওয়া হলো :

#### মহাকাশ্যপ স্থবির

মগধ রাজ্যের অন্তর্গত মহাতীর্থ নামক এক ব্রাহ্মণ গ্রাম ছিল। সে গ্রামের কপিল ব্রাহ্মণের গৃহে এক শিশুর জন্ম হয়। তাঁর নাম রাখা হয় পিপুলী। তিনি যৌবনে প্রবৃজ্যা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নির্জনে অবস্থান করতেন। মা-বাবার একান্ত অনুরোধে ভদ্রা কপিলানির সাথে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু দুজনেই প্রবৃজ্যা প্রার্থী ছিলেন। তাঁরা দুজনে দুদিকে যাত্রা করলেন। এ সময় পৃথিবী কম্পিত হয়। এতে সম্যক সম্বুদ্ধ অবগত হলেন যে পিপুলী ও ভদ্রা কপিলানি অগাধ ধন—সম্পত্তি ত্যাগ করে প্রবৃজিত হয়েছেন। তাই এ ভূকম্পন।

ভগবান বুদ্ধ পাত্র চীবর নিয়ে বের হন। তিনি রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী বৃক্ষমূলে পদ্মাসনে উপবেশন করলেন। ব্রহ্মচারী পিপুলী বুদ্ধকে দেখেই চিনতে পারলেন। তিনিবার কন্দনা করে বললেন, ‘ভন্তে, ভগবান! আপনিই আমার শাস্তা। আমি আপনারই শ্রাবক।

## গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য

অতঃপর ভগবান বললেন, ‘কাশ্যপ, তোমার গুণেই পৃথিবী কম্পিত হয়েছে। কাশ্যপ, উপবেশন করো। তোমাকে আমার দায়াদ (উত্তরাধিকারী) করব। তারপর বুদ্ধ তাঁকে ত্রিশরণ সহ উপসম্পদা প্রদান করেন। তখন আবার পৃথিবী কম্পিত হয়।

সেখান থেকে উঠে বুদ্ধ মহাকাশ্যপকে নিয়ে যাত্রা করলেন। মহাকাশ্যপের শরীরে সপ্ত মহাপুরুষের লক্ষণ ছিল। তাঁরা উভয়ে কিছুদূর গিয়ে এক বৃক্ষতলে বসলেন। বুদ্ধ ও মহাকাশ্যপ উভয়ে একে অপরের সংযোগ চীবর পরিবর্তন করলেন। মহাকাশ্যপ ভগবানের নিকট হতে তেরো প্রকার ধূতাঙ্গ ব্রত শিক্ষা করেন। অষ্টম দিবসে চার প্রকার প্রতিসম্মিলার সাথে অর্হত্বফল লাভ করেন। তিনিই হচ্ছেন গৌতম বুদ্ধের প্রথম মহাশ্রাবক।

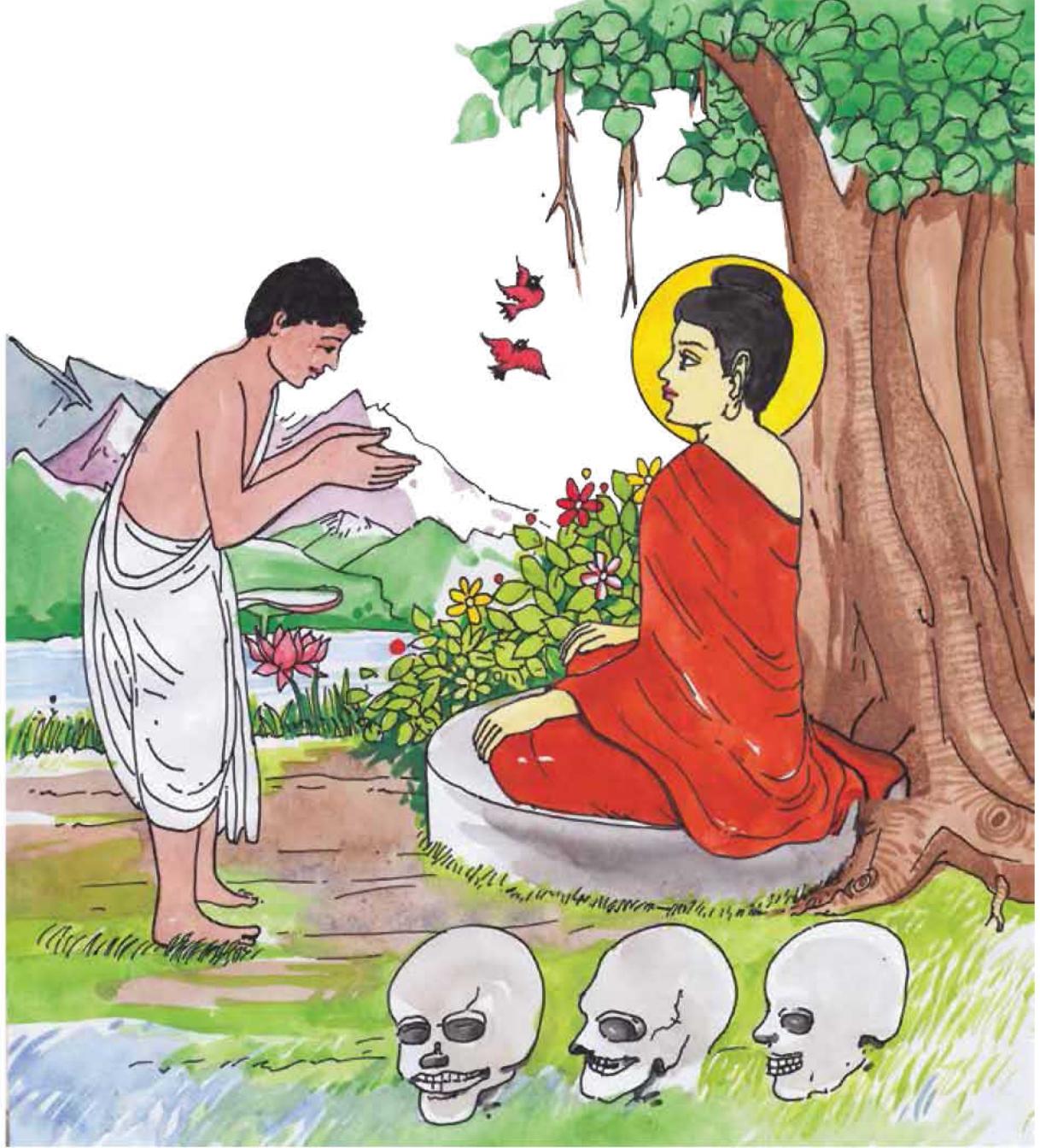
বুদ্ধের পরিনির্বাগের তিন মাস পর রাজগৃহের সপ্তপর্ণি গুহায় প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সংগীতিতে মহাকাশ্যপ স্থবির ভিক্ষুসংখের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেন। এতে বুদ্ধবাণী সংক্ষরণ করা হয়।

## বজীস স্থবির

পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় বজীস হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন। সে সময় তিনি বহু বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেন।

গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি শ্রাবন্তীতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেন। তিনি ত্রিবেদে পারদর্শী ছিলেন। এক গুরুর নিকট মৃত শির মন্ত্র শিক্ষা করেন। এ মন্ত্র শিখে ব্রাহ্মণ দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতেন। তিনি তিন বছর পূর্বের মৃত শির দেখে সে ব্যক্তির জন্মবৃত্তান্ত বলতে পারতেন। তিনি বুদ্ধের বিবিধ গুণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর নিকট যেতে চাইলেন। তাঁর পিতা বললেন, “তুমি সেখানে গেলে শ্রমণ গৌতম তোমাকে মায়াজালে আকৃষ্ট করবেন। তুমি তাঁর কাছে যাবে না। তিনি পিতার নিষেধ সত্ত্বেও বুদ্ধের নিকট গেলেন। বুদ্ধ বললেন, ‘বজীস তুমি কি কোনো শিল্পকর্ম জানো?’ বজীস উত্তরে বললেন, ‘ইঁয়া, মৃত শির মন্ত্র জানি।’”

বুদ্ধ তাঁকে পরীক্ষার জন্য তিনটি মৃত শির এনে দিলেন। মৃত মানুষের জন্ম প্রাপ্ত দুটো শির পরীক্ষা করে যথাযথ বলে দিলেন। কিন্তু নির্বাণ প্রাপ্ত শির সম্পর্কে কিছু বলতে পারলেন না। বজীস বুদ্ধের নিকট তৃতীয় শিরের মন্ত্র শিখতে চাইলেন। বুদ্ধ বললেন, ‘তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। আমি মন্ত্র শিক্ষা দেব।’ বজীস ভাবলেন, সমস্ত মন্ত্র শিক্ষা করলে আমি জগতে আরও খ্যাতি লাভ করতে পারব। বজীস বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা



বজীসকে পরীক্ষা করার জন্য রাখা মৃত শির

প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধের আদেশে নিগ্রোধকপ্প তাঁকে প্রবৃজ্যা দিলেন। তিনি অচিরেই অর্হতফল লাভ করলেন।

থেরগাথা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, বজীস বহুগাথা ভাষণ করেছেন। গাথাগুলো উপদেশপূর্ণ। তিনি বলেছেন, মৈত্রীপূর্ণ সৎবাক্যই উভয়। কাউকে অপ্রিয় বাক্য বলা উচিত নয়। এরূপ বাক্য বলে কাউকে কষ্ট দেবে না। সর্বদা সুভাষিত বাক্য বলবে। সৎবাক্য অমৃত সদৃশ।

## মহাপ্রজাপতি গৌতমী

মহাপ্রজাপতি গৌতমী দেবদহ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সিদ্ধার্থের মাতা মায়াদেবীর ছোট বোন। রাজা শুদ্ধোদন উভয় বোনকে বিয়ে করেন।

সিদ্ধার্থের জন্মের সাত দিন পর মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। মহাপ্রজাপতি গৌতমী সিদ্ধার্থের লালন-পালনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নন্দের মাতা। নিজ পুত্রের দেখাশোনার ভার ধাত্রীর হাতে অর্পণ করেন। একসময় বুদ্ধ বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন। তখন রাজা শুদ্ধোদন দেহত্যাগ করেন। রাজা শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী সংসার ত্যাগের সংকল্পে আবদ্ধ হন। তিনি বুদ্ধের অনুমতি লাভের অপেক্ষায় ছিলেন।



স্বীগণসহ মহাপ্রজাপতি বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুগীর্ধ্ম প্রার্থনারত। বুদ্ধের পাশে আনন্দ স্থবির

এ সময় শাক্য ও কোলীয়দের সাথে রোহিণী নদীর জল নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়। এ কলহের মীমাংসার জন্য বুদ্ধ কপিলাবস্তু এলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী পাঁচশত শাক্য রমণীসহ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। তিনি বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুগীর্ধ্ম পালনের অনুমতি

ପ୍ରାର୍ଥନା କରେନ । ବୁଦ୍ଧ ତାତେ ସମ୍ମତ ନା ହୟେ ବୈଶାଲୀ ଚଲେ ଯାନ ।

ମହାପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀ ହତାଶ ହଲେନ ନା । ତିନି ପାଂଚଶତ ସହଚରୀସହ ବୈଶାଲୀ ଗିଯେ ଉପାସିତ ହନ । ତିନି ଭିକ୍ଷୁଣୀସ୍ଵର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଗେର ଜନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧକେ ଦିତୀୟବାର ଅନୁରୋଧ କରଲେନ । ଏବାରଓ ବୁଦ୍ଧ ସମ୍ମତ ହଲେନ ନା । ପରେ ବୁଦ୍ଧର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥବିରେର ଅନୁରୋଧେ ସମ୍ମତ ହନ । ଏଭାବେ ପ୍ରଥମ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୟ ।

ଗୌତମୀ ମହିଳାଦେର ସ୍ଵନିର୍ଭର ହେଉଥାର ଜନ୍ୟ ସର୍ବଦା ଉପଦେଶ ଦିତେନ । ତିନି ନିଜେ ସୁତା ଓ କାପଡ଼ ତୈରି କରେ ଭିକ୍ଷୁସଂଘକେ ଦାନ ଦିତେନ । ନାରୀ ଜାତିର ଉନ୍ନତିର ଜନ୍ୟ ତିନି ସାରା ଜୀବନ ଚେଷ୍ଟା କରେଛେନ । ତିନି ବୁଦ୍ଧର ଗୁଣାବଳି ଅରଣ କରେ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରେଛେନ । ତିନି ଅଞ୍ଚ ସମୟେର ମଧ୍ୟେ ଅର୍ହତଫଳ ଲାଭ କରେନ । ବୁଦ୍ଧ ତାକେ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ସଂଘର ପ୍ରଧାନ ହିସାବେ ସ୍ଵାକୃତି ଦେନ । ତ୍ରିପିଟିକେର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥେରିଗାଥାଯ ୭୩ ଜନ ଭିକ୍ଷୁଣୀର ଜୀବନକଥା ଲେଖା ଆଛେ ।

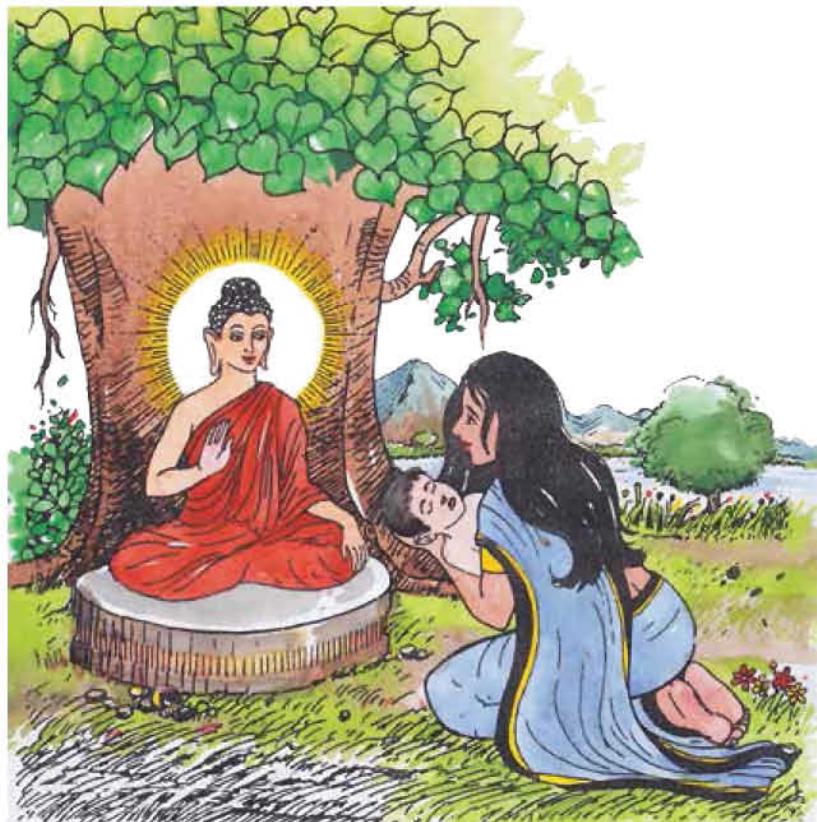
**ତାଦେର ମଧ୍ୟ**

ମହାପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀର  
ସ୍ଥାନ ସବାର ଓପରେ ।  
ତିନି ୧୨୦ ବର୍ଷର  
ଜୀବିତ ଛିଲେନ ।

## କୃଶା ଗୌତମୀ

ଶ୍ରାବନ୍ତୀର ଏକ ଦରିଦ୍ର  
ପରିବାରେ କୃଶା ଗୌତମୀ  
ଜନ୍ୟହତନ କରେନ ।

ତାର ନାମ ଛିଲ  
ଗୌତମୀ । ତାର ଦେହ  
କୃଶ ହେଉଥାଯ ତିନି  
କୃଶ ଗୌତମୀ ନାମେ  
ଅଭିହିତ ହନ ।  
ବିବାହିତା ଜୀବନେ  
ତିନି ଅନାଦୃତା  
ଛିଲେନ । ଲୋକେ ତାକେ  
ଅନାଥା ବଲତ । ପରେ



ମୃତ ହେଲେ କୋଳେ ନିଯେ ବୁଦ୍ଧର ନିକଟ କୃଶା ଗୌତମୀ

## গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য

এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। তাতে সম্মান লাভ করলেন। পুত্রটি শিশুকাল অতিক্রম করতে লাগল। এই সময় তার মৃত্যু হয়।

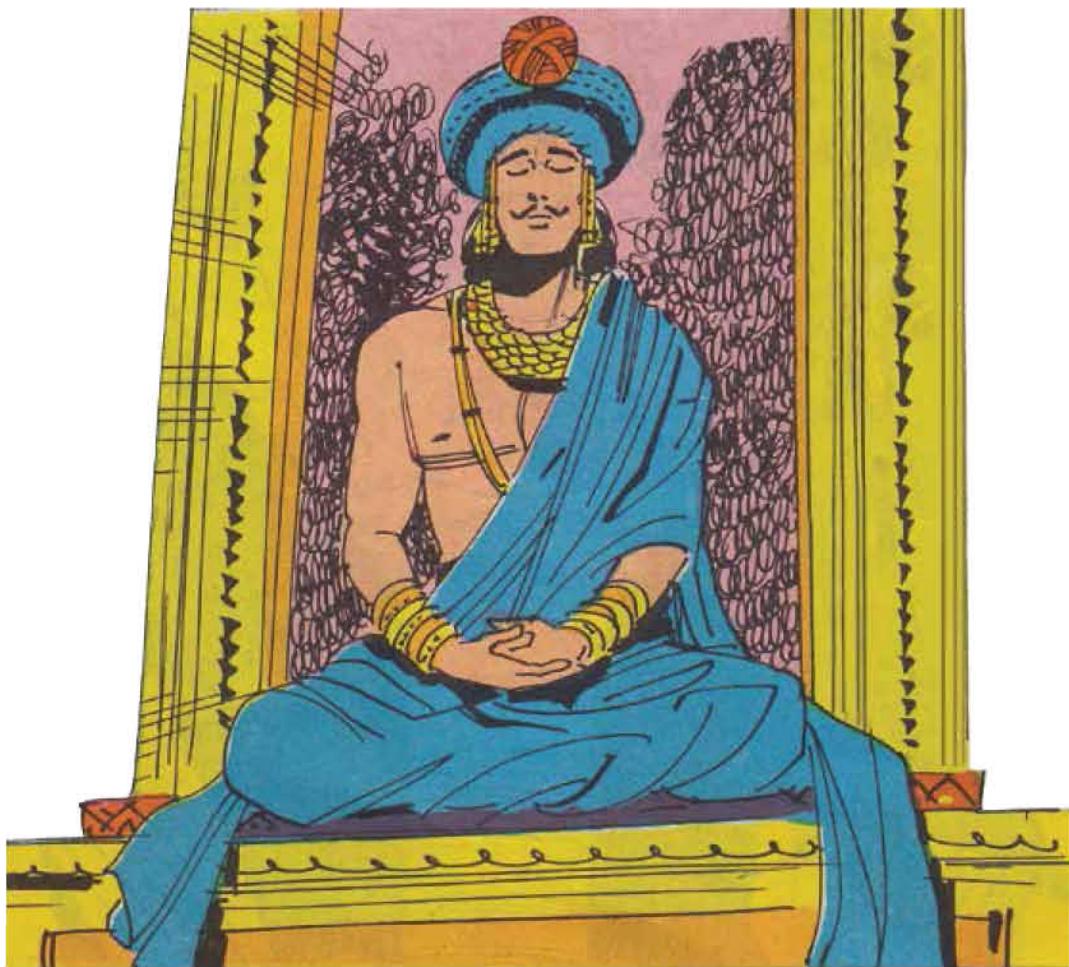
মাতা শোকে উদ্ভাস্ত হলেন। উন্নাদিনী হয়ে মৃত পুত্রটি কোলে নিয়ে ঘারে ঘারে গিয়ে বললেন, ‘সন্তানের জন্য ওষধ দাও’। নগরবাসী ঘৃণাভরে বলল, ‘ওষধ? কি জন্য?’ শোকাতুরা জননী তাদের কথা বুঝতে পারলেন না। অবশ্যে এক ব্যক্তি নারীর বেদনা বুঝতে পারল। তিনি মহামানব বুদ্ধের নিকট গিয়ে ওষধ প্রার্থনা করতে বলল। কৃশা গৌতমী জেতবন বিহারে গিয়ে বুদ্ধের নিকট ওষধ প্রার্থনা করলেন। গৌতমী বললেন, ‘ভগবান আমার সন্তানের জন্য ওষধ দিন’। বুদ্ধ বললেন, ‘মানুষ মারা যায়নি এমন ঘর থেকে এক মুঠো সরিষা নিয়ে এসো।’ কৃশা গৌতমী সরিষার জন্য ঘরে ঘরে গেলেন। কিন্তু মানুষ মারা যায়নি এমন পরিবার খুঁজে পেলেন না। তিনি দেখলেন জীবিতের চেয়ে মৃতের সংখ্যাই বেশি। একথা চিন্তা করে তাঁর মনের দুঃখ অনেকটা লাঘব হলো। তিনি শুশানে গিয়ে মৃত পুত্রের দেহ সৎকার করলেন। তারপর তিনি বুদ্ধের নিকট আবার উপস্থিত হলেন।

বুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার মৃত ছেলের জন্য সরিষা পেয়েছ?’ কৃশা গৌতমী বললেন, ‘ভগবান! শস্যবীজের আর প্রয়োজন নেই। আমাকে দীক্ষাদান করুন। বুদ্ধ বললেন, ‘মানুষ মরণশীল। জন্ম নিলে মৃত্যু হবে।’ ভগবান একটি উদাহরণ দিয়ে উপদেশ দিলেন, ‘প্রবল বন্যা যেমন ঘুমন্ত গ্রাম ভাসিয়ে নেয় তেমনি মৃত্যুও সকলকে হরণ করে।’ বুদ্ধের উপদেশ শুনে কৃশা গৌতমী স্নোতাপন্ন হয়ে ভিক্ষুণীধর্ম পালনের প্রার্থনা করলেন। তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ হলো। তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি ভিক্ষুণীধর্মের নিয়ম যথাযথ পালন করে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁকে জেতবনের ভিক্ষুণীসংঘ সম্মেলনে সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হয়।

## সম্রাট অশোক

মৌর্য বংশের রাজা বিন্দুসারের পুত্র ছিলেন অশোক। তিনি প্রথম জীবনে খুবই নিষ্ঠুর ছিলেন। কলিঙ্গ বিদ্রোহ দেখা দিলে বিন্দুসার পুত্রকে তথায় পাঠান। তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু এ যুদ্ধে এক লক্ষের বেশি লোক নিহত হয়। বহু লোক আহত হয়। যুদ্ধের এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পরিবর্তন আসে।

একদিন তিনি রাজপ্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিলেন। এমন সময়



রাজা অশোক

ন্যাগ্রোধ শ্রমণ ভিক্ষাপাত্র নিয়ে রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শ্রমণের ধীর গতি ও শান্ত ভাব দেখে তিনি মন্ত্রীকে দিয়ে তাঁকে ডেকে আনেন। নিগ্রোধ শ্রমণ রাজার আসনে বসলেন। রাজা বুদ্ধের ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাইলেন। শ্রমণ উত্তরে বললেন, ‘অপ্রমাদ অমৃতের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ।’

এসময় তিনি মৈত্রীময় ও কল্যাণকর বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। সম্রাট অশোক ন্যাগ্রোধ শ্রমণের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। এরপর আর কখনো রাজ্য জয়ের জন্য যুদ্ধ করেননি। ভালোবাসা দিয়ে শত্রুকে জয় করার সংকল্প গ্রহণ করেন। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বাকি জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর রাজ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মমহামাত্র নিয়োগ করেন। তাঁরা দেশে দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে থাকেন। তিনি তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে ধর্মপ্রচারের জন্য শ্রীলংকা পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পাটলিপুত্রে

তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিনি সর্বপকার সহায়তা করেন। সম্মাট অশোক প্রজাদের নৈতিক জীবন গঠনের জন্য বুদ্ধের অনুশাসন রাজ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পর্বতের গায়ে, পাহাড়ের স্থলে বুদ্ধের বাণী খোদিত করিয়ে দেন।

সম্মাট অশোক বহু বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শন করেন। যেখানে গিয়েছেন সেখানে আরক স্তম্ভ নির্মাণ করেছেন। সেগুলো অশোক স্তম্ভ নামে পরিচিত। তিনি সকল ধর্মের প্রতি উদার ছিলেন। সকলকে মুক্তহস্তে দান করতেন। তাঁর রাজ্যে সকল ধর্মের লোক সুখে ও শান্তিতে বাস করত।

## অনুশীলনী

**ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) টিক দাও :**

**১. মহাকাশ্যপ স্থবিরের গৃহী নাম কী ছিল?**

- |          |           |
|----------|-----------|
| ক. দোলন  | খ. পিপুলী |
| গ. পুলিন | ঘ. অনিল   |

**২. বজীস কিসে পারদর্শী ছিলেন?**

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ক. মহাভারতে        | খ. ধনুর্বিদ্যায় |
| গ. জ্যোতিষশাস্ত্রে | ঘ. ত্রিবেদে      |

**৩. মহাপ্রজাপতি গৌতমী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| ক. দেবদহ নগরে      | খ. সাংকাশ্য নগরে  |
| গ. পাটলীপুত্র নগরে | ঘ. শ্রাবন্তী নগরে |

**৪. বুদ্ধ কৃশা গৌতমীকে কী আনতে পাঠিয়েছিলেন?**

- |          |         |
|----------|---------|
| ক. লবণ   | খ. মরিচ |
| গ. সরিষা | ঘ. চাল  |

**৫. সম্মাট অশোক কার নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন?**

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| ক. শীলানন্দ শ্রমণ  | খ. ন্যাগ্রোধ শ্রমণ |
| গ. কাত্যায়ন শ্রমণ | ঘ. উপালি শ্রমণ     |

### খ. উপযুক্ত শব্দ ধারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যদের ..... কম নয়।
২. কাশ্যপ, তোমার গুণেই পৃথিবী .....হয়েছে।
৩. বজ্জীস বুদ্ধের নিকট ..... শিরের মন্ত্র শিখতে চাইলেন।
৪. গৌতমী মহিলাদের ..... হওয়ার জন্য সর্বদা উপদেশ দিতেন।
৫. মৌর্য বংশের রাজা ..... পুত্র ছিলেন অশোক।

### গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
<ol style="list-style-type: none"> <li>১. ব্রহ্মচারী পিপফলী বৃক্ষকে</li> <li>২. তাঁরা উভয়ে কিছুদূর গিয়ে</li> <li>৩. বজ্জীস উভয়ে বললেন</li> <li>৪. কৃশা গৌতমী বুদ্ধের নিকট গিয়ে</li> <li>৫. অপ্রমাদ অমৃতের পথ,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>১. হাঁ, মৃত শির মন্ত্র জানি।</li> <li>২. ঔষধ প্রার্থনা করলেন।</li> <li>৩. প্রমাদ মৃত্যুর পথ।</li> <li>৪. দেখেই চিনতে পারলেন।</li> <li>৫. এক বৃক্ষতলে বসলেন।</li> <li>৬. উপোসথ শীল পালন করা দরকার।</li> </ol>

### ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. বুদ্ধের চারজন গৃহী শিষ্যের নাম লেখ।
২. প্রথম সংগীতিতে কে ভিক্ষুসংঘের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ?
৩. বজ্জীস কে ছিলেন ?
৪. সিদ্ধার্থের জন্মের কয় দিন পর মাযাদেবীর মৃত্যু হয় ?
৫. কৃশা গৌতমী শ্রাবণ্তীর কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ?

### ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. মহাকাশ্যপ স্থবিবের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা কর।
২. বজ্জীস কী কী শিল্প কর্ম জানতেন ? তিনি কীভাবে বুদ্ধের নিকট দীক্ষা লাভ করেন ?
৩. মহাপ্রজাপতি গৌতমীর ভিক্ষুণীধর্ম গ্রহণের বর্ণনা দাও।
৪. শোকাতুরা কৃশা গৌতমীকে বৃক্ষ কীভাবে সাম্ভূত দিয়েছিলেন ?
৫. বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে সম্মাট অশোকের অবদান আলোচনা কর।

## অষ্টম অধ্যায়

### জাতক পরিচিতি

#### জাতক

পালি ভাষায় রচিত ‘জাতক’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতক হলো গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম কাহিনী। অতীতকালে বুদ্ধ নানা কর্মফল ও পুণ্য প্রভাবে বিভিন্ন কুল ও বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পূর্বজন্মের এ কাহিনীগুলোকে জাতক বলা হয়। বুদ্ধ নিজেই বিভিন্ন সময় ধর্মোপদেশ দেওয়ার সময় জাতক কাহিনীগুলো বলতেন।

#### জাতকের অংশ ও বিষয়বস্তু

প্রত্যেক জাতকের তিনটি অংশ বা ভাগ আছে।

- ১. প্রত্যুৎপন্ন বস্তু (ভূমিকা) :** বুদ্ধ গল্পটি কোথায়, কখন, কাকে বলেছেন তার নির্দেশ।
- ২. অতীত বস্তু (মূল বিষয়বস্তু) :** এক ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে উপলক্ষ করে বুদ্ধ জাতকটি বলেছেন। এই মূল জাতকটিই অতীত জীবনের কাহিনী শিখ্যদের কাছে ব্যক্ত করেছেন।
- ৩. সমবধান (সমাধান) :** অতীত জীবনের একে অপরের সাথে বর্তমান জীবনের সম্পর্ক স্থাপনই সমবধান। অতীতের বোধিসন্তুষ্টি বর্তমানের বুদ্ধ।

মূল জাতক গদ্য ও পদ্যে রচিত। বৌদ্ধ সাহিত্যে ৫৫০টি জাতক আছে। জাতকের গল্পগুলো আখ্যায়িকা হিসেবে পরিচিত। এর গুরুত্ব ও প্রাচীনত্ব অপরিসীম। জাতকের বিশেষত্ব হিতোপদেশ নয়; গল্প বলা ও ধর্মীয় নীতিবোধে উদ্বৃদ্ধ করাই প্রধান। তাই জাতক লোকহিতকর নানা উপদেশপূর্ণ অমূল্য রাত্নভাস্তার।

#### জাতক পাঠের উপকারিতা

জাতক কাহিনীগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। এর উপদেশ খুবই সুন্দর ও মজার। জাতকের উপদেশ ও নীতি শিক্ষা মানুষকে মেত্রীপরায়ণ, দয়াবান, সৎ ও আদর্শবান হতে শেখায়। জাতক পাঠে নীতি-নৈতিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা, আত্মবোধ, মানবতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত হওয়া যায়। তাই প্রত্যেকের জাতকের উপদেশ মেনে চলা উচিত। জাতক পাঠ ও শিক্ষার মাধ্যমে গল্প বলা এবং গল্পের বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা সহজতর হয়।

## জাতকের গুরুত্ব

জাতকের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতক সর্বজনীন শিক্ষার বিষয়। বৌদ্ধিসত্ত্ব জন্ম-জন্মান্তরে অনেক সুকর্ম ও পুণ্যপারমী পূরণ করেছিলেন। তারই বর্ণনা হলো জাতক। তোমরা জাতকের নানা সুকর্ম কাহিনী জেনে নিজেরাও তালো কাজ করতে আগ্রহী হবে। তালো কাজ করলে অনেক পুণ্য সঞ্চয় হয়। আদর্শ ও নৈতিক জীবন গঠন করা যায়। জাতক পাঠে জ্ঞান ও সাহস বাড়ে। তালো কাজে আগ্রহী হওয়া যায়। জাতকে মানুষের দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে দিক নির্দেশনা আছে। জাতকের উপদেশগুলো অনুসরণ করলে মহত্বতা ও মহানুভবতা বাড়ে। সাহিত্য হিসেবেও জাতকের গুরুত্ব অনেক বেশি।

জাতকের উপদেশ প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণ এবং প্রতিপালন করা দরকার। কারণ সৎ ও আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের গুরুত্ব বলে শেষ করা যায় না। তাই শিশু-কিশোর সকলের জন্য জাতকের গুরুত্ব অপরিসীম।

তোমরা এ অধ্যায়ে পাঁচটি জাতক কাহিনী জানতে পারবে।

## সুবর্ণহংস জাতক

অতীতকালে বৌদ্ধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এক ব্রাহ্মণ কন্যার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তখন তাঁর ছিল তিন কন্যা— নন্দা, নন্দবতী, ও সুন্দরীনন্দা। বৌদ্ধিসত্ত্ব অকালে মারা যান। তাঁর স্ত্রী ও তিন কন্যা খুব অভাবে পড়ল। প্রতিবেশীর বাড়িতে কাজ করে তারা খাবার জেগাত।

এদিকে বৌদ্ধিসত্ত্ব মৃত্যুর পর সুবর্ণহংস হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সুবর্ণহংস অর্থ সোনার ইঁস। তাঁর দেহের পালকগুলো ছিল সোনালি রঙের। একদিন তাঁর পূর্ব জন্মের কথা মনে পড়ল। ব্রাহ্মণী ও তাঁর কন্যারা কেমন আছে জানার ইচ্ছে হলো। খৌজ নিয়ে জানলেন তারা অতি দুঃখে দিন কাটাচ্ছে। পরের বাড়িতে দাসীর কাজ করছে। বৌদ্ধিসত্ত্ব মনে বড় দুঃখ পেলেন। তিনি ভাবলেন, কীভাবে তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করবেন? একদিন তিনি তাদের কুঁড়ে ঘরের দরজায় হাজির হলেন। তাঁর স্ত্রী ও কন্যারা সোনার ইঁস দেখে অবাক হলেন। তারা জিজ্ঞেস করল, প্রভু, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? বৌদ্ধিসত্ত্ব তখন তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন। মেয়েদের বললেন, আমি তোমাদের বাবা। মৃত্যুর পর সুবর্ণহংস হয়ে জন্মেছি। আমি তোমাদের দুঃখ কষ্ট দূর করব। মাঝে মাঝে আমি একটি করে সোনার পালক দেব। পালক বিক্রি করে টাকা পাবে। সেই টাকায় সৎসার চলবে। আর অভাব থাকবে না।



এই বলে একটি পালক দিয়ে চলে গেলেন। ব্রাহ্মণী ও তার মেয়েরা তারি খুশি। এভাবে বোধিসত্ত্ব মাঝে মাঝে এসে পালক দিয়ে যেতেন। তারা পালক বিক্রি করে অনেক টাকা পেত। তাদের আর কোনো অভাব রইল না। মহাসুখে তাদের দিন কাটতে লাগল।

কিছুদিন যেতে না যেতেই ব্রাহ্মণীর লোভ বেড়ে গেল। সে মেয়েদের ডেকে বলল, ইতর প্রাণীদের বিশ্বাস নেই। একদিন হয়তো এখানে আসা বন্ধ করে দেবে। তখন আমাদের কোনো উপায়

### সুবর্ণ হংস, ব্রাহ্মণী ও তিনি কন্যা

থাকবে না। কাজেই এবার এলে তাঁর সমস্ত পালক তুলে নেব। মেয়েরা বাপের কষ্ট হবে ভেবে রাজি হলো না। কিন্তু ব্রাহ্মণীর যেই কথা সেই কাজ। তার লোভ সামলাতে পারল না।

একদিন বোধিসত্ত্ব পূর্বের ন্যায় এলেন। ঠোটে সোনার পালক। ব্রাহ্মণী তাঁকে আদর করে ঘরে ডেকে নিল। জোর করে ধরে তাঁর সমস্ত পালক উপড়ে নিতে লাগল। বোধিসত্ত্ব

ব্যথায় ছটফট করতে লাগলেন। এতেও ব্রাহ্মণীর মনে কোনো মায়া-মমতা হলো না। বৌদ্ধিসন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পালক তুলে নিল। পালকগুলো মুহূর্তে সাদা হয়ে গেল। ব্রাহ্মণী হায় হায় করতে লাগল। সুবর্ণহংসটি মারা গেল।

সেজন্য বলা হয়েছে—

যা কিছু পাও, তাতেই তুষ্ট রাখ মন  
পাপাচারে রত থাকে অতি লোভী জন।

জাতকটি পড়ে তোমরা অতি লোভের পরিণতি জানলে। ব্রাহ্মণী লোভ করতে গিয়ে সব হারাল। পাপের শাস্তি কেউ এড়াতে পারে না। তারা আবার গরিব হয়ে গেল। তোমরা কখনো লোভ করবে না। যা পাবে, তাতেই সত্ত্বষ্ট থাকবে। অতি লোভের ফল কখনো ভালো হয় না। লোভের কারণে মানুষের সর্বনাশ হয়। জীবনে কষ্ট ভোগ করে।

**উপদেশ :** অতি লোভে তাত্ত্বিক নষ্টি।

### সুখবিহারী জাতক

পুরাকালে বারণসীরাজ ব্রহ্মদন্তের সময় বৌদ্ধিসন্দের কোনো উদীচ্য এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ঘর সংসার খুব দুঃখময়। গৃহত্যাগ বরং সুখকর— এই ভেবে তিনি হিমালয়ে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি  
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।  
অবশ্যে তিনি ধ্যান ও আট  
রকম ধ্যানফলের অধিকারী  
হন। পাঁচশত তপস্থী তার  
শিষ্য হন।

একবার বর্ষাকালে বৌদ্ধিসন্দে  
শিষ্যসহ হিমালয়ে গিয়ে  
পৌছেন। সেখান থেকে  
নগরে ও জনপদে ভিক্ষা  
করতে করতে বারাণসীতে  
গিয়ে পৌছেন। সেখানে  
তিনি রাজার উদ্যানে অতিথি



তপস্থী রাজাকে দেখেও উঠলেন না

হয়ে বর্ষার চার মাস কাটিয়ে দেন। তারপর তিনি বিদায় নেয়ার জন্য রাজার কাছে গেলেন। রাজা বললেন, আপনি বুড়ো হয়েছেন। এই বয়সে আপনি হিমালয়ে ফিরে যাবেন কেন? শিষ্যদের হিমালয়ে আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে আপনি এখানে থাকুন।

রাজার অনুরোধে তিনি রাজি হলেন। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ শিষ্যকে বললেন, তোমার ওপর পাঁচশত শিষ্যের দেখাশোনার ভার দিলাম। তুমি তাদের নিয়ে হিমালয়ে চলে যাও। আমি এখানে থাকব।

বৌধিসন্ত্রের এই জ্যেষ্ঠ শিষ্য আগে রাজা ছিলেন। রাজত্ব ছেড়ে এসে তিনি প্রবৃজ্যা গ্রহণ করেছেন। ধ্যানসাধনা করে তিনি আট রকম ধ্যানফলের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি গুরুর আদেশ পেয়ে শিষ্যদের নিয়ে হিমালয়ে চলে যান। তখন তিনি বললেন, তোমরা এখানে ভালোভাবে থেকো। আমি একবার আচার্য গুরুদেবকে বৃদ্ধনা করে আসি।

এই বলে বারাণসীতে গিয়ে আচার্যকে বৃদ্ধনা করে পাশে একটি মাদুর পেতে শুয়ে পড়লেন। ঠিক এ সময় তপস্তীর সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজাও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তপস্তীকে বৃদ্ধনা করে এক পাশে উপবেশন করলেন। নবাগত তপস্তী রাজাকে দেখেও বিছানা থেকে উঠলেন না। আয়েশ করে শুয়ে থেকে তিনি বলতে লাগলেন, আহা কী সুখ। রাজা নতুন তপস্তীকে বৃদ্ধনা করার পরও তপস্তী উঠলেন না। রাজা ভাবলেন তপস্তী বোধ হয় তাকে অবজ্ঞা করছেন। কাজেই তিনি একটু বিরক্ত হলেন। তিনি বৌধিসন্ত্রকে বললেন, প্রভু, এই তপস্তী বোধ হয় খুব বেশি মাত্রায় আহার করেছেন। তা না হলে এভাবে আহা কী সুখ বলেছেন কেন?

বৌধিসন্ত্র বললেন, মহারাজ, এই তপস্তী আগে আপনার মতো রাজা ছিলেন। কিন্তু তপস্তী হয়ে এখন যে সুখ পেয়েছেন তা রাজ্য সুখ ভোগ করার সময় পান নি। রাজসুখ তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রবৃজ্যা গ্রহণ ধ্যান সমাধির বিমল সুখে তিনি এখন বিভোর। সেজন্যই হৃদয়ের উচ্ছ্঵াসে এ রকম বলেছেন— এই বলে বৌধিসন্ত্র রাজাকে ধর্মতন্ত্র শিক্ষা দেবার জন্য এই গাথা বললেন,

রক্ষকের প্রয়োজন নাহি যার হয়,  
অপরের রক্ষা হেতু বিব্রত যে নয়।

কামনা-অতীত সেই পুরূষ প্রবর,  
অপার সুখের স্বাদ পায় নিরন্তর।

কামনা বাসনা যার মধ্যে নেই তিনিই প্রকৃত সুখী। তিনি কারও ছায়ায় নিজেকে রক্ষা করার কথা ভাবেন না, নিজের কিছু রক্ষা করার জন্যও চিন্তিত হন না।

এই ধর্ম উপদেশ শুনে রাজা বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে প্রাসাদে চলে গেলেন। তপস্থীও বোধিসত্ত্বকে ক্ষমনা করে হিমালয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে থেকে গেলেন। তিনি প্রাপ্ত বয়সে পূর্ণ জ্ঞানে দেহত্যাগ করে ব্ৰহ্মলোকে চলে গেলেন।

**উপদেশ : ত্যাগেই সুখ, ভোগে সুখ নেই।**

### সেরিবানিঙ্গ জাতক

অতীতে বোধিসত্ত্বের রাজত্বকালে অন্ধপুর নামে এক নগরী ছিল। এই নগরীতে দুই জন ফেরিওয়ালা বাস করত। একজনের নাম সেরিবান, অন্যজনের নাম সেরিবা। তারা ফেরি করতে গেলে কোন রাস্তায় যাবে ঠিক করে নিত। একজন যেদিকে যেত অন্যজনও পরে



ফেরিওয়ালা সেরিবান, ঠাকুরমা ও নাতনি

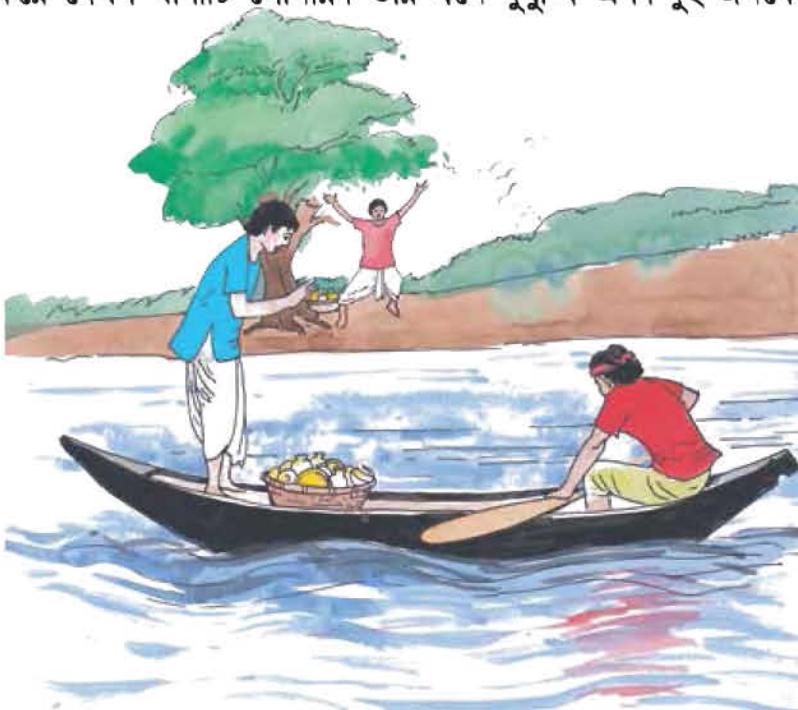
সেদিকে যেতে পারত। একসময়ে অন্ধপুরে ছিল এক সম্পদশালী শ্রেষ্ঠী পরিবার। পরবর্তীতে এই পরিবার তাদের ধনসম্পদ হারিয়ে ফেলে। ফলে তারা গরিব হয়ে যায়।

এক দরিদ্র পরিবারে মাত্র দুইজন জীবিত ছিল। একজন বালিকা ও তার বৃদ্ধ ঠাকুরমা। তারা অতি কষ্টের মধ্যে দিন কাটাত।

সুদিনে এই পরিবারের প্রধান একটি সোনার থালায় খাবার খেতেন। সেটি তখনও ছিল। কিন্তু অনেকদিন ব্যবহার না করাতে থালাটি ময়লা হয়ে গিয়েছিল। সোনার থালা বলে মনেই হতো না। ফেরিওয়ালা সেরিবা ছিল অতি লোভী ও ধূর্ত। একদিন সে শ্রেষ্ঠীর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ‘কলসি কিনবে, কলসি কিনবে’— এভাবে সে ডাক দিল। তা শুনে বালিকাটি বলল—ঠাকুরমা আমাকে একটি কলসি কিনে দাও না।

ঠাকুরমা বললেন— বাছা, আমরা গরিব, পয়সা পাব কোথায়? বালিকা সোনার থালাটি তাকে দিল। বলল—‘এটা তো আমাদের কোনো কাজে আসে না।’ ঠাকুরমা ফেরিওয়ালা সেরিবাকে ডাকলেন। তাকে বসতে বলে সোনার থালাটি দিলেন। বললেন— এর বদলে আমার নাতনিকে একটা কোনো জিনিস দাও। ফেরিওয়ালা সেরিবা থালাটি দুই একবার উল্টে পাল্টে দেখল। পরীক্ষা করে দেখল থালাটি সোনার। তার মনে দুর্বুদ্ধি এল। দুই জনকে ঠকিয়ে কীভাবে সোনার থালাটি নেওয়া যায়। সে বলল— এটার পরিবর্তে সিকি পয়সাও তো দেওয়া যাবে না।

সেরিবা অবজ্ঞার ভান করে থালাটি মাটিতে ফেলে রেখে চলে গেল। একটু পরেই—ফেরিওয়ালা সেরিবান এ পথে এল। কলসি কিনবে, কলসি কিনবে— বলতে বলতে সেই বাড়ির



লোভী ফেরিওয়ালা সেরিবা এবং নৌকা দিয়ে নদী পার হয়ে যাচ্ছে সেরিবান

সামনে দাঁড়াল। বালিকা তার ঠাকুরমাকে গিয়ে আবার বলল।

ঠাকুরমা বললেন—থালাটির কোনো দাম নেই। কোনো কিছুই ফেরিওয়ালা দেবে না।

বালিকা বলল—ঠাকুরমা, ওই ফেরিওয়ালা ভালো লোক নয়। এই লোকটাকে ভালো মনে হচ্ছে। এ মনে হয় থালাটি নিয়ে কোনো জিনিস দিবে।

ঠাকুরমা সেরিবানকে ডেকে থালাটি তার হাতে দিলেন। সেরিবান থালাটি দেখা মাত্রই বুঝতে পারল এটি সোনার সেরিবান বলল— মা, এ থালাটির দাম লক্ষ মুদ্রা। আমার হাতে এত টাকা নেই।

ঠাকুরমা বললেন— এই মাত্র একজন ফেরিওয়ালা এসেছিল। সে বলেছে, এর মূল্য সিকি পয়সাও নয়। আপনি ভালো লোক। থালাটি আপনাকেই দেব। আপাতত বিনিময়ে যা পারেন দিয়ে যান।

সেরিবানের হাতে পাঁচশত টাকা ও কিছু পণ্যদ্রব্য ছিল। সেরিবান আটটি টাকা ও দাঁড়িপাল্লা নিজের কাছে রাখল।

অবশিষ্ট টাকা ও পণ্যসামগ্রী ঠাকুরমা ও নাতনিকে দিল।

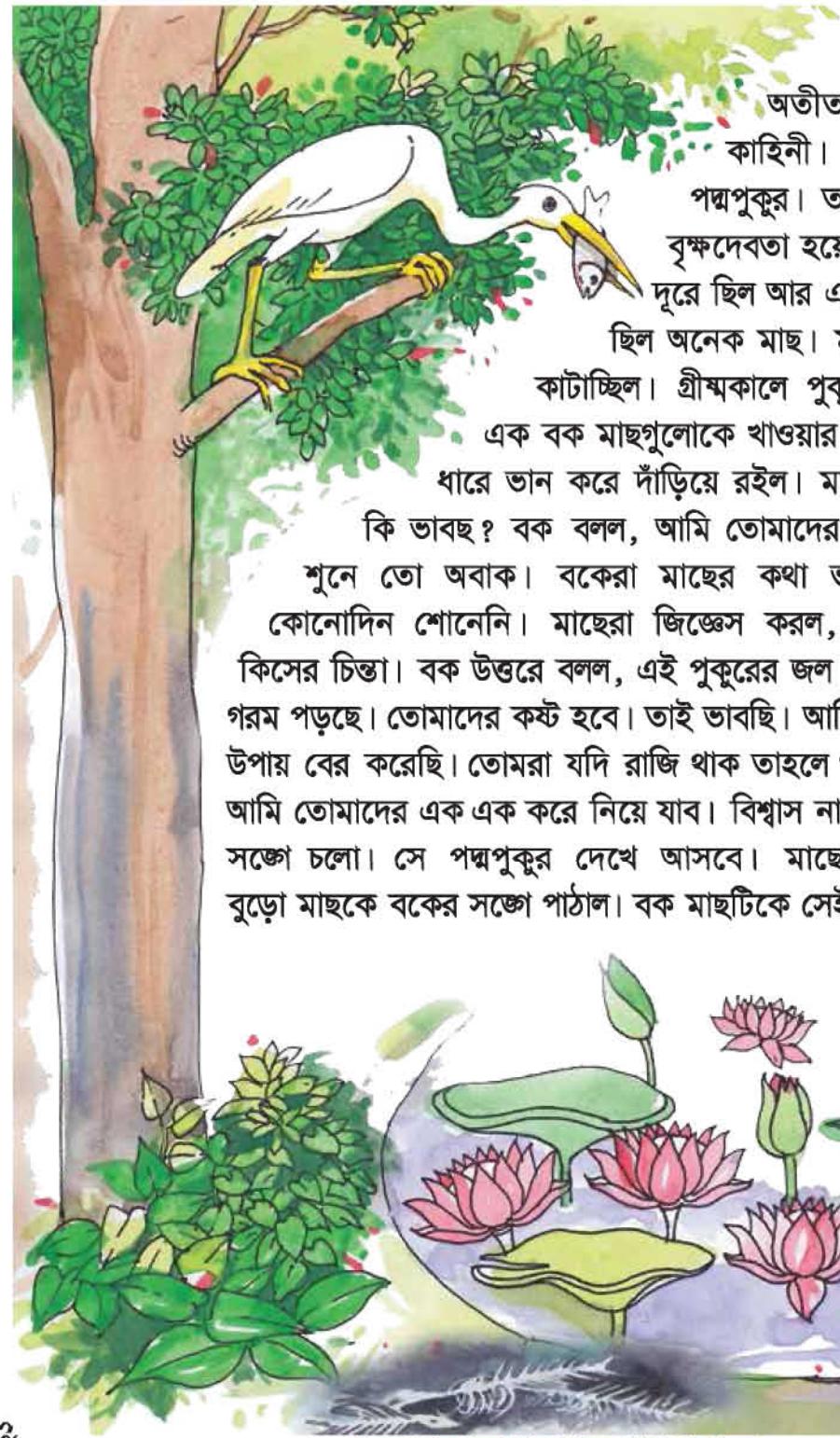
অতঃপর নদীর তীরে উপস্থিত হলো। নদীর তীরে ছিল একটি নৌকা। সেরিবান মাঝিকে বলল—তাড়াতাড়ি আমাকে পার করে দাও। এদিকে লোভী ফেরিওয়ালা সেরিবা আবার ফিরে এল। বৃক্ষাকে বলল— তেবে দেখলাম, তোমাকে কিছু টাকা দেব। থালাটি নিয়ে এসো। ঠাকুরমা বললেন— সে কী কথা বাপু? তুমি না বললে এর দাম এক পয়সাও নয়। এইমাত্র অন্য একজন ফেরিওয়ালা অনেক টাকা আর জিনিস দিল। পরিবর্তে সোনার থালাটি তাকেই দিলাম। লোকটি খুবই ভালো। মানুষকে ঠকায় না।

একথা শোনামাত্র লোভী সেরিবার মাথা ঘুরে গেল। সে পাগলের মতো ছুটাছুটি করতে লাগল। তার কাছে যে সব টাকা পয়সা ও মালপত্র ছিল তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল।

লোভী সেরিবা দৌড়াতে দৌড়াতে নদীর তীরে গেল। সৎ লোক সেরিবান তখন নদী পার হয়ে অপর তীরে গেল। দুষ্ট বৃদ্ধিসম্পন্ন সেরিবা নদীর ওই তীরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ক্ষেত্রে, অনুতাপে জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই সেরিবার মৃত্যু হলো। সৎ ফেরিওয়ালা সেরিবান সেই সোনার থালাটি বিক্রি করে অনেক টাকা লাভ করে। সেই টাকায় তিনি অনেক দান ধর্ম ও সাহায্য করে পুণ্য অর্জন করল। জীবনে সুখী হলো।

**উপদেশ : শোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।**

## বক জাতক

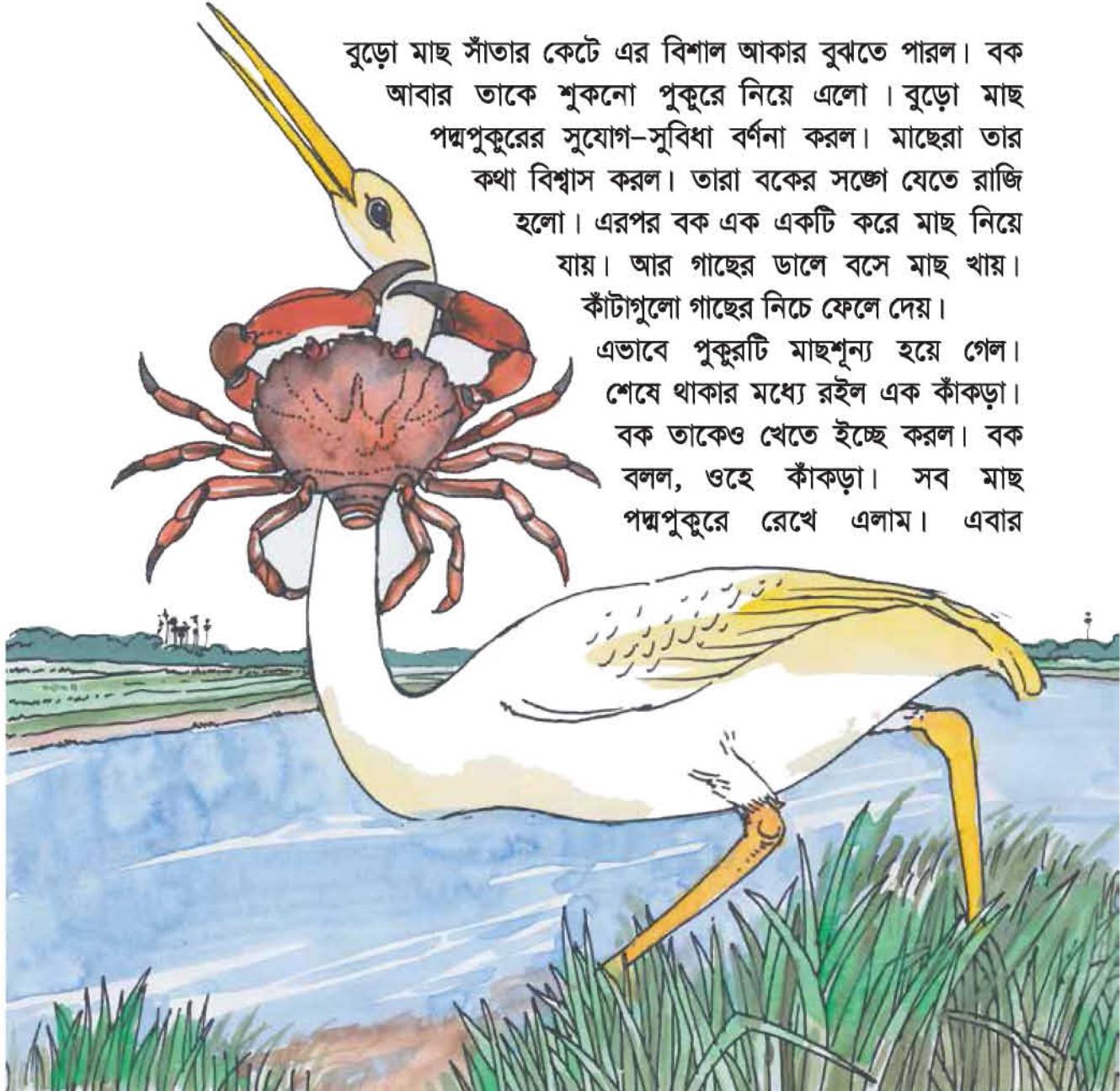


অতীতকালের এক মজার কাহিনী। এক বনে ছিল এক পদ্মপুকুর। তখন সেই বনে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতা হয়ে বাস করছিলেন। একটু দূরে ছিল আর একটি পুকুর। সেই পুকুরে ছিল অনেক মাছ। মাছেরা হেসে খেলে দিন কাটছিল। গ্রীষ্মকালে পুকুরের পানি কমে গেল। এক বক মাছগুলোকে খাওয়ার চিন্তা করল। সে জলের ধারে ভান করে দাঁড়িয়ে রইল। মাছেরা বককে বলল—বন্ধু কি ভাবছ? বক বলল, আমি তোমাদের কথাই ভাবছি। মাছেরা শুনে তো অবাক। বকেরা মাছের কথা ভাবে এমন কথা কেউ কোনোদিন শোনেনি। মাছেরা জিজ্ঞেস করল, আমাদের জন্য আবার কিসের চিন্তা। বক উত্তরে বলল, এই পুকুরের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। ভয়ানক গরম পড়ছে। তোমাদের কষ্ট হবে। তাই ভাবছি। আমি তোমাদের জন্য একটি উপায় বের করেছি। তোমরা যদি রাজি থাক তাহলে পাশের পদ্মপুকুরে চলো। আমি তোমাদের এক এক করে নিয়ে যাব। বিশ্বাস না হলে একটি মাছ আমার সঙ্গে চলো। সে পদ্মপুকুর দেখে আসবে। মাছেরা পরামর্শ করে এক বুড়ো মাছকে বকের সঙ্গে পাঠাল। বক মাছটিকে সেই পদ্মপুকুরে ছেড়ে দিল।

গাছের ডালে বক মাছ থাচ্ছে, পাশে পদ্মপুকুর

বুড়ো মাছ সাঁতার কেটে এর বিশাল আকার বুঝতে পারল। বক  
আবার তাকে শুকনো পুকুরে নিয়ে এলো। বুড়ো মাছ  
পদ্মপুকুরের সুযোগ-সুবিধা বর্ণনা করল। মাছেরা তার  
কথা বিশ্বাস করল। তারা বকের সঙ্গে যেতে রাজি  
হলো। এরপর বক এক একটি করে মাছ নিয়ে  
যায়। আর গাছের ডালে বসে মাছ খায়।  
কাঁটাগুলো গাছের নিচে ফেলে দেয়।

এভাবে পুকুরটি মাছশূন্য হয়ে গেল।  
শেষে থাকার মধ্যে রাইল এক কাঁকড়া।  
বক তাকেও খেতে ইচ্ছে করল। বক  
বলল, ওহে কাঁকড়া। সব মাছ  
পদ্মপুকুরে রেখে এলাম। এবার



### বক ও কাঁকড়া

তোমাকেও সেখানে নিয়ে যাই। আমার সঙ্গে চলো। কাঁকড়ার মনে সন্দেহ হলো।  
মাছগুলোকে বক হয়তো খেয়ে ফেলেছে। কাঁকড়া বলল নিতে চাও তো ভালো কথা তবে  
তোমার ঠোটে করে যাব না। তুমি হয়তো আমায় পথে ফেলে দেবে তাহলে আমার হাড়গোড়  
ভেঙে যাবে। আমি পা দিয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ধরব। তারপর আমাকে নিতে পার।

## জাতক পরিচিতি

কাঁকড়ার উদ্দেশ্য না বুঝে বক তাতেই রাজি হলো। কাঁকড়া পা দিয়ে বকের গলা জড়িয়ে ধরল। বক তাকে নিয়ে প্রথমে সেই পদ্মপুরু দেখাল। তারপর গাছের দিকে উড়ে চলল। কাঁকড়া বলল—আমাকে ওদিকে নিয়ে যাচ্ছ কেন? বক বলল, তুই আমার কাঁধে চড়েছিস। তাই বলে আমি কি তোর চাকর হয়েছি? গাছের তলায় একরাশ কাঁটা দেখছিস না। সব মাছ খেয়েছি। এবার তোর পালা।

কাঁকড়া বলল—আমাকে মাছগুলোর মতো বোকা পেয়েছ? তুমি নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েছ। আমাকে খাওয়া তো দূরের কথা আজ তুমি নিজেই মরবে। আমি তোমার গলা কেটে মাটিতে ফেলে দিব। কাঁকড়া তার পা দিয়ে বকের গলা চেপে ধরল। বক ব্যথায় কাতরাতে লাগল। তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। সে প্রাণভয়ে বলল—প্রভু, আমাকে মারবেন না। আমি আপনাকে পদ্মপুরুরে ছেড়ে দিব। কাঁকড়া বলল—তবে তাই কর।

তখন বক পদ্মপুরুরের দিকে উড়ে চলল। কাঁকড়ার কথামতো তাকে জলের ধারে কাদায় ছেড়ে দিল। কাঁকড়া নামার সময় বকের গলা জোরে চাপ দিল। পায়ের চাপে বকের গলা দুই ভাগ হয়ে গেল। ফলে বকের মৃত্যু হলো। এর পর থেকে কাঁকড়া পদ্মপুরুরে সুখে দিন কাটাতে লাগল। বৃক্ষদেবতারূপী বৌধিসত্ত্ব কাঁকড়ার বুদ্ধির প্রশংসা করলেন।

জাতকটি পড়ে তোমরা কী বুঝলে? বেশি চালাকি করা ভালো নয়। বকের পরিণতি থেকে তা তোমরা বুঝতে পারলে।

**উপদেশ : অতি চালাকের গলায় দড়ি।**

## শীলমীমাংসা জাতক

অতীত কালের এক মজার কাহিনী। বারাণসীর রাজা ব্ৰহ্মদত্তের সময় বৌধিসত্ত্ব রাজার পুরোহিত ছিলেন। তিনি নানাবিধ পুণ্যকৰ্ম করতেন এবং যথানিয়মে পঞ্চশীল পালন করতেন। এ জন্য রাজা অন্য সব ব্ৰাহ্মণ অপেক্ষা তাঁকে বেশি শ্ৰদ্ধা করতেন।

একদিন বৌধিসত্ত্ব ভাবতে লাগলেন, রাজা আমাকে অন্য সকল ব্ৰাহ্মণের থেকে বেশি সম্মান কৱেন। তিনি আমাকে এত শ্ৰদ্ধা কৱেন যে আমাকে তিনি গুৱুৱ পদে বৱণ কৱেছেন। এখন আমাকে দেখতে হবে, রাজা আমাকে এত শ্ৰদ্ধা ও অনুগ্রহ কেন কৱেন।



তিনি কি আমাকে আমার  
বংশমর্যাদা ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য  
না কি আমার চরিত্রগুণের জন্য  
এত সম্মান করেন। তা আমাকে  
দেখতে হবে পরীক্ষা করে।

এরপর একদিন বৌদ্ধিসন্ত রাজার  
সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরার  
সময় রাজার ধনপালের ধন  
রাখার পাত্র হতে একটি মুদ্রা  
তুলে নিলেন। তিনি রাজার  
পুরোহিত ছিলেন বলে ধনপাল  
তাকে শন্দো করতেন। তাই  
ধনপাল তা দেখতে পেয়েও কিছু  
বললেন না।

পরদিন বৌদ্ধিসন্ত সেই ধনপালের পাত্র হতে দুটি মুদ্রা তুলে নিলেন। সেদিনও ধনপাল  
তাকে কিছু বললেন না। তৃতীয় দিনও বৌদ্ধিসন্ত ধনপালের ধনপাত্র হতে একমুঠো মুদ্রা  
তুলে নিলেন। তখন ধনপাল তাকে বললেন, ‘আজ পর্যন্ত আপনি পর পর তিন দিন রাজার



রাজার চেয়ে শীলবান ভিক্ষুকে মানুষ বেশি শন্দো করে

## জাতক পরিচিতি

ধন অপহরণ করেছেন।' এই বলে ধনপাল চি�ৎকার করে বলে উঠলেন, এই লোক রাজার ধন ছুরি করেছে। এই চি�ৎকার শুনে অনেক লোক ছুটে এলো। তারা সবাই বৌদ্ধিসন্ত্বকে বলতে লাগলেন, ব্রাহ্মণ, তুমি না নিজেকে শীলবান বলে পরিচয় দিতে?

এই বলে তারা সকলে বৌদ্ধিসন্ত্বকে বৈধে রাজার কাছে ধরে নিয়ে গেল। রাজা তখন দুঃখিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণ, তুমি কেন এই কার্য করলে?

বৌদ্ধিসন্ত্ব বললেন, আমি চোর নই মহারাজ।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, চোর নও তো এই কুর্কর্ম ও কদর্য কাজ করলে কেন?

বৌদ্ধিসন্ত্ব বললেন, ভাবলাম, একবার পরীক্ষা করে দেখি, রাজা আমাকে যে এই সম্মান দেন তা আমার বংশমর্যাদার জন্য, নাকি আমার চরিত্রগুণের জন্য। তাই আমি এটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যই আমি ধনপালের ধনপাত্র হতে মুদ্রা তুলে নিয়েছি। এখন বুঝতে পারলাম চরিত্রগুণেই আমার এত সম্মান হয়েছে, কুলগৌরব বা বিদ্যার জন্য নয়। পথে আসার সময় দেখলাম, সর্পরাও শীলবান হতে পারে। বৌদ্ধিসন্ত্বকে যখন বৈধে রাজার কাছে ধরে আনা হচ্ছিল তখন কয়েকজন সাপুড়ে সাপ খেলা দেখাচ্ছিল। বৌদ্ধিসন্ত্ব বলল সাপ কামড় দিলে তোমরা মারা যাবে।

সাপুড়েরা বলল, ঠাকুর আমাদের সাপেরা শীলবান, তারা সদাচার জানে। তারা তোমার মতো দুঃশীল নয়। তুমি দুঃশীল বলেই রাজার ধন হরণ করেছ, তাই ওরা তোমায় বৈধে রাজার কাছে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বৌদ্ধিসন্ত্ব তখন ভাবলেন, সর্পরাও যদি দশ্মন না করে তবে তাদের শীলবান বলে, তাহলে মানুষের তো কথাই নেই।

অতএব আমি এখন হতে শীলবান হব এবং চিরদিন শীলব্রত পালন করব।

বৌদ্ধিসন্ত্ব আবার রাজাকে বলেন, মহারাজ, বুঝেছি জীবনে শীল সবচেয়ে উত্তম বস্তু। কিন্তু গৃহে থেকে বিষয় ভোগ করে গেলে কিছুতেই প্রকৃত শীলবান বা চরিত্রবান হতে পারব না। তাই আমি স্থির করেছি আমি প্রবৃজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে গমন করব। একটি গাথার মাধ্যমে শীলধর্মের ব্যাখ্যা করার পর তিনি রাজার কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাজা অনুমতি প্রদান করলে বৌদ্ধিসন্ত্ব প্রবৃজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল ধ্যান সাধনা করে ব্রহ্মালোকে গমন করেন।

**উপদেশ : বংশগৌরব নয়, শীলবান ও চরিত্রগুণে মানুষ সম্মানিত হয়।**

## অনুশীলনী

ক. সঠিক উভয়ের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. জাতক কাহিনী কয়টি ?

- |          |          |
|----------|----------|
| ক. ৪৫০টি | খ. ২৫০টি |
| গ. ৫৫০টি | ঘ. ৩৫০টি |

২. পালি সাহিত্য মতে জাতকের কয়টি অংশ ?

- |        |        |
|--------|--------|
| ক. ৩টি | খ. ৫টি |
| গ. ৭টি | ঘ. ৮টি |

৩. সুবর্ণহংস অর্থ—

- |              |               |
|--------------|---------------|
| ক. রাজহাঁস   | খ. সোনার হাঁস |
| গ. সাদা হাঁস | ঘ. বুপার হাঁস |

৪. সুখবিহারী জাতকে বৌধিসন্দের কত জন শিষ্য ছিল ?

- |               |              |
|---------------|--------------|
| ক. পাঁচশত     | খ. দুইশত     |
| গ. পাঁচ হাজার | ঘ. দুই হাজার |

৫. মাছের কাঁটা কোথায় ফেলত ?

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ক. পদ্মপুরুরে | খ. গাছের নিচে |
| গ. মাঠে       | ঘ. বনে        |

৬. বক কাঁকড়াকে প্রথমে কী দেখাল ?

- |         |              |
|---------|--------------|
| ক. নদী  | খ. পদ্মপুরুর |
| গ. সাগর | ঘ. বটগাছ     |

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. জাতক পাঠে জ্ঞান ও ..... বাড়ে।
২. প্রত্যেকের ..... উপদেশ মেনে চলা উচিত।

## জাতক পরিচিতি

৩. লোভে পাপ, পাপে .....।
৪. বক মাছটিকে সেই ..... ছেড়ে দিল।
৫. নবাগত তপস্থী ..... দেখেও বিছানা ছেড়ে উঠলেন না।

## গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. সাহিত্য হিসেবেও	১. বকের গলা জড়িয়ে ধরল।
২. জাতক হলো গৌতম বুদ্ধের	২. লোভী ও ধূর্ত।
৩. বোধিসত্ত্বের মৃত্যুর পর	৩. জাতকের গুরুত্ব অনেক বেশি।
৪. ফেরিওয়ালা সেরিবা ছিল	৪. ৫৫০ বার পূর্বজন্ম কাহিনী।
৫. বোধিসত্ত্বের এক জ্যেষ্ঠ শিষ্য	৫. সুবর্ণহংস হয়ে জন্ম নিলেন।
৬. কাঁকড়া পা দিয়ে	৬. আগে রাজা ছিলেন।
	৭. বোকা বক।

## ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. জাতক কী ?
২. জাতকের উপদেশ সংক্ষেপে লেখ।
৩. ফেরিওয়ালা সেরিবা কেমন ছিল ?
৪. কাঁকড়া কীভাবে রক্ষা পেল ?
৫. বকের কী পরিণতি হলো ?

## ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. জাতকের গুরুত্ব আলোচনা কর।
২. সুবর্ণহংস জাতকের বিষয়বস্তু বর্ণনা কর।
৩. ফেরিওয়ালা সেরিবান কীভাবে ও কত মূল্যে সোনার থালাটি কিনল ?
৪. সুখবিহারী জাতকটির কাহিনী সংক্ষেপে লেখ।
৫. বক জাতকের বিষয়বস্তু উপদেশসহ লেখ।
৬. শীলমীমাংসা জাতকের বিষয়বস্তু লেখ।

## ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ପାର୍ବଣ

ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଆଲୋକେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବଲେ । ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଆଲୋ ଅତି ଶୀତଳ ଓ ମନୋମୁଦ୍ରକର । ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଆଲୋତେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୁଯ । ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଆଲୋତେ ପଶୁ ପାଖିରାଓ ଆନନ୍ଦବୋଧ କରେ । ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧର ଜୀବନେର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟନାଗୁଲୋ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିତେହିଁ ଘଟେଛିଲ । ଏ କାରଣେ ପ୍ରତିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଯ ବୌଦ୍ଧରା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ ଉତ୍ସବ ପାଲନ କରେ ଥାକେ । ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ୟତୀତ ଧର୍ମୀୟ ଓ ପାରିବାରିକ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଯ । ସେବ ଉତ୍ସବକେ ପାର୍ବଣ ବଲା ହୁଯ । ପାର୍ବଣ ଉତ୍ସବ ଦ୍ୱାରାଓ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୁଯ ।

ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଉତ୍ସବ-ପାର୍ବଣେ ଜ୍ଞାତିଦେର ସଙ୍ଗେ ମିଳନ ହୁଯ । ଏଇ ସବ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପଦାୟେର ଲୋକେରାଓ ଆସେ । ସକଳେର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା-ସାକ୍ଷାତ ହୁଯ । ପରମ୍ପରର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱବାବ ଗଡ଼େ ଉଠେ ।

ତୋମରା ଜାନ, ବାରୋ ମାସେ ଏକ ବଚର । ବାରୋ ମାସେ ବାରୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଯ । ତୋମରା ଚାରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମ୍ପର୍କେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣିତେ ଜେନେଛ । ଏ ଅଧ୍ୟାୟେ ତୋମାଦେର ଆରା ଚାରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବର୍ଣନା ଦେବ । ସେ ଚାରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଲୋ—

୧. ଆଶ୍ଵିନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
୨. ଶ୍ରାବନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
୩. ଫାଲ୍ଗୁନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
୪. ମଧୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା

ଏ ଚାରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଯ ବୁଦ୍ଧଜୀବନେର ସେବ ଉତ୍ସବ ଉତ୍ସବ ଘଟେଛିଲ ତା ସଂକ୍ଷେପେ ବର୍ଣନା କରା ହଲୋ ।

### ଆଶ୍ଵିନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା

ଆମରା ଜାନି ଆଶ୍ଵିନ ମାସ ଶର୍ତ୍କାଳ । ସତ୍ତଵତୁର ମଧ୍ୟ ଶର୍ତ୍କାଳେର ପ୍ରକୃତି ଏକଟି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତୈରି କରେ । ଶାରଦୀୟ ନାନା ଉତ୍ସବେ ଗ୍ରାମବାଳୀ ମୁଖରିତ ହୁଯ ।

ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଏକସମୟେ ତାବତିଃସ ସ୍ଵର୍ଗେ ବର୍ଷାବାସ ଯାପନ କରେନ । ଏସମୟ ତିନି ତାଙ୍କ ନିଜ ମାତାକେଓ ସ୍ଵର୍ଗେ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେନ । ବର୍ଷାବାସେର ତିନ ମାସ ତିନି ଦେବତାଦେରାଓ ଧର୍ମଦେଶନା କରେନ ।

বর্ষাবাস শেষে তিনি এ আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথিতেই সাঙ্কস্য নগরীতে অবতরণ করেন। তখন বুদ্ধের বিবিধ ঋক্ষি প্রদর্শনে নগরীটি আলোকিত হয়ে ওঠে।

এ পূর্ণিমায় মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ বর্ষাবাসের গুরুত্ব সম্পর্কে ভিক্ষুদের ধর্মোপদেশ দেন। ভিক্ষুরা দেব, মানব ও সর্ব জীবের মঙ্গলের জন্য সদ্ধর্ম প্রচার করেন। বুদ্ধের ধর্মদেশনায় দেব-ব্রহ্ম ও নরগণ উপকৃত হন।

আশ্বিনী পূর্ণিমা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিশেষ তৎপর্য বহন করে। এই পূর্ণিমা

বৈচিত্র্যময় ও ঘটনাবহুলও বটে। বিনয় বিধান অনুসারে এ আশ্বিনী পূর্ণিমাতে প্রবারণা উৎসব উদ্যাপিত হয়। ভিক্ষু ও গৃহীদের বর্ষাব্রত শেষ হয়। এ জন্যই ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে এ পূর্ণিমার আবেদন অনেক বেশি। এ পূর্ণিমাতে বৌদ্ধ বিহারগুলোতে প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্যাপিত হয়। গ্রাম-গঞ্জে এক আনন্দ উৎসবের বন্যা বয়ে যায়।



আশ্বিনী পূর্ণিমায় ফানুস ওড়ানোর দৃশ্য

### শ্রাবণী পূর্ণিমা

শ্রাবণী পূর্ণিমা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বহন করে। এ পূর্ণিমাতেই বৌদ্ধ প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ধর্মীয় ইতিহাসে এটি একটি ঐতিহাসিক দিন।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ছয়টি ধর্ম সংগীতির কথা। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর অর্থাৎ চতুর্থ মাসে প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। সুভদ্র নামক বৃক্ষ প্রজিত ভিক্ষুর বিনয় বহির্ভূত উক্তির কারণে এই প্রথম সংগীতি আহ্বান করা হয়েছিল।

‘সংগীতির’ অর্থ হলো ধর্ম সম্মেলন। বুদ্ধের বাণীগুলোকে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই এই ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর স্থান ছিল মগধের রাজধানী রাজগৃহের নিকটবর্তী বেতার পর্বতের সঞ্চপর্ণি গুহায়।

শ্রাবণী পূর্ণিমায় আরও  
বৌদ্ধধর্মের নানা ঘটনা আছে।  
তবে প্রথম সংগীতির জন্যই এই  
পূর্ণিমা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।  
তাহলে তোমরা এই শ্রাবণী  
পূর্ণিমার তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে  
পারলে।

## ফাল্গুনী পূর্ণিমা

ফাল্গুনী পূর্ণিমার গুরুত্ব কি  
তোমরা জান? ফাল্গুনী পূর্ণিমা  
জ্ঞাতি সম্মেলনের দিন হিসেবে  
বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। এই  
দিনটিতে ভগবান বুদ্ধ তাঁর  
সপরিষদ শিষ্য-প্রশিষ্য নিয়ে  
জন্মভূমি শাক্যরাজ্য গমন  
করেছিলেন। এ উপলক্ষে রাজা  
শুদ্ধেদান বৃহৎ জ্ঞাতি সম্মেলনের  
আয়োজন করেন। সেদিন শাক্য  
রাজ্য অনেক আনন্দ-উৎসব ও  
মহা ধূমধাম হয়েছিল। দীর্ঘকাল  
পর বুদ্ধের সাথে আত্মীয়



ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত মেলা

স্বজনের দেখা-সাক্ষাৎ ও মিলনে দিনটি বেশ আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। এর আরও ঘটনা আছে।

এদিনেই ভগবান বুদ্ধ তাঁর পিতা রাজা শুন্দেশনকে ধর্মে দীক্ষা দেন। ধর্ম দেশনা দিয়ে পিতাকে অর্হত্ব ফল লাভ করান। ঐ উৎসবে জ্ঞাতিদের মধ্যে অনেকেই বুদ্ধের ধর্ম শুনে জ্ঞান লাভ করেন। এজন্যই এ পূর্ণিমাটি জ্ঞাতি মিলনের পূর্ণিমা হিসেবে বৌদ্ধদের নিকট অধিক পরিচিত। বিশ্বের বৌদ্ধদের নিকট এটি একটি স্বর্গীয় তিথি। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বৌদ্ধরা বিহারে যান। বুদ্ধকে পূজা দেন। পঞ্চশীল, অষ্টশীল গ্রহণ করেন। নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানমালার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক বিহারে মেলা বসে। দূর-দূরাত্ম থেকে আত্মীয়-স্বজনেরা ঐ মেলায় আসে। সকল স্বজন-পরিজন ও জ্ঞাতিদের সাথে মিলন হয়। এটি এক আনন্দঘন দিন।

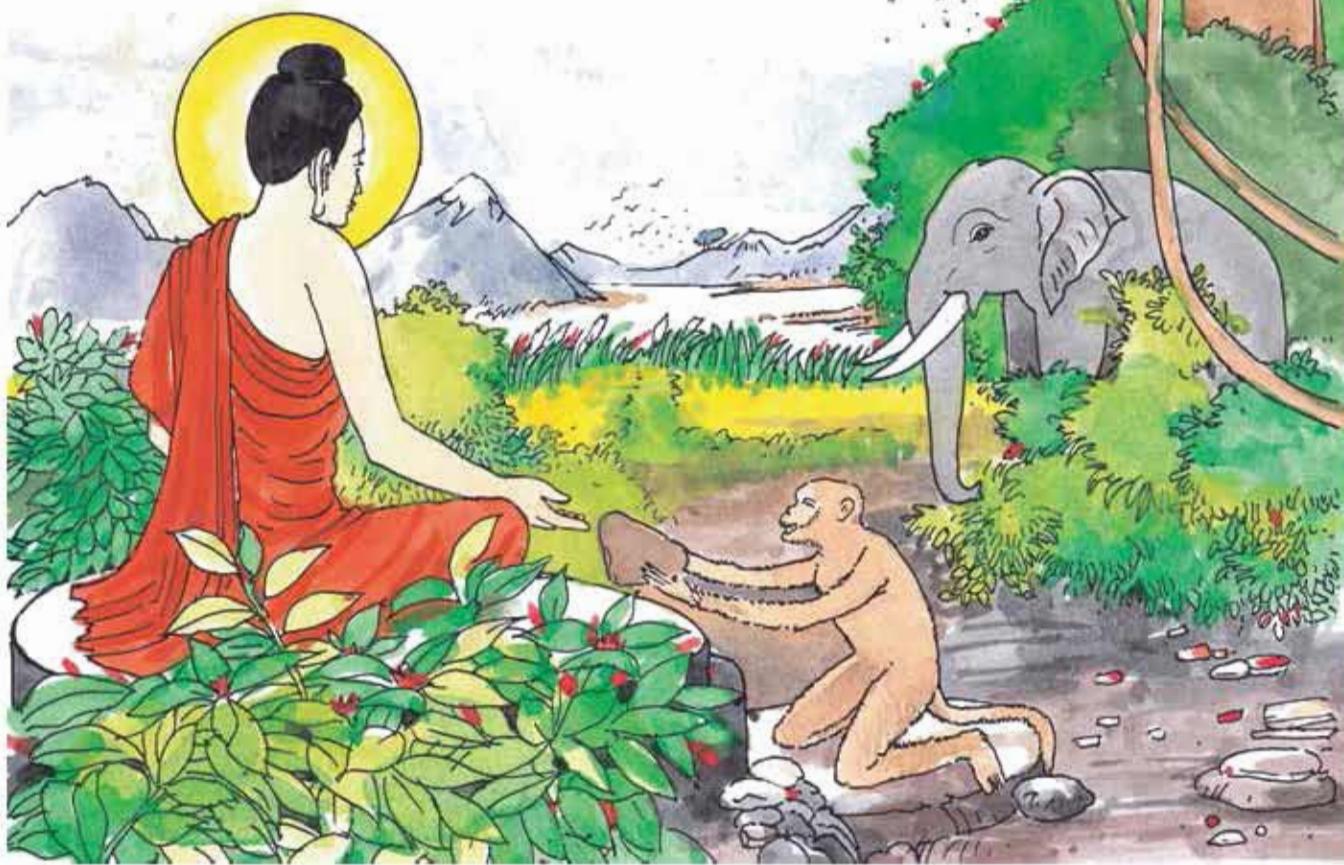
### মধু পূর্ণিমা

মধু পূর্ণিমা বৌদ্ধ ধর্মীয় ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পূর্ণিমা। এটি ভাদ্র মাসেই পালিত হয়। তাই এর অপর নাম ভাদ্র পূর্ণিমা। আসলে বনের একটি বানরের মধুদানের ঘটনা এ পূর্ণিমার বিশেষত্ব। বুদ্ধ মোট পঁয়তালিশ বছর বর্ষাবাস যাপন করেন। তিনি একবার পারলেয় নামক বনেও বর্ষাবাস যাপন করেন। বুদ্ধের অপরিসীম মৈত্রী ও করুণার প্রভাবে সেখানকার বন্য প্রাণীরাও তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করত।

এই বনে পারলেয় নামক একটি বড় হাতি ছিল। এই হাতিটি বুদ্ধের সেবা শুশ্রায় করত। প্রতিদিন বনের নানা সুমিষ্ট ফল ও ফুল এনে বুদ্ধকে পূজা করত। এক বানর হাতিটির প্রতিদিনের এই পূজা, সেবা ও দান দেখে খুশি হলো। নিজেও বুদ্ধকে দান দেওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করল। বানর ভাবল যেহেতু হাতি ফুল ও ফল দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করে, আমি আর একটি নতুন দানীয় দ্রব্য দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করব।

সে চিন্তা করতে লাগল কী দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করা যায়। তখন ভাবল এমন একটি দান দেব যেটিতে বুদ্ধ খুশি হবেন। তখন সে চিন্তা করতে করতে সন্ধান পেল মৌমাছির মৌচাকের কথা। কারণ সেই বনে অনেক মধুপূর্ণ মৌচাক ঝুলে আছে যেগুলোতে মৌমাছিরা মৌচাক ছেড়ে চলে গেছে। তখন ঐ বানর মধুপূর্ণ একটি মৌচাক এনে শ্রদ্ধা চিন্তে বুদ্ধকে দান করার জন্য সামনে আসল। বুদ্ধ হাত বাড়িয়ে বানরের সেই মধুপূর্ণ মৌচাক হাতে নিলেন। এতে বানর এত যে খুশি হলো সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গাছে গাছে লাফাতে লাগল। হঠাৎ লাফাতে গিয়ে মাটিতে নিচে পড়ে গেল। ফলে তার মৃত্যু হলো। মৃত্যুর পর

ଏହି ବାନର ଦେବପୁତ୍ର ହୟେ ଝର୍ଣ୍ଣେ ଜନଥାହଣ କରିଲ । ସେଇନ ଛିଲ ତାଣ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମା । ତାଇ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମା ମଧୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ନାମେ ପରିଚିତ । ବୌଦ୍ଧଙ୍କା ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମାଟିକେ ଖୁବଇ ପୁରୁଷ୍ବରେ ସାଥେ ପାଲନ କରେ । ଏହିନ ବୌଦ୍ଧଙ୍କା ଉତ୍ତପ୍ତସଥ ଶୀଳ ପାଲନ କରେନ । ବାଲକ-ବାଲିକା, ନର-ନରୀ, ଶିଶୁ-କିଶୋର ସକଳେଇ ମଧୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାନୀୟ ମୂର୍ଖ ନିଯ୍ରେ ବିହାରେ ଥାଏ । ବୁଦ୍ଧକେ ପୂଜା ଦେଲ । ଡିଙ୍କୁ ସଂସକେ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଓ ତୈଵଜ୍ୟାଦି ଦାନ କରେନ । ଦାନ, ସେବା ଓ ପୂଜାର ନିର୍ମଳ ହିସେବେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ପୁରୁଷ ବୌଦ୍ଧ ଇତିହାସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍ଗ୍ରୂପ୍ରଦ ବହନ କରେ ।



ବାନର କର୍ତ୍ତ୍ତକ ବୁଦ୍ଧକେ ମଧୁଦାନ

## অনুশীলনী

**ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :**

**১. বৌদ্ধবা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব সম্পাদন করে—**

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| ক. অমাবস্যায় | খ. পূর্ণিমায়    |
| গ. অষ্টমীতে   | ঘ. যে কোনো সময়ে |

**২. আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথিতেই বৃদ্ধ অবতরণ করেন—**

- |             |                  |
|-------------|------------------|
| ক. কুশীনগরে | খ. রাজানগরে      |
| গ. ধর্মনগরে | ঘ. সাঙ্কশ্য নগরে |

**৩. প্রথম বৌদ্ধসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়—**

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ক. আশ্বিনী পূর্ণিমায় | খ. কার্তিক পূর্ণিমায় |
| গ. পৌষ পূর্ণিমায়     | ঘ. শ্রাবণী পূর্ণিমায় |

**৪. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কয়টি ধর্মসংগীতি অনুষ্ঠিত হয় ?**

- |        |        |
|--------|--------|
| ক. ৪টি | খ. ৫টি |
| গ. ৬টি | ঘ. ৭টি |

**৫. কোন পূর্ণিমা জ্ঞাতি মিলন পূর্ণিমা হিসেবে পরিচিত ?**

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| ক. কার্তিক পূর্ণিমা  | খ. মাঘী পূর্ণিমা  |
| গ. ফাল্গুনী পূর্ণিমা | ঘ. চৈত্র পূর্ণিমা |

**৬. পারিলেয় বনে বৃদ্ধকে কে মধু দান করেছিল ?**

- |         |          |
|---------|----------|
| ক. হাতি | খ. ময়ূর |
| গ. বানর | ঘ. সিংহ  |

**খ. উপবৃক্ত শব্দ ধারা শুন্যস্থান পূরণ কর :**

- ক. ভগবান বৃদ্ধ একসময় ..... স্বর্গে বর্ষাবাস যাপন করেন।
- খ. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর ..... অনুষ্ঠিত হয়।
- গ. ধর্মদেশনা দিয়ে পিতাকে ..... লাভ করান।
- ঘ. বনের একটি বানরের ..... ঘটনা এ পূর্ণিমার বিশেষত্ব।
- ঙ. বানর আনন্দে ..... হয়ে গাছে গাছে লাফাতে লাগল।

### গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. পূর্ণিমা ব্যতীত ধর্মীয় ও পারিবারিক ২. এ সময় তিনি তাঁর নিজ মাতাকেও ৩. বুদ্ধের ধর্ম দেশনায় ৪. বানর মধুপূর্ণ একটি মৌচাক এনে ৫. বুদ্ধ মোট পঁয়তাঙ্গিশ বছর ৬. দান, সেবা ও পূজার নির্দর্শন	১. পিতাকে অর্হতফল লাভ করান। ২. স্বর্গে ধর্মোপদেশ দেন। ৩. শৃঙ্খা চিঠ্ঠে বুদ্ধকে দান করেন। ৪. বর্ধাবাস যাপন করেন। ৫. বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠিত হয়। ৬. হিসেবে মধু পূর্ণিমার গুরুত্ব অপরিসীম। ৭. ত্যাগই শান্তি।

### ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

- ক. পূর্ণিমাগুলো কার সূতি বহন করে?
- খ. চারটি পূর্ণিমার নাম লেখ।
- গ. আশ্বিনী পূর্ণিমা কিসের জন্য প্রসিদ্ধ?
- ঘ. প্রথম মহাসংগীতি কোথায়, কখন অনুষ্ঠিত হয়?
- ঙ. হাতির সেবা দেখে বানরের কী ইচ্ছা হয়েছিল?
- চ. মধু পূর্ণিমার অপর নাম ভাদ্র পূর্ণিমা কেন?

### ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ক. বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পূর্ণিমাতে কেন উদযাপিত হয়? এর বিশেষত্ব কী?
- খ. আশ্বিনী পূর্ণিমার গুরুত্ব তুলে ধর।
- গ. মধু পূর্ণিমা নামকরণের তাৎপর্য লেখ।
- ঘ. প্রথম মহাসংগীতি কোন পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল? কেন অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
- ঙ. ফাল্গুনী পূর্ণিমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
- চ. পারিলেয় বনে বানরের মধুদানের ঘটনাটি বর্ণনা কর।

## দশম অধ্যায়

### তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান

তীর্থস্থান সকল মানুষের পরম পবিত্র স্থান। বৌদ্ধধর্মে অনেক তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের সূত্রিবিজড়িত স্থানগুলো বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র পুণ্যভূমি।

বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও দর্শনের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধরা তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণে যায়। বৌদ্ধধর্মে তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণে পুণ্যফল লাভের কথা বলা হয়েছে।

এসকল পবিত্র স্থানগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— তীর্থ ও মহাতীর্থ।

#### তীর্থ ও মহাতীর্থের পার্থক্য

বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনাবহুল পবিত্র স্থানসমূহকে বৌদ্ধ তীর্থ বলা হয়। বুদ্ধের শিষ্য ও বৌদ্ধ রাজাদের অনেক কীর্তি এ স্থানগুলোতে জড়িয়ে আছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত সূত্রিবহ এ সকল স্থানে বিহার, চৈত্য, স্তুপ নির্মিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে এ সকল স্থানকে বৌদ্ধ তীর্থ বলা হয়। যেমন— কপিলাবস্তু, শ্রাবণ্তী, বুদ্ধগয়া, লুম্বিনী, বৈশালী, রাজগ্রহ, চক্রশালা, মহামুনি, রামকোট প্রভৃতি। আবার গৌতম বুদ্ধের জীবনের উল্লেখযোগ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূত্রিবিজড়িত পবিত্র স্থানগুলোকে মহাতীর্থ বলা হয়। বৌদ্ধদের মহাতীর্থ চারটি: সিদ্ধার্থের জন্মস্থান লুম্বিনী, বুদ্ধত্ব লাভের পুণ্যস্থান বুদ্ধগয়া, প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান সারনাথ এবং বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ স্থান কুশিনগর।

তীর্থ, মহাতীর্থ ছাড়াও বৌদ্ধদের অনেক ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। ঐতিহাসিক স্থানগুলোও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস মতে, বুদ্ধ, বুদ্ধের শিষ্য, বৌদ্ধ রাজন্যবর্গ, কিংবা প্রাচীন সভ্যতা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার নির্দর্শনসম্পন্ন স্থানকে ঐতিহাসিক স্থান বলা হয়। যেমন— গান্ধার, মথুরা, সাঁচি, অজন্তা, ইলোরা, তক্ষশিলা, নালদা, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি প্রভৃতি। ঐতিহাসিক স্থান হলো অতীতে রাজা-মহারাজা বা মানুষের রেখে যাওয়া কীর্তি। এসব কীর্তি কালের আবর্তে ধ্বংস হয়ে হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকরা আবার তা আবিষ্কার করেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। বৌদ্ধ তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানগুলো এদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যে অত্যন্ত গৌরবময়।

## তীর্থস্থানের গুরুত্ব

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। তীর্থ ভ্রমণ করা একটি পুণ্যকর্ম। ধর্ম পালন করা যেমন উচিত তেমনি তীর্থ দর্শন করাও পবিত্র কর্তব্য। ধর্মপ্রাণ নর-নারীগণ বিভিন্ন সময়ে তীর্থ ভ্রমণে যায়। তীর্থস্থান দর্শনে ধর্মের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। এতে করে মন পবিত্র হয় এবং ধর্মে শ্রদ্ধাবোধ জাগে। তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থানে নানা লোক সমাগম হয়। তাঁদের সাথে মেলামেশার সুযোগ হয়। ফলে সকলের মধ্যে মেট্রী ভাব গড়ে উঠে। তীর্থ দর্শনের ফলে মানুষের দুঃখ খণ্ডন ও অকুশল পরিহার হয়। পরকালে শান্তি ও সুগতি হয়। নিজের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি লাভ হয়।

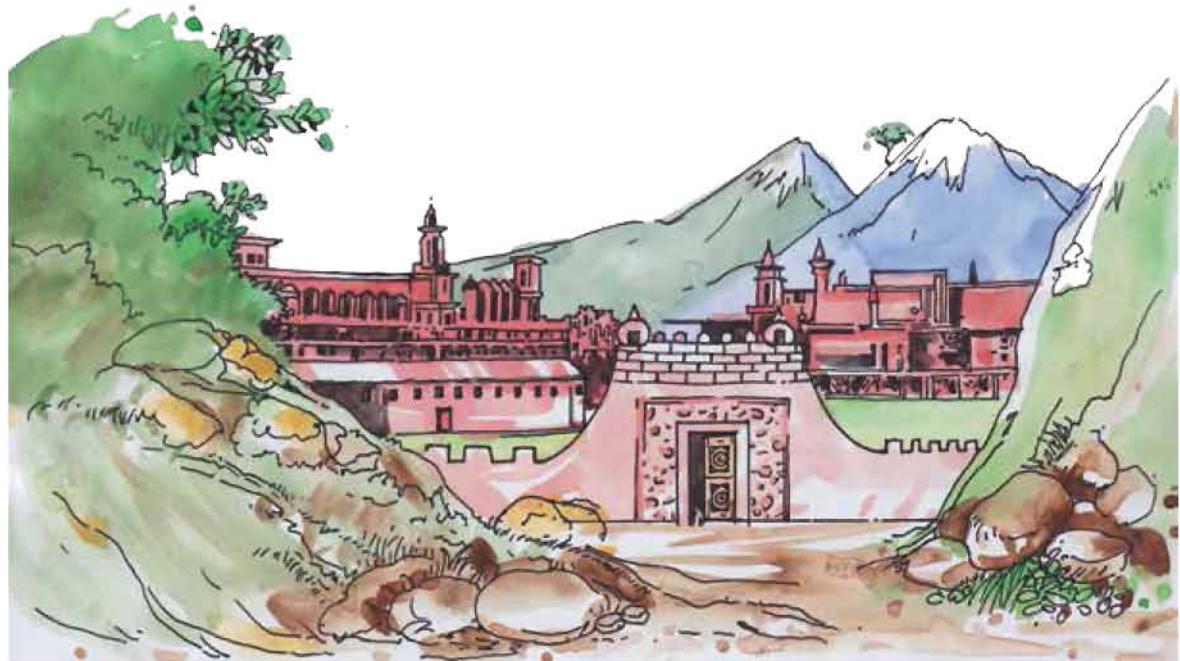
তাই ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহা দর্শনে জ্ঞান বাড়ে। ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা যায়। কারণ এসব প্রসিদ্ধ ও গৌরব কীর্তি দর্শন করলে জানার কৌতুহল বাড়ে। মনে প্রসারতা ও ঐতিহ্যবোধ জগত হয়। তোমরা বড় হলে অবশ্যই তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দর্শন করবে।

এ অধ্যায়ে কপিলাবস্তু, রাজগৃহ, নালন্দা, ময়নামতি ও চক্রশালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

## কপিলাবস্তু

কপিলাবস্তু একটি তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক নগরী। কপিলাবস্তু অনেক গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু অবস্থিত। বর্তমান নাম পদরিবা। সন্ন্যাসী কপিলমুনির আশ্রমের জন্য এ রাজ্য ও রাজধানীর নাম হয় কপিলাবস্তু। অধিবাসীরা শাক্য নামে পরিচিত ছিলেন। কপিলাবস্তু ছিল রাজা শুদ্ধোদনের রাজধানী। এটি রোহিনী নদীর তীরে অবস্থিত। এ রাজ্যের অন্তিমের লুম্বিনী উদ্যান। যেখানে সিদ্ধার্থ গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর থেকে গৃহত্যাগ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় সিদ্ধার্থ কপিলাবস্তু নগরীতেই কাটান। তাই এখানে রয়েছে তাঁর জীবনের অনেক স্মৃতি।

বাল্যকালে কপিলাবস্তুতে হলকর্ষণ উৎসব দেখতে দেখতে সিদ্ধার্থ একসময় ধ্যানমঝ হয়ে পড়েছিলেন। আর একবার দেবদণ্ড কর্তৃক তীরবিদ্ধ হাঁসকে সিদ্ধার্থ সুস্থ করে উড়িয়ে দেন। কপিলাবস্তু নগরীর রাজপ্রাসাদে কুমার সিদ্ধার্থের সঙ্গে যশোধরার বিয়ে হয়। গৃহত্যাগের আগে সিদ্ধার্থ নগর প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে চারটি দৃশ্য অবলোকন করেন।



কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদ

বুদ্ধের লাভের পর রাজা শুদ্ধোদনের আমন্ত্রণে বুদ্ধ প্রথম সশিষ্য পিতৃরাজ্য কপিলাবস্তু আসেন। অবস্থান করেন ন্যাগ্নোধ কুঞ্জে। এ সময় বুদ্ধের পিতা, বিমাতা, স্ত্রী এবং শাক্যবংশের অনেকেই তাঁর ধর্মকথা শুনে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। পুত্র রাহুলকেও তিনি এখানেই প্রব্রজ্যা দান করেন। কপিলাবস্তুতে বুদ্ধ বিনয় কর্মের অনেক বিধি বিধান প্রণয়ন করেন।

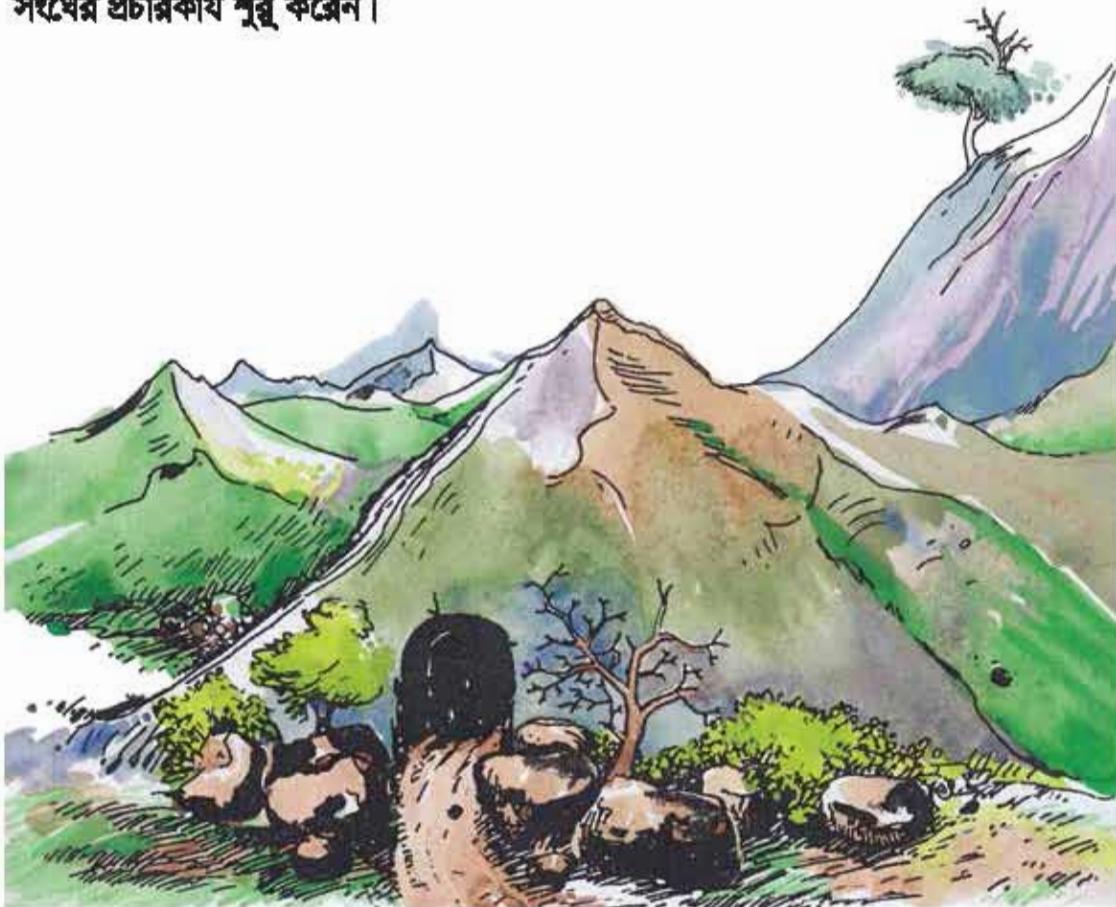
তিনি তাঁর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার এবং রোহিনী নদীর পানি নিয়ে শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করার জন্য কপিলাবস্তু অবস্থান করেন। সম্রাট অশোক এখানে একটি স্তুপ ও সুবৃহৎ সংঘারাম নির্মাণ করেন। হিউয়েন সাঙ কপিলাবস্তু পরিভ্রমণ করেন। এসব কারণে কপিলাবস্তু বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

### রাজগৃহ

রাজগৃহ ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা জেলায় অবস্থিত। রাজগৃহের বর্তমান নাম রাজগীর। এর চারপাশে পাঁচটি পাহাড়ে ঘেরা ও উপত্যকাময়। রাজগৃহ ছিল মগধ রাজ্যের রাজধানী। এটি খুবই প্রাচীন নগরী। সমসাময়িককালে এটি অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজ্য ছিল। মগধ রাজ্যের রাজা ছিলেন বিষ্ণুসার। তিনি বুদ্ধের পরমভক্ত। রাজা বিষ্ণুসার

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହନ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପ୍ରଚାରେ ରାଜ୍ଞୀ ଅନେକ ଅବଦାନ ରାଖେନ । ଶୌଭମ ବୁଦ୍ଧର ଜୀବନେ ଅନେକ ଘଟନା ଓ କାହିଁନୀ ରାଜଶ୍ରହେ ସଂଖ୍ୟାତିତ ହୁଏ । ତାଇ ରାଜଶ୍ରହ ବୌଦ୍ଧଦେଵ କାହେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିପାଦିତ କରିଲୁ ।

ପୃହତ୍ୟାପେର ପର ସିନ୍ଧାର୍ଥେର ସାଥେ ରାଜଶ୍ରହ ରାଜ୍ଞୀ ବିଶ୍ଵସାତ୍ମେର ସାକ୍ଷାତ୍ ହୁଏ । ପରେ ତିନି ପ୍ରଥମ ଧର୍ମୋପଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେନ । ବୁଦ୍ଧ ଶାତେର ପର ରାଜଶ୍ରହକେ କେନ୍ଦ୍ର କରଇ ବୁଦ୍ଧ ତୀର୍ଥ ଧର୍ମ ଓ ସହଦେର ପ୍ରଚାରକାର୍ଯ୍ୟ ଶୁରୁ କରେନ ।



ସନ୍ତପତ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ରାଜଶ୍ରହ

ରାଜ୍ଞୀ ବିଶ୍ଵସାର ବୁଦ୍ଧ ଓ ତୀର୍ଥ ଶିଷ୍ୟଦେର ବସବାସେର ଜଳ୍ଯ ବେଶୁବଳ ବିହାର ଦାନ କରେନ । ବେଶୁବଳ ବିହାରେ ବୁଦ୍ଧ ସାତବର୍ଷୀ ଅତିବାହିତ କରେନ । ଏଥାନେ ଅବସ୍ଥାନକାଳେ ତିକ୍ଷ୍ଣଦେଵ ଅନେକ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦାନ କରେନ । ରାଜଶ୍ରହଙ୍କ ବେଶୁବଳେ ତିନି ସାରିପୁରୁଷ ଓ ମୌଦ୍ଗଳ୍ୟାଯନକେ ପ୍ରଭ୍ରଜ୍ୟା ଦେଲା ।

ବେଶୁବଳର ଅନ୍ତରେ ଆହେ ତପୋଦା ନାମେ ଏକଟି ଉକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ରବ୍ୟ । ତୀର୍ଥ୍ୟାତ୍ରୀରା ଏଥାନେ ଝାନ କରେନ । ଏଇ ପ୍ରଦ୍ରବ୍ୟର ଉପରେ ଆହେ ଶିଳ୍ପଳି ପୁହା । ଏଥାନେ ମହାକାଶ୍ୟକ ବାସ କରାନ୍ତେନ ।

## তীর্থ, মহাত্মীর ও ঐতিহাসিক স্থান

পিপুলি গুহার পশ্চিমে সঞ্চালী গুহা। এখানে রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।

রাজগৃহে রাখেছে রাজা বিদ্যাশানের রাজবৈদ্য জীবকের আম্ববন। জীবক বুদ্ধের পরম উক্ত ছিলেন এবং তাঁর চিকিৎসক ছিলেন। জীবক তাঁর আম্ববন বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে দান করে দেন। এই আম্ববনে জীবকারাম বিহার নির্মাণ করা হয়।

তপবান বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনা ও কাহিনী রাজগৃহের সঙ্গে জড়িত। রাজগৃহের নগর পরিকল্পনা খুব সুস্মর। এই নগরী দুটি বড় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। এই প্রাচীরে ১৬ টি ছোট-বড় তোরণ দায় ছিল বলে জানা যায়। কলকাতা ও পাটলা থেকে ঢেলে ও সড়কপথে রাজগৃহ তীর্থ দর্শনে যাওয়া যায়।

### নালদা

বুদ্ধের সমসাময়িককালে নালদা উন্নত ও প্রভাবশালী নগরী ছিল। বৌদ্ধ বিদ্যাশীঠ হিসেবে নালদা ভারতবর্ষের খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এটি ভারতের বর্তমান বিহার রাজ্যে অবস্থিত।



নালদা মহাবিহারের ধ্বন্দ্ববশে

রাজগৃহ থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ১০ কিলোমিটার। একদা নালদা ছিল জনবসতিগূর্ণ থাম। সৌতম বুদ্ধ কয়েকবার নালদায় এসে পাবালিক আম্বকাননে বিশ্রাম করেন।

ইতিহাস মতে, সম্রাট অশোক নালন্দা মহাবিহারের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে অনেক রাজা ও ধনী ব্যক্তির আর্থিক সাহায্যে নালন্দা মহাবিহারের উন্নতি হয়। বৌদ্ধ পাল রাজাদের আমলে নালন্দার খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। এ সময় বড় বড় বিহার ও গ্রন্থাগার নির্মিত হয়। পাল রাজাগণ নালন্দা মহাবিহারের জন্য জমি দান করেন। বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নালন্দা মহাবিহারের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্থিতীয় পথমে শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ছিল বলে মনে করা হয়। ইতিহাস মতে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০,০০০ লোক বাস করতেন। তার মধ্যে ১৫০০ জন ছিলেন অধ্যাপক এবং ৮০,০০০ জন ছাত্র। ঘুমাবার সময় ছাড়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শিক্ষাদান চলত। এখানের পাঠাগার ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। নালন্দা ছিল আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। এতে আটটি হল ঘর এবং ৩০০টি কক্ষ ছিল।

বহু খ্যাতিমান পণ্ডিত, দার্শনিক নালন্দার ছাত্র ছিলেন। শুধু ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে নয়; বিভিন্ন দেশ থেকেও শিক্ষার্থীরা নালন্দায় পড়াশুনা করতে আসতেন। চীনা পরিব্রাজক ইৎসিঙ প্রায় দশ বছর নালন্দায় অধ্যয়ন করেন। হিউয়েন সাঙ প্রায় পাঁচ বছর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র। বিখ্যাত দার্শনিক নাগার্জুনও প্রথমে এখানকার ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি নালন্দার অধ্যক্ষ হন। বৌদ্ধ দার্শনিক ও তার্কিক দিঙ্গনাগও নালন্দায় বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। পণ্ডিত ধর্মপাল নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। বর্তমানে বৌদ্ধশাস্ত্রে অধ্যয়নের জন্য বিহার সরকার নব নালন্দা মহাবিহার নামে এখানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

## ময়নামতি

কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে ময়নামতি অবস্থিত। একসময় ময়নামতি বৌদ্ধশাস্ত্র ও সংস্কৃতচর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল। প্রাচীনকালে এ অঞ্চল সমতট নামে খ্যাত ছিল।

অষ্টম শতাব্দীতে এ অঞ্চল দেব বংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। সে সময় ময়নামতির নাম ছিল মদনাবতী। এরপর দশম শতাব্দীতে চন্দ্রবংশীয় রাজারা এ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।

## তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান

তাঁরা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ধারণা করা হয় রাজা মানিক চন্দ্রের রানি ছিলেন ময়নামতি। চন্দ্র বংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল লালমাই পাহাড়ে। লালমাইর প্রাচীন নাম লুহিতগিরি।



শালবন মহাবিহার, ময়নামতি, কুমিল্লা

এখানে অনেক বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। রাজারা অনেক বিহার, স্তুপ ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। কালক্রমে বিভিন্ন কারণে নগরী লুণ্ঠ হয়ে মাটি চাপা পড়ে যায়। বর্তমান খননকাজের ফলে সেসব প্রাচীন স্থাপত্যের নির্দর্শন উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে শালবন বিহার, আনন্দ রাজার প্রাসাদ, বৃপ্তবান মুড়া, তোজরাজার প্রাসাদ, ইটাখোলা মুড়া, কুটিলামুড়া (ত্রিরত্নস্তুপ) ইত্যাদি প্রধান।

অষ্টম শতাব্দীতে দেব বংশীয় রাজা ভবদেবের সময়ই ঐতিহাসিক শালবন বিহার নির্মিত হয়। শালবন বিহারের চারদিকে চারটি প্রাচীর আছে। শালবন বিহারের বৈশিষ্ট্য হলো এটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সমান। মাঝখানে ছিল প্রধান চৈত্য। এর চারপাশে ছিল ১১৫টি কক্ষ। কক্ষগুলোতে ভিক্ষুরা ধ্যান-সামধি ও বিদ্যাচর্চা করতেন।

বিহারের সামনে আছে উঠান ও বারান্দা। বিহারের চারদিকের কোনায় চারটি পরিদর্শক গৃহ

ছিল। বিহারের প্রবেশপথ ছিল একটি।

ময়নামতির আশপাশে বহু বিহার ও ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। কুটিলামুড়ায় তিনটি স্তূপ মনে করা হয় বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ-এ ত্রিরত্নের প্রতীক। চারপত্র মুড়ায় একটি বিহার। আনন্দ রাজার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। প্রাসাদের সাথে একটি বিহার এবং বুদ্ধ ও বৌদ্ধিসন্দের পদ্মপাণিমূর্তি। রূপবান মুড়াতে বৌদ্ধিসন্দ মঙ্গলশ্রী ও পঞ্চধ্যানী বুদ্ধসহ বিরাট বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়।

এছাড়াও ময়নামতি অঞ্চলে পাওয়া গেছে প্রাচীনকালের হাতিয়ার, তাম্রলিপি, মুদ্রা, অলঙ্কার, ব্রোঞ্জের মূর্তি, পোড়ামাটির চিত্রফলক ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র। প্রাপ্ত এসব জিনিস শালবন বিহারের পাশে প্রতিষ্ঠিত জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ময়নামতির দক্ষিণ অঞ্চলে এখনো অনেক বৌদ্ধ গ্রাম আছে। এখানকার বৌদ্ধরা সিংহ উপাধি ব্যবহার করে। ইতিহাস মতে নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্র এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

### চক্রশালা

চক্রশালা একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থস্থান। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া রেলস্টেশন থেকে প্রায় তিনি কিলোমিটার পূর্বে চক্রশালা অবস্থিত। চক্রশালার ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবিরের স্মৃতি জড়িত। চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির কঙ্কালাজার জেলার চকরিয়ার হারবাং এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সরভূ মহাস্থবিরের কাছে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করার জন্য তিনি বার্মা গমন করেন। সেখানে তিনি বিশ বছর বিনয় অধ্যয়ন করেন। দেশে ফেরার সময় তিনি কিছু জিনিস সঙ্গে এনেছিলেন। এগুলো হচ্ছে একটি চক্রাসন, তিনটি বুদ্ধমূর্তি (ত্রিভঙ্গ) ও কয়েকখন্দ বুদ্ধাস্থি।

প্রথমে তিনি ভারতের আগরতলায় পাঁচ বছর অবস্থান করেন। এরপর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ে সংঘরাম স্থাপন করেন। এখানে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বসবাস শুরু করেন। আরও পরে শিষ্যদের নিয়ে চক্রশালার এক আমবাগানে উপস্থিত হন।

পটিয়ার হাইডমজা নামে এক ধনী ব্যক্তি এই বাগানের মালিক ছিলেন। চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবিরের আগমনের কথা শুনে তিনি তাঁকে দেখতে আমবাগানে আসেন। তিনি তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা শুনে মুগ্ধ হন। তিনি তিন দিনব্যাপী এক ধর্মসভার আয়োজন করেন। চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবিরের পিতা চকরিয়ার চেন্দি রাজা জানতে পেরে পুত্রকে চকরিয়া ফিরিয়ে আনেন।

চন্দ্রজ্যোতি স্থবির চলে যাওয়ার সময়  
চক্রাসনটি হাইডমজাকে দিয়ে যান।  
হাইডমজার আর্থিক সাহায্যে সেখানে  
একটি বিহার তৈরি করা হয়। এটাই  
চক্রশালা বিহার। বর্তমানে এখানে  
একটি শূতি মন্দির বা চৈত্য আছে।

চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির ও তাঁর পিতা  
সেখানে ক্ষদনা ও পূজা করেন। সেই  
থেকে প্রতিবছর বিশুব সংক্রান্তিতে  
সেখানে বিরাট মেলা বসে।



### চক্রশালার চৈত্য, পটিয়া, চট্টগ্রাম

এই মেলাকে বৌদ্ধদের মিলন ক্ষেত্র বলা চলে। বৌদ্ধদের কাছে এটি একটি পবিত্র স্থান।  
প্রতিবছর সেখানে গিয়ে বৌদ্ধরা ক্ষদনা, পূজা ইত্যাদি ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন করেন।

### অনুশীলনী

**ক. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :**

**১. কপিলাবস্তু কোন নদীর তীরে অবস্থিত?**

- ক. নৈরঞ্জনা
- গ. রোহিনী

- খ. অমরাবতী
- ঘ. অচিরাবতী

**୨. ବୁଦ୍ଧର ସମୟେ ମଗଧେର ରାଜଧାନୀ ଛିଲ—**

- |             |              |
|-------------|--------------|
| କ. ରାଜଗୃହ   | ଖ. ବୈଶାଲୀ    |
| ଗ. ତକ୍ଷଶିଳା | ଘ. ଶ୍ରାବନ୍ତୀ |

**୩. ପ୍ରେସ ବୌଦ୍ଧ ସଂଗୀତ କୋଥାଯା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ?**

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| କ. କପିଲାବଞ୍ଚତେ | ଖ. ସନ୍ତପଣୀ ଗୁହାୟ |
| ଗ. ନାଳଦାୟ      | ଘ. ଅମରାବତୀତେ     |

**୪. ଶାଲବନ ବିହାରେ କୟାଟି କଷ ଆଛେ ?**

- |          |          |
|----------|----------|
| କ. ୧୧୫ଟି | ଖ. ୧୨୦ଟି |
| ଗ. ୧୧୦ଟି | ଘ. ୩୦୦ଟି |

**୫. ଚନ୍ଦ୍ରଶାଲାୟ କଥନ ମେଳା ହୁଏ ?**

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| କ. ବୈଶାଖେ    | ଖ. ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିତେ |
| ଗ. ପ୍ରବାରଗାୟ | ଘ. ଭାଦ୍ର ମାସେ         |

**୬. ନାଳଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟେ କତ ଜନ ଅଧ୍ୟାପକ ଛିଲେନ ?**

- |            |           |
|------------|-----------|
| କ. ୧୦୦୦ ଜନ | ଖ. ୫୦୦ ଜନ |
| ଗ. ୧୫୦୦ ଜନ | ଘ. ୩୦୦ ଜନ |

**୭. ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ୟୋତି ମହାସ୍ଥବିରେର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଥାଯା ?**

- |              |               |
|--------------|---------------|
| କ. ଚକରିଆ     | ଖ. ବ୍ରାହ୍ମଦେଶ |
| ଗ. ସୀତାକୁଣ୍ଡ | ଘ. ପଟିଆ       |

**୮. ଉପ୍ୟୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦାରା ଶୁନ୍ୟମୂଳାନ ପୂରଣ କର :**

୧. ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରା ଏକଟି ..... ।
୨. କପିଲାବଞ୍ଚର ଅଧିବାସୀରା ..... ନାମେ ପରିଚିତ ଛିଲେନ ।
୩. ଜୀବକ ବୁଦ୍ଧର ପରମ ..... ଛିଲେନ ।
୪. ବେଣୁବନ ବିହାରେ ବୁଦ୍ଧ ..... ଅତିବାହିତ କରେନ ।
୫. ଶାଲବନ ବିହାରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହଲେ ଏଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ..... ସମାନ ।
୬. ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ୟୋତି ମହାସ୍ଥବିର ଧର୍ମବିନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ..... ଗିଯେଛିଲେନ ।

**গ. বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর :**

বাম	ডান
১. ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্য	১. তপোদা নামে একটি উষ্ণ প্রস্তবণ।
২. কপিলাবস্তুতে বুদ্ধ বিনয় কর্মের	২. মহাবিহারের ভিত্তি স্থাপন করেন।
৩. বেণুবনের অদূরে আছে	৩. প্রসিদ্ধ স্থান সারনাথ।
৪. সম্বাট অশোক নালন্দা	৪. অনেক বিধি বিধান প্রণয়ন করেন।
৫. শালবন বিহারের চারদিকে	৫. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র ছিলেন
৬. হিউয়েন সাঙ প্রায় পাঁচ বছর	৬. চারটি প্রাচীর আছে।
	৭. বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা।

**ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

১. বৌদ্ধ তীর্থ কাকে বলে?
২. চার মহাতীর্থ কী কী?
৩. রাজগৃহের বর্তমান নাম কী?
৪. শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে কী নিয়ে বিবাদ হয়?
৫. গৌতম বুদ্ধ নালন্দার কোথায় বিশ্রাম করেন?
৬. কার নামে ময়নামতি নামকরণ করা হয়?
৭. চক্রশালা কোথায় অবস্থিত?

**ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

১. তীর্থস্থান ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব লেখ?
২. তীর্থ ও মহাতীর্থের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
৩. কপিলাবস্তু কোথায়? কপিলাবস্তুর বর্ণনা দাও।
৪. রাজগৃহ কোথায় অবস্থিত? রাজগৃহ বৌদ্ধদের তীর্থভূমি কেন?
৫. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনা দাও।
৬. শালবন মহাবিহারের বর্ণনা দাও।
৭. চক্রশালার ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা কর।



## একাদশ অধ্যায়

### ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি



পৃথিবীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকদের নিজস্ব ধর্ম মত আছে। মানুষ ধর্মবাণী অনুসারে জীবনযাপন করে। ধর্ম মানুষকে ভালো হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়। মানুষের মনে যে পশুত্ব ভাব থাকে তা ত্যাগ করার জন্য ধর্মের উপদেশ অনুশীলন করা কর্তব্য। মনের পশুভাব বিনাশ করে মনুষ্যত্ব ভাব জাগ্রত করার জন্যই ধর্ম বাণী পালন করা প্রয়োজন।

বুদ্ধ বলেছেন ধৈর্য পরম তপস্য। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের সহনশীল হওয়া উচিত। সহনশীলতার অভাবেই ধর্মের নামে ঝগড়া-বিবাদ ও মানুষের প্রাণহানি হয়। সমগ্র মানব সমাজে অশান্তি নেমে আসে। সহনশীলতার অভাবে মানুষ অপরের কটুবাক্য সহ্য করতে পারে না। কেউ খারাপ ব্যবহার করলে, আক্রমণ করলেও নিজের মধ্যে রাগ জন্মে না। অন্যের প্রতি বিদ্রেষভাব আসে না।

ধর্ম মানুষের জন্য মঞ্চল বয়ে আনে। প্রকৃতভাবে ধর্মের আচরণ করবে। ধর্ম আচরণ করলে অপরের ক্ষতি সাধন করতে মনে ইচ্ছা জাগবে না। সকল প্রাণীর প্রতি দয়া ভাব জাগ্রত হবে। সকল প্রাণী সুখী হটক বলে মনে-প্রাণে মেঢ়ীভাব আসবে। মেঢ়ী ভাবনাকারীর মনে হিংসা থাকে না।

ভালোবাসার দ্বারা সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে উঠে। পরস্পরের মধ্যে বন্ধুভাব জাগ্রত হয়। এর ফলে লোক সমাজে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। সম্প্রীতির দ্বারা সমাজে শান্তি বিরাজ করে। সমাজে যাতে সম্প্রীতি বিরাজ করে সেজন্য সকলে সচেষ্ট থাকবে।

## ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি

ধর্মহীন জীবন পশুতুল্য। ধর্ম ব্যতীত পৃথিবীতে সুখ নেই। ধর্ম আচরণ দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মানবিক গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়। ধর্ম আচরণ দ্বারা মানুষের প্রতি ভালোবাসা জাগে। তখন মানব সমাজের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। সম্প্রীতি জাগলে একজন মানুষ অন্যের সাথে অপ্রীতিকর কোনো কাজ করতে পারে না। ধর্ম পালনের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা বুঝতে পারে। ধর্ম আচরণ দ্বারা মানুষের মনের কালিমা দূর হয়। এর ফলে সমাজে সম্প্রীতি জন্মে। শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করে। এ কারণে ধর্মের অনুশাসন অনুসারে জীবন যাপন করা কর্তব্য। এতে ধর্মীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। একে অপরকে শুন্ধা করতে শেখায়। পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে সহনশীল মনোভাব গঠন করতে শিক্ষা দেয়।

বর্তমানে মানব সমাজে ধর্ম বর্ণ নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিবছর অনেক নিষ্পাপ নিরীহ মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে। ধর্মীয় চেতনা ও সহনশীলতার অভাবেই এসব গর্হিত কাজ করছে। তাই মনে প্রাণে ধর্মবাণীর অনুসরণ ও প্রতিপালন করা উচিত।

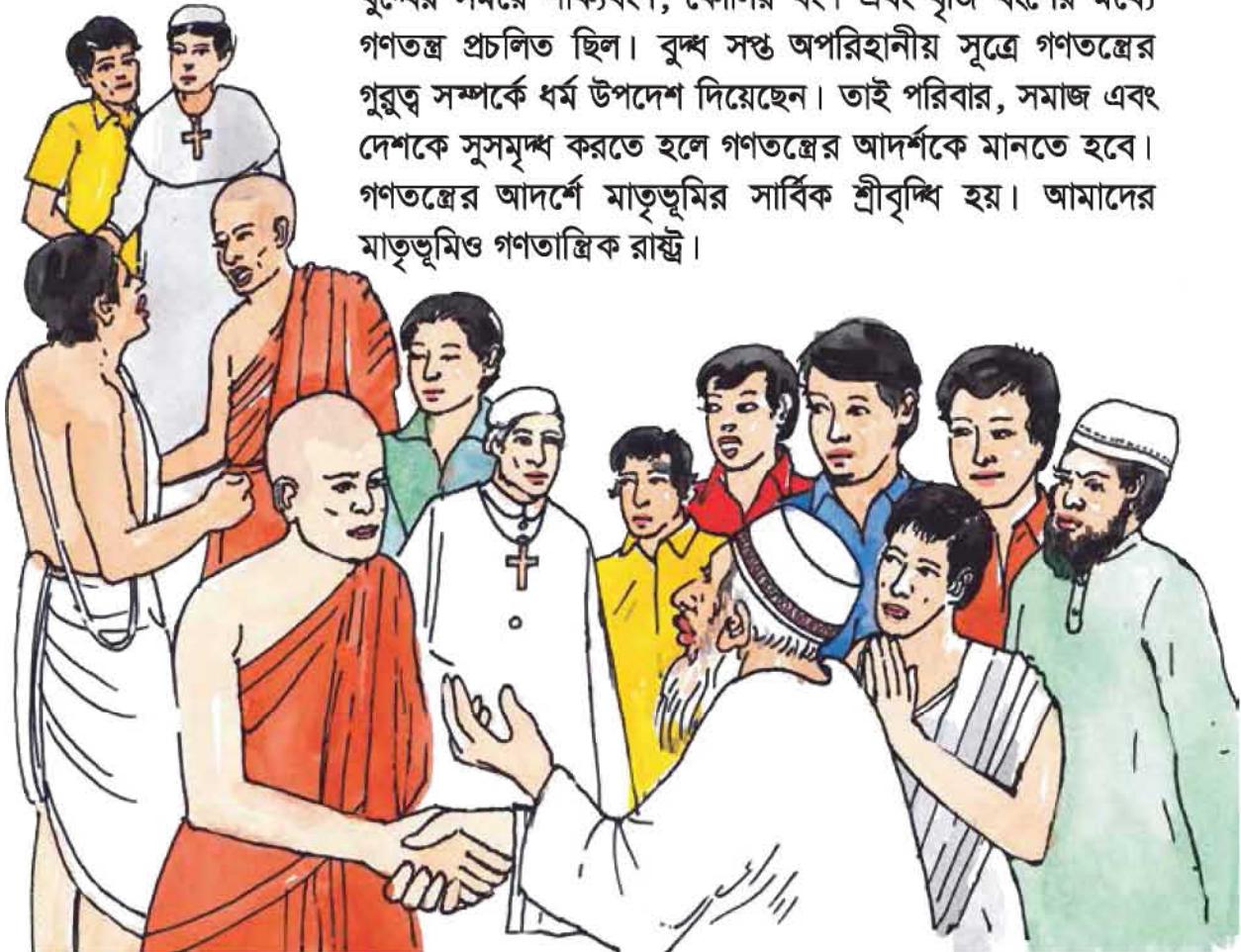
ধর্মের অনুশাসন মতে জীবনযাপন করবে। এর ফলে মনে ধর্মের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অন্য ধর্মের মানুষকে কখনো ছোট মনে করবে না। ঘৃণা করবে না। অবজ্ঞা করবে না। এতে নিজেই ছোট হয়।

বুদ্ধের সময়ে শাক্যবংশ, কোলিয়, লিছবি ও বৃজি বংশের লোকেরা নিজ মাতৃভূমির প্রতি অনুরূপ ছিল। দেশের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল। আমরা বাংলাদেশি বৌদ্ধেরা আরণাতীত কাল হতে এ দেশে বাস করে আসছি। আমাদের ব্যক্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধদের অনেক পুরাকৃতি রয়েছে। বর্তমান যুগে অনেক বড় বড় বিহার, সংঘারাম, স্কুল, কলেজ ও অনাথালয় গড়ে উঠছে। নিজ দেশকে ভালোবাসবে। অন্যদেরও নিজ দেশকে ভালোবাসতে উদ্বৃদ্ধ করবে।

ধর্ম মানুষকে সুসভ্য হতে শিক্ষা দেয়। সুসভ্য হলে মানুষ অন্যকে ভালোবাসতে শেখে। প্রকৃত নাগরিকরূপে দেশমাতৃকার প্রতি শুন্ধাশীল হয়। আপন দেশকে শুন্ধা করতে শেখে। তখন দেশের চলমান আইনের প্রতিও মানুষের শুন্ধা জন্মে। মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে হবে। দেশকে সুসমৃদ্ধ ও বিশ্ববাসীর কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। দেশের সকল সম্পদ যাতে সুরক্ষিত ও অপচয় না হয় সেজন্য সচেতন হতে হবে। শুধু নিজে নয়, দেশের প্রতিটি নাগরিককে দেশমাতৃকার স্থায়িত্ব ও উন্নয়নের জন্য উদ্বৃদ্ধ হতে প্রেরণা জোগাতে হবে।

বৌদ্ধরা শান্তিপ্রিয় জাতি। বৌদ্ধরা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। গণতন্ত্র হলো দেশের সকল নাগরিকদের একমত্যের শুভ ফল। নাগরিকগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থে একমত হয়ে যেকোনো বৃহত্তর কাজ সমাধান করতে পারে। বুদ্ধ নিজেও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।

বুদ্ধের সময়ে শাক্যবংশ, কোলিয় বংশ এবং বৃজি বংশের মধ্যে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ সপ্ত অপরিহানীয় সূত্রে গণতন্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে ধর্ম উপদেশ দিয়েছেন। তাই পরিবার, সমাজ এবং দেশকে সুসমৃদ্ধ করতে হলে গণতন্ত্রের আদর্শকে মানতে হবে। গণতন্ত্রের আদর্শে মাতৃভূমির সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমাদের মাতৃভূমি ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।



সৌভাগ্য ও ধর্মীয় সম্মতির বন্ধন

বর্তমান পৃথিবীর প্রায় দেশই গণতন্ত্রের আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে। বৌদ্ধ মতে, মন হলো পূর্বগামী ও প্রধান। মানুষ মন দ্বারা চিন্তা করে। সে চিন্তার মধ্যে মুক্তবুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে হবে। মুক্তবুদ্ধি হলো, সুচিন্তিত এবং যুক্তিযুক্ত মতের প্রতিফলন। মুক্তবুদ্ধির মধ্যে কপটতা থাকে না। মুক্তবুদ্ধির মানুষ গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

তাই তোমরা নিজে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করে গণতন্ত্রের প্রতি আগ্রহী হবে। পরে অন্যদেরও মুক্তবুদ্ধি ও গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য উদ্বৃদ্ধি করবে।

মানুষ মাত্রই স্বাধীন চিন্তা-চেতনার অধিকারী। লেখাপড়া, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং রাষ্ট্রের সকল সুবিধা লাভ করা প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে। কিন্তু বর্তমানে অনেক স্থানে বিবেকহীন নাগরিকদের দ্বারা মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিশ্ব জুড়ে নির্যাতন, লুটপাট, হত্যাসহ বিভিন্ন অমানবিক ঘটনা ঘটছে। এর ফলে মানবিক গুণের অবক্ষয় হচ্ছে। আইনের আশ্রয় নিয়েও অনেকে ন্যায় বিচার হতে বাধ্যতা হচ্ছে। তাই বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ ১৯৩০ সালের ২০শে ডিসেম্বর মানবাধিকার সংস্থা গঠন করেছে।

শুধু মানুষ নয়, পৃথিবীর সকল প্রাণীকে বুদ্ধি ভালোবাসতে বলেছেন। নিজের সাথে তুলনা করে কাউকে আঘাত না করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধি সকল মানুষের মধ্যে বুদ্ধাঙ্গুর রয়েছে বলে মানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মানুষের অধিকার যেন কোন রকমেই লঙ্ঘিত না হয়, সেজন্য সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

### অনুশীলনী

#### ক. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

##### ১. ধর্ম কাদের জন্য ?

- |            |           |
|------------|-----------|
| ক. মানুষের | খ. দেবতার |
| গ. ছাত্রের | ঘ. বন্ধুর |

##### ২. বুদ্ধের মতে পরম তপস্যা কী ?

- |          |             |
|----------|-------------|
| ক. ত্যাগ | খ. ধৈর্য    |
| গ. ক্ষমা | ঘ. তিতিক্ষা |

##### ৩. কিসের দ্বারা মানুষের মনের কাণিমা দূর হয় ?

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| ক. কর্মের আচরণ | খ. ধৈর্যের আচরণ |
| গ. ধর্মের আচরণ | ঘ. মনের আচরণ    |

##### ৪. ধর্মীয় চেতনা ও সহনশীলতার অভাবে কী কাজ হয় ?

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ক. হীন-নীচ কর্ম | খ. কুশল কর্ম      |
| গ. গর্হিত কর্ম  | ঘ. ভালো-মন্দ কর্ম |

৫. পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে কী মনোভাব নিয়ে বসবাস করা উচিত ?

- ক. ঝুঁঢ়  
গ. বিদেব

- খ. হিংসা  
ঘ. সহনশীল

৬. সম্প্রীতি থাকলে একে অন্যের সাথে কী কাজ করতে পারে না ?

- ক. অধর্ম  
গ. অস্ত্রাতিকর

- খ. অবন্ধুত্ব  
ঘ. মানহানিকর

৭. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ধর্মের জন্য ..... নয়।
২. ধৈর্য পরম .....।
৩. ধর্মহীন জীবন.....।
৪. .....দ্বারা সমাজে শান্তি বিরাজ করে।
৫. আমাদের ব্যক্তি ও ..... স্বাধীনতা আছে।
৬. ..... সালে মানবাধিকার সংস্থা গঠিত হয়।

৮. বামপাশের বাক্যাখ্যানের সাথে ডানপাশের বাক্যাখ্যানের মিল কর :

বাম	ডান
১. ধর্ম মানুষকে ভালো	১. হিংসা থাকে না।
২. সমগ্র মানব সমাজে	২. অন্যকে ভালোবাসতে শেখে।
৩. মৈত্রী ভাবনাকারীর মনে	৩. মানবাধিকার সংস্থা গঠন করেছে।
৪. অন্য ধর্মের মানুষকে	৪. অশান্তি বিরাজ করছে।
৫. সুসভ্য হলে মানুষ	৫. হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়।
৬. ১৯৩০ সালে ২০ ডিসেম্বর	৬. কখনো ছোট করবে না।
	৭. ধৈর্য মহৎ গুণ।

৯. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. ত্যাগ ধর্মের মূর্ত প্রতীক কে ?
২. কিসের দ্বারা সমাজে সম্প্রীতি বিরাজ করে ?
৩. কী আচরণ দ্বারা মানুষের মনের কালিমা দূর হয় ?

৪. অন্য ধর্মের মানুষকে অবজ্ঞা করতে নেই কেন ?

৫. কারা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ?

#### ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ধর্মীয় সম্প্রীতির গুণসমূহ উল্লেখ কর ?

২. মানব সমাজে ধর্মীয় সহনশীলতার প্রভাব কতটুকু বর্ণনা দাও ।

৩. ধর্মীয় আচরণ দ্বারা কী লাভ হয় বর্ণনা কর ।

৪. নিজ দেশকে কেন ভালোবাসবে ব্যাখ্যা কর ।

৫. গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কেন আলোচনা কর ।

৬. মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা দাও ।



## ଧ୍ୟାନ ଅଧ୍ୟାୟ

# ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ

ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶେ ମାନୁଷ ବୈଚେ ଥାକେ । ଶୁଦ୍ଧ ମାନୁଷଙ୍କ ନଯ, ସମ୍ମତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବୀଚାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶର ଉପର ନିର୍ଭରସୀଳ । ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟେ ଚାରଟି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ରହେଛେ । ସେ ଉପାଦାନଗୁଲୋ ହଜ୍ଲୋ— ପଞ୍ଚବୀ ଧାତୁ, ତେଜଧାତୁ, ଅଗ୍ନଧାତୁ ଓ ବାଯୁଧାତୁ ଅର୍ଦ୍ଧଧୀନ, ତାପ, ଜଳ ଓ ବାଯୁ । ମାନୁଷ ଓ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଚାରଟି ମୌଳିକ ଉପାଦାନେ ସୃଦ୍ଧି ।

ଆମଙ୍କା ସବାଇ ଜାନି ଆମାଦେର ଚାଲଗାଣେ ଯା କିଛୁ ଆହେ ତା ନିର୍ମେଇ ଆମାଦେର ପରିବେଶ । ଆମାଦେର ପରିବେଶେ ରହେଛେ ଗାହପାଳା, ଘରବାଡ଼ି, ପଞ୍ଚପାଦି, ରାମତାର୍ପାଟ, ନଦୀନାଳା, ପାହାଡ଼—ପର୍ବତ ଏବଂ ଆରା ଅନେକ କିଛୁ । ଏ ସବ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ । ଏସବ ଉପାଦାନମୂଳ୍ୟ ମାନୁଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବର ସୁମ୍ଭାବେ ବୈଚେ ଥାକାର ଜନ୍ୟ ଅଭ୍ୟକ୍ତ ଥିଯୋଜନ । ଏଗୁଲୋର କତି ହଜ୍ଲେଇ ପରିବେଶର ଭାବନାମୟ ନକ୍ତ ହୟ । ତାଇ ଦେଖା ଯାଇ ମାନୁଷ ସମାଜ ପଠନେର ଦେଇ ଶୁଭୁ ଥେବେଇ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତି ରହେଛେ ମାନୁଷେର ଗଭୀର ମନୋଯୋଗ ।

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ସାଥେ ପରିବେଶର ରହେଛେ ଗଭୀର ସମ୍ବଳକ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଉତ୍ସମ୍ଭବ ଡିଙ୍ଗି ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ । ଗୌତମ ସୁଦ୍ଧେର ଜନ୍ମ ରାଜପ୍ରାଦେଶ ନଯ ଦୁଃଖିନୀ ବନେର ଶାଶ୍ଵତକେର ନିଚେ । ଜନଶାହଣ କରେଇ ତିନି ପ୍ରକୃତିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେହେଲ । ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନଯ ଶୈଶବେ, କୈଶୋରେ ତାକେ ତୋମରା ଦେଖେ ପ୍ରକୃତିର ସଙ୍ଗେ ମିଶିତେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଥେବେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରହଳାଦ କରିତେ । ଏମନକି ରାଜପୁରୀ ହରେଓ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶର ସାଥେ ହିଲ ତାର ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ । ଅନେକ ସମର ରାଜପ୍ରାଦେଶର ନାନା ଅନୁଷ୍ଠାନେ ତାକେ ଦେଖା ଯାଇନି । ତାକେ ଦେଖା ଗେହେ ତଥନ ରାଜ ଉଦ୍‌ୟାନେ କୋଳୋ ଗାହେର ନିଚେ କିମ୍ବା ହୁଦେର ପାଶେ ବଦେ ଏକାକ୍ଷି ମନେ ଧ୍ୟାନ କରିତେ । ଗୃହତ୍ୟାପେର ପରି ସଥନ ତିନି ଦୂର୍ଧ୍ୱ ମୁଦ୍ରିତ ସମ୍ପଦାନ କରେ ଯାହେନ ତଥନ ତିନି କୋଳୋ ନଗରେ ଯାଇନି, ଗିଯେହେଲ ପ୍ରକୃତିର କୋଳେ । ନୀରବେ ଜ୍ଞାନ ସାଧନା କରେହେଲ କୋଳୋ ନା କୋଳୋ ବୃକ୍ଷର ନିଚେ । ଏତାବେ ଗୌତମ ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରକୃତିକେ ନିବିଡ଼ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେହେଲ । ପ୍ରକୃତିର ସାଥେ ନିଜେକେ ଏକାକ୍ଷି କରେ ନିଯୋହେଲ । ତାଇ ତାର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରେର ପ୍ରସମ୍ଭାବ ଥେବେଇ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶର ବନ୍ଦ ଉପାଦାନେର ଉପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦେଖା ଯାଇ । ସେମନ— ତିନି ବଲେହେଲ, କୋଳୋ ଗାହେର ଶିକ୍ଷତ୍ତ ସାଦି

## প্রকৃতি ও পরিবেশ

ভেঙ্গে গেলেও তার শিকড় থেকে গাছ আবার বেড়ে উঠে। তেমনি মানুষের লোভ যদি ধ্বংস করতে না পারে তাহলে বিভিন্ন সময়ে লোভ নামক শত্রুটি বেড়ে উঠে। এতে মানুষের অনেক ক্ষতি করতে পারে। ঘাস ও আগাছার কারণে যেমন জমি অনুর্বর হয়। আর মানুষের অন্তর কল্যাণিত হয় রাগ, লোভ ও হিংসার কারণে।

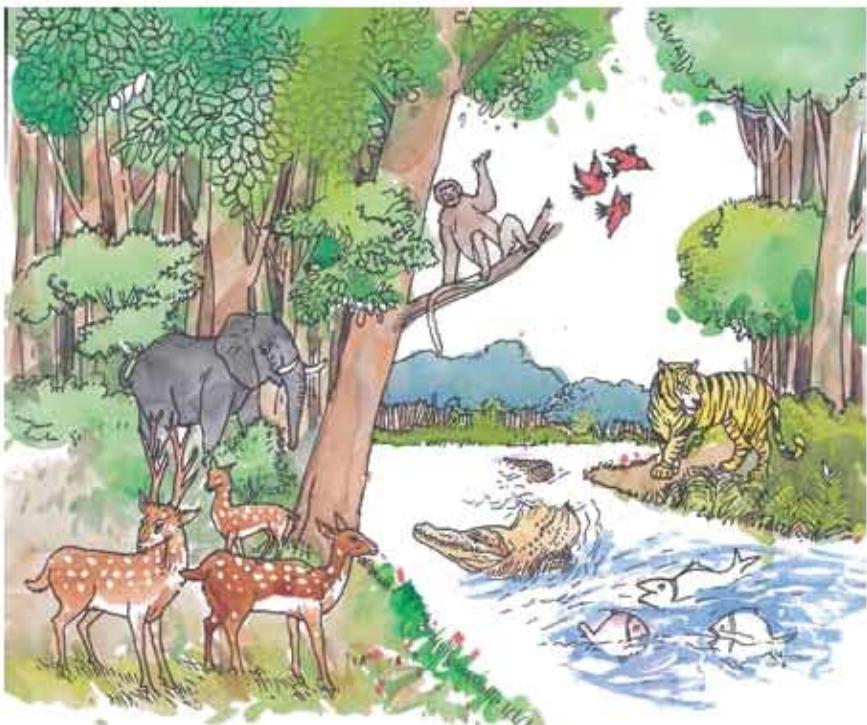
পরিবেশ-প্রকৃতিতে বুদ্ধ শুধু গাছ-পাতা-লতা ইত্যাদির কথা বলেননি। প্রকৃতি থেকে জন্ম নেয়া সকল প্রাণীর কথাও তিনি গভীর মতাদিয়ে অনুভব করেছেন। তিনি বলেছেন, দীর্ঘ, বৃহৎ, মাঝারি, ছোট অথবা ক্ষুদ্র যেসব প্রাণী আছে অথবা যে সকল প্রাণী দেখা যায়; আর যে সকল প্রাণী দেখা যায় না; যারা দূরে বাস করে বা কাছে বাস করে; যারা জন্মেছে বা জন্মাবে তারা সকলেই সুখে থাকুক। কী সুন্দর মানবিক উক্তি ভাবলে অবাক হতে হয়।

এ ছাড়াও প্রকৃতির সকল উপাদানের রক্ষা করার প্রতি ছিল বুদ্ধের সচেতন দৃষ্টি। কারণ বুদ্ধ বুঝেছিলেন বৃক্ষ কেবল নিসর্গ প্রকৃতির শোভা নয়। তা মানুষের জীবনের অপরিহার্য অংশ। পশুপাখিরাও তাদের নিজস্ব পরিবেশে জন্ম নেয়।

মানব জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের ভূমিকা অসাধারণ। তাই তো বলা হয় বৃক্ষহীন পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বই কঁজনা করা যায় না। দেশের বনাঞ্চল প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আবহাওয়া ও জলবায়ু প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে জনগণকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করতে হবে। দেশে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন সৃষ্টি করতে হবে।

বুদ্ধের সময়েও বৃক্ষরোপণের প্রবণতা ছিল। ধ্যানের জন্য নির্জন বন ও শান্ত পরিবেশ উভয়। রাজা ও শ্রেষ্ঠীগণ নানা বিহার ও আবাস নির্মাণ তৈরি করেছিলেন ছায়াঘেরা বন-বনাঞ্চলে। যেমন জেতবন বিহার, বিশাখারাম, আম্রকানন বিহার, বেণুবন বিহার প্রভৃতি। এই সব বিহারের সাথে উদ্যান, পুকুর, পানীয় জলের কৃপ থাকত। সেই সাথে পুরো বিহার এলাকায় থাকত নানা রকমের গাছপালা। প্রার্থনা হলের সামনে থাকত নানা জাতের ফুলের বাগান। এ ছাড়া নানা রকম ঔষধি গাছের লতা-পাতা, গুল্ম, ফুল-ফলাদিও থাকত। কারণ তখন প্রকৃতিতে উৎপন্ন গাছ পালা-লতা-পাতা মূল ইত্যাদিই বিভিন্ন রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হতো। মহাবর্গ গ্রন্থে বুদ্ধ চর্বি, নবনীত, তেল, মধু ও গুড় এই পাঁচ প্রকার ভেষজ দ্রব্যের ব্যবহারের কথা বলেছেন।

বুদ্ধের চিকিৎসক ছিলেন ভেষজ বিশারদ জীবক। তিনি বলেছেন পৃথিবীতে যত গাছ-লতা-গুল্ম-মূল আছে সবই ভেষজ। ব্যবহৃত লতা-পাতার মধ্যে ছিল নিমপাতা, তুলসী পাতা, কার্পাস পাতা। আর ফলের মধ্যে ছিল হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, পিপুল, মরিচ,



### প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্বলিত জীব বৈচিত্র্যের দৃশ্য

বিড়ঙ্গা প্রভৃতি। তাহলে আমাদের জ্ঞানতে হবে নানা বৃক্ষরাজি, লতা-পাতা, ফল-ফুল আমাদের প্রাণ রক্ষাকারী ত্বেষজ্ঞও বটে। জ্ঞান্ধ্য রক্ষার জন্য ফলের পুশ অনেক বেশি।

বর্তমানে পরিবেশ সংরক্ষণবাদীরা বনাঞ্চল সূচী ও রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণের উপর জ্ঞের দিয়েছেন। প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষায় ভাবনা বুদ্ধের সময় বেঁমল হিল তেমনি পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বৌদ্ধ রাজার আমলেও লক্ষ্য করা যায়। সম্মাট অশোক পরিবেশ সংরক্ষণের জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় জন্য আদেশ জারি করেছিলেন। তাঁর নির্দেশ হিল রাজ্যে কোনো গাছ কাটতে হলে সংশ্লিষ্টদের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। পশুগাথি নিয়ে নানা ধরনের নিষ্ঠুর খেলার নিয়ম নিয়িন্থ হিল। এ ছাড়া যাগবজ্জ্বল ও রাজবৰ্ষীয় জোজনের জন্য পশু বধের নীতিও তিনি নিয়িন্থ করেন।

পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব কেবল সরকার কিংবা কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি বিশেষের নয়; দায়িত্ব সকল নাগরিকের, প্রতিটি ব্যক্তির। যারা অজ্ঞানবশত পরিবেশ দুষ্পথে যুক্ত হচ্ছেন তাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। যারা অতি মূলাকার লোভে জেনে শুনেও পরিবেশ ধ্বনি করার কাছে ঘোল দিবেছেন তাদেরও চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

জীব বৈচিত্র্য ধ্বনি হলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। আর পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে যখন প্রকৃতি বিশুগ্ধ আচরণ করে তখনই তা আমাদের কাছে

## প্রাকৃতি ও পরিবেশ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসাবে নেমে আসে। এর ফলে পৃথিবীতে ঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, খরা এবং ভূমিকঙ্গের মতো মারাত্মক দুর্ঘটনাগুলো ঘটে থাকে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের এর কারণ সম্পর্কে প্রথমে সচেতন হতে হবে। এর সাথে সাথে অন্যান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে বর্তমানে জলোচ্ছাস ও ভূমিকঙ্গের করণীয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে। সচেতনতা ও প্রস্তুতি সম্পর্কে সকলে ধারণা থাকতে হবে। দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ সম্পর্কে সকলের সচেতন ও তৎপর হওয়া কর্তব্য।

### অনুশীলনী

#### ক. সঠিক উভয়ে পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. প্রকৃতির মধ্যে কয়টি মৌলিক উপাদান রয়েছে?

- |          |           |
|----------|-----------|
| ক. চারটি | খ. পাঁচটি |
| গ. ছয়টি | ঘ. সাতটি  |

২. ভৈষজ্যের কথা কোন গ্রন্থে আছে?

- |            |              |
|------------|--------------|
| ক. ধর্মপদে | খ. মহাবর্গে  |
| গ. জাতকে   | ঘ. খুদক পাঠে |

৩. বুদ্ধের ব্যক্তিগত চিকিৎসকের নাম কী ছিল?

- |         |        |
|---------|--------|
| ক. জীবক | খ. জনক |
| গ. সীবক | ঘ. সরক |

৪. বুদ্ধ কত প্রকার ভৈষজ্যের কথা বলেছেন?

- |         |        |
|---------|--------|
| ক. পাঁচ | খ. সাত |
| গ. দশ   | ঘ. বার |

#### খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. প্রকৃতির মধ্যে চারটি ..... উপাদান রয়েছে।
২. পশুপাখিরাও তাদের ..... পরিবেশে জন্ম নেয়।
৩. পরিবেশ রক্ষায় ..... ভূমিকা অসাধারণ।
৪. প্রার্থনা হলের পাশে থাকত নানা জাতের ..... বাগান।
৫. পশুপাখি নিয়ে নানা ধরনের ..... খেলার নিয়ম নিষিদ্ধ ছিল।
৬. জীব বৈচিত্র্য ধ্বনি হলে পরিবেশের ..... নষ্ট হবে।

### গ. বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম	ডান
১. প্রকৃতি ও পরিবেশে ২. বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির ভিত্তি ৩. বুদ্ধের সময়ও বৃক্ষরোপণের ৪. স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ফলের ৫. সন্তাট অশোক পরিবেশ সংরক্ষণের তথা জীব বৈচিত্র্য ৬. জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হলে	১. পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। ২. রক্ষার জন্য আদেশ জারি করেছিলেন। ৩. মানুষ বেঁচে থাকে। ৪. প্রকৃতি ও পরিবেশ। ৫. প্রবণতা ছিল। ৬. গুণ অনেক বেশি। ৭. ধারণা লাভ করতে হবে।

### ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. বৌদ্ধ মতে প্রকৃতির মধ্যে মৌলিক চারটি উপাদান কী কী ?
২. ধ্যানের জন্য বুদ্ধ কোন স্থানকে উত্তম বলেছেন ?
৩. পরিবেশের উপর কী নির্ভর করে ?
৪. কয়েকটি ভেষজ লতা-পাতা ও ফলের নাম লেখ।
৫. জীবক কে ছিলেন ?
৬. বনরাজি বেষ্টিত কয়েকটি বিহারের নাম লেখ ?

### ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. প্রকৃতি ও পরিবেশ মানুষের জন্য কী উপকার সাধন করে বর্ণনা দাও।
২. তৈয়াজ্য সম্পর্কে বর্ণনা দাও।
৩. জগতে জীব-বৈচিত্র্যের প্রয়োজন কেন বর্ণনা দাও।
৪. প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধর ?
৫. সন্তাট অশোক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কী করেছিলেন ?
৬. বুদ্ধ ছায়াযুক্ত শাস্তি পরিবেশকে পছন্দ করতেন কেন বর্ণনা দাও ?

সমাপ্ত

২০২২ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৪ৰ্থ-বৌল্যধৰ্ম



প্রাণিহত্যা মহাপাপ  
-সৌভাগ্য বৃক্ষ



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য